NARSINGHA

ই-পেপার: www.ekdin-epaper.com

একদিন

EKDIN

এগিয়ে চলার সঙ্গী

৭ দ্বিতীয় দিনের শেষে জয়ের গন্ধ ভারতীয় শিবিরে

কোয়াড বৈঠকে যোগ দিতে আমেরিকা সফরে মোদি ৭

কলকাতা ২১ সেপ্টেম্বর ২০২৪ ৪ আশ্বিন ১৪৩১ শনিবার অষ্টাদশ বর্ষ ১০৩ সংখ্যা ৮ পাতা ৩.০০ টাকা ■ Kolkata 21.09.2024, Vol.18, Issue No. 103, 8 Pages, Price 3.00

ডিভিসির নামে ‘নালিশ’ করে মোদিকে চিঠি মমতার

চার পাতার চিঠিতে অভিযোগ বহু

নিজস্ব প্রতিবেদন: অপরিকল্পিত ভাবে জল ছাড়ছে ডিভিসি। যে কাজ করার কথা, তাতে অগ্রাধিকার না দিয়ে অন্য কাজে মনোনিবেশ করছে তারা। যার ফলে ভুগতে হচ্ছে বাংলাকে। ২০০৯ সালের পর থেকে এমন বন্যা দক্ষিণবঙ্গে হয়নি। পরিস্থিতি বিশদে ব্যাখ্যা করে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদিকে চিঠি লিখলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। চার পাতার সেই চিঠিতে ডিভিসির বিরুদ্ধে একগুচ্ছ অভিযোগ করেছেন তিনি। এই পরিস্থিতি চলতে থাকলে আগামী দিনে ডিভিসির সঙ্গে সম্পর্ক ছিন্ন করার হুঁশিয়ারিও দিয়েছেন।

মমতা চিঠিতে লিখেছেন, ‘ডিভিসি পরিচালিত মাইথন এবং পাঞ্চেত জলাধার থেকে অপরিকল্পিত ভাবে পাঁচ লক্ষ কিউসেকের বেশি জল ছাড়ার কারণে দক্ষিণবঙ্গের প্রায় সব জেলাতেই বন্যা পরিস্থিতি তৈরি হয়েছে। এর ফলে পূর্ব বর্ধমান, পশ্চিম বর্ধমান, হাওড়া, হুগলি, পূর্ব মেদিনীপুর, পশ্চিম মেদিনীপুর, বীরভূম এবং বাঁকুড়ার মানুষ বিপর্যস্ত। এত জল ডিভিসি আগে কখনও ছাড়েনি। নিম্ন দামোদর এবং সংলগ্ন এলাকা বন্যায় ভেসে গিয়েছে। ২০০৯ সালের পর এমন বন্যা আর কখনও হয়নি।’

মমতা আরও জানিয়েছেন, দক্ষিণবঙ্গে বর্তমানে ১০০০ বর্গ কিলোমিটারের বেশি এলাকা বন্যাকবলিত। ৫০ লক্ষ মানুষ বিপর্যস্ত। চাষের জমি থেকে শুরু করে ব্যক্তিগত সম্পত্তি ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। রাজ্য সরকার এই পরিস্থিতি মোকাবিলা করার সাধ্যমতো চেষ্টা করছে। তাঁর বক্তব্য, ‘আমি নিজে বন্যাকবলিত এলাকাগুলি ঘুরে দেখে এসেছি। আমি বলতে বাধ্য হচ্ছি, এটা ‘ম্যান মেড’ বন্যা। ডিভিসি আরও পরিকল্পিত ভাবে বাঁধ এবং জলাধারগুলি নিয়ন্ত্রণ করলে এই বন্যা আটকানো যেত। ক্ষয়ক্ষতিও কমানো যেত।’

গত ১৬ সেপ্টেম্বর থেকে ডিভিসি কতটা জল ছেড়েছে, তার হিসাব প্রধানমন্ত্রীকে দেওয়া চিঠিতে উল্লেখ করেছেন মমতা। তিনি জানান, রাজ্যের বিভিন্ন নদীর জলস্তরের অবস্থা সম্পর্কে তথ্য দেওয়া হয়েছে ডিভিসিকে। কিন্তু জল ছাড়া কমেনি। তিনি বলেন, ‘ডিভিসি চেয়ারম্যানের সঙ্গে আমি নিজে ফোনে কথা বলেছিলাম। তার পরেও ১৭ তারিখ থেকে জল ছাড়ার পরিমাণ ক্রমাগত বেড়েছে।’ রাজ্যের হিসাব অনুযায়ী, ১৬ তারিখ রাতে ৯০ হাজার কিউসেক থেকে পরবর্তী ৯ ঘণ্টার মধ্যে আড়াই লক্ষ কিউসেক জল ছাড়া হয়েছে মাইথন এবং পাঞ্চেত থেকে। তিন দিনে জল ছাড়া হয়েছে মোট ৮.৩১ লক্ষ কিউসেক। এই পরিস্থিতি এড়ানো যেত বলে মনে করেন মুখ্যমন্ত্রী। তাঁর অভিযোগ, জল ছাড়া নিয়ে রাজ্য সরকারের সঙ্গে ডিভিসি আলোচনা করেনি। দুই জলাধার জলপূর্ণ হয়ে যাওয়ার অনেক আগেই জল ছাড়া শুরু হয়েছে।

মমতা জানিয়েছেন, আরও বেশি বন্যার জল ধরে রাখার জন্য মাইথন, পাঞ্চেতের মতো জলাধারগুলির সংস্কার প্রয়োজন। তাঁর কথায়, ‘গত ১০ বছর ধরে ডিভিসিকে বলে আসছি, জলাধারের সংস্কার প্রয়োজন। কিন্তু ডিভিসি বা কেন্দ্রীয় সরকার সে বিষয়ে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ করেনি। নীতি আয়োগের বৈঠকেও আমি এ বিষয়ে কেন্দ্রের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিলাম। আমাদের সাংসদ এবং মন্ত্রীরাও বিষয়টি কেন্দ্রীয় মন্ত্রকের সামনে বার বার তুলে ধরেছেন। তার পরেও কোনও পদক্ষেপ করা হয়নি। এই দুই জলাধারের ধারণক্ষমতা ৩০ শতাংশ কমে গিয়েছে। পরিস্থিতি আরও খারাপ হচ্ছে দিন দিন। বিষয়টিকে আর এড়িয়ে যাওয়া যাবে না।’

মমতার বক্তব্য, দামোদরের তীরে বন্যা ঠেকানো ডিভিসির প্রধান কাজ। তা না করে তারা বিদ্যুৎ উৎপাদনের দিকে ঝুঁকেছে। এতে বাংলার ক্ষতি হচ্ছে। মুখ্যমন্ত্রী বলেন, ‘ঘাটাল মাস্টারপ্ল্যানের জন্যেও আমরা বহু দিন ধরে কেন্দ্রের দৃষ্টি আকর্ষণ করে আসছি। প্রয়োজনীয় সমস্ত কাগজপত্র দেওয়া হয়েছে। কেন্দ্র তা-ও কোনও পদক্ষেপ করেনি। ঘাটাল এই বন্যায় সম্ভবত সবচেয়ে বেশি ক্ষতিগ্রস্ত।’ এর পরেই হুঁশিয়ারির সুরে মমতা লিখেছেন, ‘এই পরিস্থিতি চলতে থাকলে আমরা ডিভিসির সঙ্গে সম্পর্ক ত্যাগ করতে বাধ্য হব। বছরের পর বছর এই বঞ্চনা আমরা মানতে পারব না। আপনার কাছে আমার বিনীত অনুরোধ, বিষয়টিকে গুরুত্ব দিয়ে দেখুন। অবিলম্বে সংশ্লিষ্ট মন্ত্রককে এ বিষয়ে পদক্ষেপের নির্দেশ দিন। এই বিষয়টিকে অগ্রাধিকার দিন। বন্যা মোকাবিলার জন্য কেন্দ্র মানুষের স্বার্থে বাংলার জন্য পর্যাপ্ত অর্থ বরাদ্দ করুক।’

গোরু পাচার মামলায় জামিন পেলেন অনুব্রত

পুজোর আগেই বাড়ি ফিরবেন কেষ্ট

নয়াদিল্লি, ২০ সেপ্টেম্বর: দিল্লির রাউস অ্যাভিনিউ কোর্ট থেকে গোরু পাচার মামলায় জামিন পেলেন বীরভূমের তৃণমূল নেতা অনুব্রত মণ্ডল। ১০ লক্ষ টাকার বন্ডে তাঁর জামিন মঞ্জুর হয়েছে। এর আগে সিবিআইয়ের মামলায় জামিন পেয়েছিলেন অনুব্রত। এ বার ইডির মামলাতেও তাঁর জামিন মঞ্জুর হয়েছে। তিহাড় জেল থেকে এ বার তিনি মুক্তি পেতে চলেছেন বলে আদালত সূত্রে জানা গিয়েছে। ফলে পুজোর আগেই বীরভূমে ফিরবেন কেষ্ট। কিছু দিন আগে তাঁর কন্যা সুকন্যা মণ্ডলও জামিন পেয়েছিলেন।

২০২২ সালের ১১ অগস্ট গোরু পাচার মামলায় অনুব্রতকে গ্রেপ্তার করেছিল সিবিআই। পরে ২০২৩ সালে ওই মামলাতেই তাঁর কন্যাকে গ্রেপ্তার করে ইডি। তার পর তিহাড় জেলে ঠাঁই হয়েছিল বাবা এবং কন্যার। তাঁদের মুখোমুখি বসিয়ে জিজ্ঞাসাবাদও করা হয়েছিল। সম্প্রতি সিবিআইয়ের করা মামলাটিতে সুপ্রিম কোর্ট থেকে অনুব্রত জামিন পেয়েছিলেন। কিন্তু ইডির মামলায় তাঁকে জেলে থাকতে হচ্ছিল। শুক্রবার সেই মামলাতেও জামিন মিলল।

দু’বছর আগে বীরভূমের নিচুপট্টি এলাকায় নিজের বাড়ি থেকেই অনুব্রতকে গ্রেপ্তার করে সিবিআই। প্রথমে আসানসোল সংশোধনাগারে তাঁকে রাখা হয়েছিল। পরে তিহাড় জেলে নিয়ে যাওয়া হয় কেষ্টকে। তখন থেকে তিহাড়েই বন্দি ছিলেন তিনি। একই মামলায় ওই বছরের নভেম্বর মাসে ইডিও তাঁকে গ্রেপ্তার করে। বার বার জামিন চেয়ে আদালতের দ্বারস্থ হয়েছেন অনুব্রত। তাঁর আইনজীবী সওয়াল করার সময় বার বার জানান, গোরু পাচার মামলায় অন্য অভিযুক্তেরা ছাড়া পেলেও তাঁর মক্কেলকে আটকে রাখা হচ্ছে। কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থার তরফে অনুব্রতের জামিনের বিরোধিতা করা হয় বার বার। সওয়ালে তারা জানায়, এই মামলায় অনুব্রতই মূল অভিযুক্ত। জামিন পেলে তিনি সাক্ষ্যপ্রমাণ নষ্ট করতে পারেন। সেই যুক্তিতে বেশ কয়েক বার অনুব্রতের জামিন খারিজ হয়। অবশেষে সিবিআই এবং ইডি, দুই মামলাতেই জামিন মঞ্জুর হল কেষ্টর।

বীরভূমের জেলা তৃণমূলের সভাপতি পদে ছিলেন অনুব্রত। গ্রেপ্তারির পর তাঁর বিরুদ্ধে কোনও পদক্ষেপ করেনি দল। অনুব্রতের ফেরার আশায় দিন গুনছিলেন তাঁর অনুগামীরা। দিল্লি হাইকোর্ট থেকে সুকন্যা জামিন পাওয়ার পর তাঁরা আরও উজ্জীবিত হয়েছিলেন। অবশেষে শুক্রবার হাসি ফুটল অনুগামীদের মুখে।

সেনা অফিসারের বান্ধবীকে থানায় হেনস্থার অভিযোগ

ভুবনেশ্বর, ২০ সেপ্টেম্বর: কর্তব্য গাফিলতি এবং সেনা আধিকারিকের বান্ধবীকে থানায় হেনস্থার অভিযোগে ওডিশায় পাঁচ পুলিশকর্মীকে সাসপেন্ড করা হল। একইসঙ্গে তাঁদের বিরুদ্ধে শৃঙ্খলাভঙ্গের অভিযোগে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ করতে বলেছে জাতীয় মহিলা কমিশন। পুলিশের কাছে এই বিষয়ে রিপোর্ট চেয়ে একটি স্বতঃপ্রণোদিত মামলাও করেছে তারা।

সাসপেন্ড পাঁচ পুলিশকর্মী

ঘটনার সূত্রপাত গত রবিবার রাতে। ভুবনেশ্বরের নিজের একটি রেস্তরাঁ রয়েছে সেনা আধিকারিকের বান্ধবীর। তাঁর অভিযোগ, রেস্তরাঁ বন্ধ করে রাত ১টা নাগাদ বন্ধুর সঙ্গে বাড়ি ফিরছিলেন। সেই সময় তাঁদের উপর হামলা চালান এক দল যুবক। তার পরই তাঁরা ভরতপুর থানায় অভিযোগ দায়ের করতে গিয়েছিলেন। মহিলার অভিযোগ, থানায় সাদা পোশাকে এক জনই মহিলা কনস্টেবল ছিলেন। বিষয়টি তাঁকে জানানো হয়। কিন্তু অভিযোগ, তাঁদের সাহায্য না করে ওই কনস্টেবল গালিগালাজ করতে থাকেন এবং থানা ছেড়ে চলে যেতে বলেন। সেই সময় কয়েক জন পুরুষ পুলিশকর্মী এবং আধিকারিক সেখানে আসেন। তাঁর বন্ধুকে লিখিত অভিযোগ দিতে বলা হয়। লিখিত অভিযোগ দেওয়ার পরই তাঁর বন্ধুকে লকআপে আটকে রাখা হয় বলে মহিলার দাবি। তাঁর কথায়, ‘কেন আমার বন্ধুকে লকআপে আটকে রাখা হল জানি না। আমি যখন এর প্রতিবাদ করি যে, এক জন সেনা আধিকারিককে এ ভাবে আটকে রাখা যায়নি, তখন দুই মহিলা কনস্টেবল আমাকে মারতে শুরু করেন। আমি এক কনস্টেবলের হাতে কামড়ে দিই। কিন্তু ওঁরা আমাকে বেঁধে একটি ঘরে আটকে রাখেন।’

মহিলার আরও দাবি, কিছু ক্ষণ পর এক পুলিশকর্মী ওই ঘরে ঢোকেন। তাঁর বুকে বেশ কয়েক বার লাথি মারেন। তার পর তাঁর সঙ্গে জোরজবরদস্তি করেন। তবে পুলিশ পাল্টা একটি অভিযোগ দায়ের করে দু’জনের বিরুদ্ধে। থানায় মত্ত অবস্থায়

অভিজিৎ মণ্ডলের পলিগ্রাফ পরীক্ষা করাতে চায় সিবিআই

নিজস্ব প্রতিবেদন: এ বার টালা থানার প্রাক্তন ওসি অভিজিৎ মণ্ডলের পলিগ্রাফ পরীক্ষা করাতে চাইছে সিবিআই। আরজি কর হাসপাতালে চিকিৎসকের ধর্ষণ এবং খুনের মামলায় প্রমাণ লোপাটের অভিযোগে গ্রেপ্তার করা হয়েছে অভিজিৎকে। ওই একই অভিযোগে গ্রেপ্তার হয়েছেন আরজি কর মেডিক্যাল কলেজের প্রাক্তন অধ্যক্ষ সন্দীপ ঘোষ। তাঁর পলিগ্রাফ পরীক্ষা আগেই করিয়েছে সিবিআই। চিকিৎসকের ধর্ষণ এবং খুনের ঘটনায় ধৃত সিভিক ভলান্টিয়ারেরও পলিগ্রাফ পরীক্ষা করানো হয়েছে।

গত শনিবার অভিজিৎকে গ্রেপ্তার করেছিল সিবিআই। ১৮ সেপ্টেম্বর, গত বুধবার তাঁকে সাসপেন্ড (নিলম্বিত) করে রাজ্য সরকার। প্রশাসনিক মহলের একাংশের দাবি, এটি একটি রুটিন পদক্ষেপ। কারণ কোনও সরকারি কর্মী গ্রেপ্তার হয়ে ৪৮ ঘণ্টার বেশি তদন্তকারী সংস্থার হেপাজতে থাকলে, নিয়ম অনুযায়ী তাঁকে নিলম্বিত করতে হয়। শুক্রবার অভিজিতের সিবিআই হেপাজতের মেয়াদ শেষ হচ্ছে। তাঁকে আদালতে হাজির করানো হয়েছে। সেই সঙ্গে সন্দীপকেও আদালতে হাজির করানো হয়েছে। সেখানেই অভিজিতের পলিগ্রাফ পরীক্ষা করানোর আবেদন জানিয়েছে সিবিআই।

গত ৯ অগস্ট আরজি কর হাসপাতালে চিকিৎসকের দেহ উদ্ধার হয়। তাঁকে ধর্ষণ এবং খুনের অভিযোগ উঠেছে। আদালতে সিবিআই দাবি করেছে, ঘটনার দিন চিকিৎসকের মৃতদেহ উদ্ধারের পর থেকে সন্দীপ এবং অভিজিতের মধ্যে মোবাইলে সবচেয়ে বেশি কথাবার্তা হয়েছিল। কল ডিটেলসে তা দেখা গিয়েছে। বেশ

কোর্টে আর্জি

কয়েকটি ‘সন্দেহজনক’ মোবাইল নম্বরেও তাঁরা বার বার ফোন করে কথা বলেন। সে বিষয়ে আরও জেরা এবং অনুসন্ধান প্রয়োজন বলে দাবি করে সিবিআই। টালা থানা থেকে সিসি ক্যামেরার যে হার্ড ডিস্ক উদ্ধার করা হয়েছে, তা পরীক্ষা করে দেখা প্রয়োজন বলেও দাবি করে সিবিআই। এ বার অভিজিতের পলিগ্রাফ পরীক্ষা করাতে চাইছে তারা।

পলিগ্রাফ পরীক্ষাকে ‘লাই ডিটেক্টর’ পরীক্ষাও বলে থাকেন কেউ কেউ। অর্থাৎ, অভিযুক্ত মিথ্যা বলছেন কি না, এই পরীক্ষার মাধ্যমে তা যাচাই করা হয়। সাধারণত জিজ্ঞাসাবাদের সময় বিভিন্ন শারীরবৃত্তীয় প্রতিক্রিয়ার উপর ভিত্তি করে এই পরীক্ষা হয়। তবে এই পরীক্ষার ফলাফলে যা মিলবে, তা আদালতে প্রমাণ হিসাবে গ্রাহ্য হয় না। তদন্তের সুবিধার্থে এই পরীক্ষা করানো হয়ে থাকে। এই ধরনের পরীক্ষার জন্য যাঁর পরীক্ষা করানো হচ্ছে, তাঁর সম্মতি প্রয়োজন।

প্রসাদী লাড্ডু বিতর্কে এবার মামলা সুপ্রিম কোর্টে

নয়াদিল্লি, ২০ সেপ্টেম্বর: তিরুপতি মন্দিরের প্রসাদী লাড্ডু ঘিরে দেশে শোরগোল তুঙ্গে। ল্যাব রিপোর্ট অনুযায়ী, লাড্ডুতে পাওয়া গিয়েছে গোরুর চর্বি, মাছের তেল। এনিয়ে অন্ধ্রপ্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী চন্দ্রবাবু নাইডু তোপ দেগেছেন প্রাক্তন ওয়াইএসআর কংগ্রেস সরকারকে। এবার এই লাড্ডু বিতর্ক গড়াল সুপ্রিম কোর্টে। সূত্রের খবর, ধর্মীয় অধিকার রক্ষার দাবি জানিয়ে শীর্ষ আদালতে পিটিশন ফাইল করা হয়েছে। তিরুপতির প্রসাদী লাড্ডু নিয়ে জোর জল্পনার মাঝেই শুক্রবার পিটিশন দাখিল করা হয় সুপ্রিম কোর্টে। মামলাকারীদের অভিযোগ, এই ঘটনায় হিন্দু ধর্মীয় রীতিনীতি লঙ্ঘন করা হয়েছে।

হ্যাক ইউটিউব চ্যানেল

নয়াদিল্লি, ২০ সেপ্টেম্বর: হ্যাক হল সুপ্রিম কোর্টের ইউটিউব চ্যানেল। শুক্রবার আচমকা দেখা যায়, আদালতের লাইভ স্ট্রিমিংয়ের পরিবর্তে ওই চ্যানেলে ক্রিপটোকারেন্সি নিয়ে একটি অনুষ্ঠান সম্প্রচার হচ্ছে। উল্লেখ্য, দিনকয়েক আগে আরজি কর মামলার লাইভ স্ট্রিমিং নিয়ে আপত্তি জানিয়েছিলেন রাজ্যের আইনজীবী কপিল সিবল। এবার হ্যাকারদের কবলে পড়ল শীর্ষ আদালতের ইউটিউব চ্যানেল। সাইবার নিরাপত্তায় বড়সড় গলদ হয়েছে বলেই প্রাথমিকভাবে অনুমান। *-বিস্তারিত দেশের পাতায়*

ধর্না প্রত্যাহার করে সিজিও গেলেন জুনিয়র ডাক্তারেরা

মশাল হাতে শ্যামবাজারে নাগরিক সমাজ

নিজস্ব প্রতিবেদন: স্বাস্থ্য ভবনের সামনে ধর্না প্রত্যাহার করলেন জুনিয়র ডাক্তারেরা। শুক্রবার স্বাস্থ্য ভবন থেকে সিজিও কমপ্লেক্স পর্যন্ত মিছিল করেন তাঁরা। মিছিল শেষে ধর্না প্রত্যাহারের কথা জানান আন্দোলনরত জুনিয়র ডাক্তারেরা। সেই মিছিলে যোগ দিয়েছেন সাধারণ মানুষও। অন্যদিকে, প্রায় একই সময়ে আরজি কর-কাণ্ডে প্রতিবাদের শহরের অন্য প্রান্তে এক অভিনব মিছিল শুরু হয়। হাইল্যান্ড পার্ক থেকে শ্যামবাজার পর্যন্ত রিলে মশাল মিছিলেও পা মেলান সাধারণ মানুষ।

গত ৯ অগস্ট আরজি করের মহিলা চিকিৎসককে ধর্ষণ-খুনের ঘটনার পর থেকেই কর্মবিরতির ডাক দেন জুনিয়র ডাক্তারেরা। সেই কর্মবিরতি শুধু কলকাতার হাসপাতালগুলিতেই সীমাবদ্ধ ছিল না। রাজ্যের বিভিন্ন মেডিক্যাল কলেজে তো বটেই দেশের বিভিন্ন হাসপাতালের চিকিৎসকেরাও এই আন্দোলনে যোগ দেন। গত দেড় মাসে বিভিন্ন ক্ষেত্রের মানুষ পথে নেমে প্রতিবাদ জানিয়েছেন। মিছিল, অবস্থান করেছেন। সেই আবহেই গত ১০ সেপ্টেম্বর থেকে স্বাস্থ্য ভবনের সামনে ধর্না শুরু করেন জুনিয়র ডাক্তারেরা। সেই ধর্না শেষ হল শুক্রবার।

বৃহস্পতিবার জুনিয়র ডাক্তারেরা জানিয়েছিলেন, শুক্রবার থেকে কর্মবিরতি আংশিক তুলে নেওয়া হবে। ধর্নামঞ্চ উঠবে শুক্রবার থেকেই। বিকেল ৩টে নাগাদ ধর্নামঞ্চ থেকে সিজিও কমপ্লেক্স পর্যন্ত জুনিয়র ডাক্তারদের একটি মিছিল হবে। সেই ঘোষণা মতো শুক্রবার বিকেলে মিছিল করেন জুনিয়র ডাক্তারেরা। সিজিও কমপ্লেক্সের সামনে মিছিল শেষ করে তাঁরা জানান, ধর্না তুলে নেওয়া হচ্ছে। শনিবার থেকেই জরুরি পরিষেবায় কাজ শুরু করবেন তাঁরা।

শুক্রবার যখন স্বাস্থ্য ভবনের সামনে থেকে জুনিয়র ডাক্তারেরা মিছিল শুরু করেন, তখন হাইল্যান্ড পার্কে জমায়েত করেন সমাজের বিভিন্ন ক্ষেত্রের মানুষ। সেই জমায়েতে ছিলেন জুনিয়র ডাক্তার, ইস্টবেঙ্গল, মোহনবাগান, মহামেডান সমর্থক, বিভিন্ন কলেজ এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাক্তনী, শিল্পী, তথ্যপ্রযুক্তি কর্মী এবং নাগারিক সমাজ। বিকেল ৪টের পর হাইল্যান্ড পার্ক থেকে শুরু হয় মিছিল।

ঘুরলো আন্দোলনের অভিমুখ!

নিজস্ব প্রতিবেদন: এদিনের মিছিলে আন্দোলনের অভিমুখ ঘুরলো বলে মনে করছে বিশিষ্টমহল। চলতি মাসের ১০ তারিখ। আরজি কর হাসপাতালে তরুণী চিকিৎসকের ধর্ষণ-খুনের ঘটনায় স্বাস্থ্য অধিকর্তাদের পদত্যাগের দাবিতে স্বাস্থ্যভবন অভিযান করেছিলেন আন্দোলনকারী জুনিয়র চিকিৎসকরা। তখন তাঁদের নিশানায় ছিল রাজ্য সরকার। আর ১১ দিন পর, শুক্রবার যখন নিজেদের দাবিপূরণের পর কর্মবিরতি প্রত্যাহার করে কাজে যোগ দেওয়ার সিদ্ধান্ত নিলেন, তখন তাঁদের আক্রমণের তির ঘুরে গেল কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থার দিকে। শুক্রবার স্বাস্থ্যভবনের সামনে থেকে সিজিও কমপ্লেক্স পর্যন্ত জুনিয়র ডাক্তারদের মিছিলে শোনা গেল অন্য স্লোগান, ‘আর কত দিন সময় চাই? জবাব দাও সিবিআই’।

শ্রেণিবদ্ধ বিজ্ঞাপন

নাম-পদবী

গত ১৯/০৯/২৪ S.D.E.M., শ্রীরামপুর, হুগলী কোর্টে ১৩১০৬ নং এফিডেভিট বলে আমি Harideb Sil ঘোষণা করিয়াছি যে, আমার পিতা Balai Lal Sil ও Lt. B. L. Sil সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছেন।

নাম-পদবী

গত ২০/০৯/২৪ জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট, সদর, হুগলী, কোর্টে ৬৫৬০ নং এফিডেভিট বলে আমি Gobinda Chandra Kundu (old name) S/o. Madhab Kundu R/o. Seth Pally, Bansberia, Bansberia, Mogra, Hooghly-712502, W.B., নাম পরিবর্তন করিয়া সর্বত্র Gobinda Kundu (new name) নামে পরিচিত হইয়াছি। Gobinda Chandra Kundu & Gobinda Kundu S/o. Madhab Kundu উভয়েই সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছি। আমার পুত্র Sujit Kundu.

Change of Name

I **Dipak Basak** S/O- Digen Chandra Basak resident at Nrisingha Jangal Lane, P.O+P.S- Santipur, Dist- Nadia, Pin-741404, W.B. I have declare that my wife **Rama Basak & Ramabati Basak (Das) is the same & one identical person** vide affidavit (SL No: 5036) of 1st Class Judicial Magistrate at Ranaghat, Nadia on 13/08/24. My service book being employee No: 1989005922. Aadhaar No: 8697 3190 0580.

Change of Name

I, **RONI BHOWMIK** S/o Shyamal Kanti Bhowmik, residing at Habibpur, Benepukurpar East, P.O.- Midnapore, P.S.- Kotwali, Dist.- Paschim Medinipur, PIN-721101, W.B, henceforth be known as **RONI BHOWMICK** as declared In the Court of Ld. Judicial Magistrate (1st Class) at Midnapore vide Affidavit No. 16396 Dated 18/09/2024. **RONI BHOWMIK** S/o Shyamal Kanti Bhowmik and **RONI BHOWMICK** S/o Shyamal Kanti Bhowmik both are same and identical person.

Change of Name

I, **Pampi Das Bhowmik** W/o **Roni Bhowmik,** residing at Habibpur, Benepukurpar East, P.O.- Midnapore, P.S.- Kotwali, Dist.- Paschim Medinipur, PIN-721101, W.B, henceforth be known as **Pampi Das Bhowmick** W/o **Roni Bhowmick** as declared In the Court of Ld. Judicial Magistrate (1st Class) at Midnapore vide Affidavit No. 14583 Dated 23/08/2024. **Pampi Das Bhowmik** W/o **Roni Bhowmik** and **Pampi Das Bhowmick** W/o **Roni Bhowmick** both are same and identical person.

শ্রেণীবদ্ধ বিজ্ঞাপনের জন্য যোগাযোগ করুন-মোঃ ৯৮৩১৯১৯৭৯১

বিজ্ঞপ্তি

এতদ্বারা অল ইন্ডিয়া ল ক্লার্কস্ ফেডারেশন, পঃবঃ রাজ্য কমিটির পক্ষ হইতে জানানো যাইতেছে যে, গত ইংরাজি ১৪ এবং ১৫ সেপ্টেম্বর, ২০২৪ তারিখে কলকাতার মুকুন্দপুরে অনুষ্ঠিত রাজ্য বর্দ্ধিত সভায় ২০টি জেলার প্রতিনিধি গনের উপস্থিতিতে সর্বসম্মতিক্রমে গৃহীত সিদ্ধান্ত অনুযায়ী সৌমিত্র নস্কর এবং আনারুল মালিথা উভয়কেই উপরিউক্ত সংগঠন হইতে আজীবন বহিস্কার করা হইলো ।

আদেশানুসারে
সুজিত মজুমদার
অল ইন্ডিয়া ল ক্লার্কস ফেডারেশন
কার্যকরী প্রেসিডেন্ট,
পঃ বঃ রাজ্য কমিটি

বিজ্ঞপ্তি

এতদ্বারা সর্বসাধারণকে জানানো যাইতেছে যে, **শৈলেন্দ্রনাথ সাঁতরা**, পিতা হরেন্দ্রনাথ সাঁতরা, সাং - জগদ্ধাত্রী এ্যাপার্টমেন্ট, ফটকগোড়া, পোঃ ও থানা - চন্দননগর, জেলা হুগলী গত ইংরাজী ১২/০১/২০২০ তারিখে পরলোকগমন করিয়াছেন। উক্ত ব্যক্তিকে আমার মক্কেল **সম্প্রীত মান্না**, পিতা- ˜ রবি মান্না, সাং- নীচুপট্টী, পোঃ ও থানা - চন্দননগর, জেলা হুগলী উপরিলিখিত ফটকগোড়াস্থিত জগদ্ধাত্রী এ্যাপার্টমেন্টের একটি ফ্ল্যাটে থাকিবার জন্য অনুমতি প্রদান করিয়াছিলেন এবং উক্ত শৈলেন্দ্রনাথ সাঁতরা মহাশয়ের মৃত্যুর পর হইতে জগদ্ধাত্রী এ্যাপার্টমেন্টের উক্ত ফ্ল্যাটটি অদ্যতক আমার উপরোক্ত মক্কেল এর দখলে রহিয়াছে। উপরিলিখিত শৈলেন্দ্রনাথ সাঁতরা ত্যক্ত তথা দখলকৃত এ্যাপার্টমেন্টের ফ্ল্যাটটির বিষয়ে কাহারো কোন দাবী-দাওয়া থাকিলে বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের ৩০ (ত্রিশ) দিনের মধ্যে তাহার দাবীর সমর্থনে কাগজাদি সহ আবেদন দাখিল করিবেন। অন্যথায় সময় অন্তে কোন ব্যক্তির কোন দাবী গ্রাহ্য হইবে না।

নেপাল চন্দ্র সেন
(আইনজীবি)

বিজ্ঞপ্তি

দলিল গ্রহীতা - ফিরোজা বিবি, স্বামী-ইনাজুদ্দিন বিশ্বাস, সাং-খয়রামারী, থানা-জলঙ্গী, জেলা-মুর্শিদাবাদ। দলিল দাতা - শ্রীমতি ছায়ারানী বাগচী, স্বামী-নিত্যগোপাল বাগচী, দিলীপ কুমার বাগচী, পিতা-মৃত নিত্যগোপাল বাগচী, দিপালী সান্ন্যাল, স্বামী-অজয় কুমার সান্ন্যাল ও তৃপ্তি চক্রবর্ত্তী, স্বামী-কালচাঁদ চক্রবর্ত্তী সকলের পক্ষে আমমোক্তার তাপস কুমার বাগচী, পিতা নিত্যগোপাল বাগচী ১৯৮৩ সালের আমমোক্তারনামা দলিলমূলে।
তপশীল পরিচয় - মৌজা-খয়রামারী, জে.এল নং-৩। দাগ-৫৬৮২, হাল নং-৫৭২৮, ৫৭২৯, ৫৭৩০, ৫৭৩১, ৫৭৩২, পরিমান-০.২০ শতক, রকম-ভিটি

That paper publications were published by me in a Bengali Newspaper namely "EiSamay" and in an English Newspaper namely "Times of India" on 14.09.2024, where G.D.no. was mentioned as 678 dated 12.09.2014 which will actually be **678** dated **12.09.2024.**

বিজ্ঞপ্তি

বিগত ইং 27/02/1995 তারিখে রাণাঘাট এ.ডি.এস.আর. অফিসে রেজিষ্ট্রিকৃত I নং বহির 1822 নং বিক্রয় কোবলা দলিল মূলে উমা মৈত্র, স্বামী মৃত সরোজ কুমার মৈত্র, সাং- পাটুলি, থানা- হাঁসখালি, জেলা- নদীয়া'র নিকট হইতে ১। বাদল রাজোয়ার, পিতা মৃত শিবু রাজোয়ার, ২। জয়দেব রাজোয়ার, পিতা মৃত হেলু রাজোয়ার, সাং- পাটুলি, থানা- হাঁসখালী, জেলা- নদীয়া খরিদ করিয়া মালিক হন। উক্ত বিক্রয় কোবলা দলিল অনুযায়ী জেলা- নদীয়া, থানা- হাঁসখালি, 43 নং পাটুলি মৌজায়, সি.এস. 3 আর.এস. 300 ও এল.আর. 82/1 খতিয়ানভুক্ত, আর.এস. ও এল.আর. 383 নং দাগে 11 শতক সম্পত্তি হইতে 8 শতক সম্পত্তি বিক্রয় হইতেছে। উক্ত বিক্রয় কোবলা দলিল মূলে মালিকদ্বয়ের মধ্যে বাদল রাজোয়ার পরবর্তীতে পরলোক গমণ করিলে তাঁর ওয়ারিশগন অর্থাৎ তাঁর স্ত্রী আশা রাজোয়ার, পুত্র শক্তি রাজোয়ার ও কন্যা মধুমিতা দে এবং 2 নং গ্রহীতা জয়দেব রাজোয়ার নিজ বিগত ইং- 21/03/2013 তারিখে ডিষ্টিক সাব রেজিস্টারে নদীয়া, অফিসে রেজিষ্ট্রিকৃত I নং বহির 04966 নং আমমোক্তার দলিল মূলে শম্ভু সরকার, পিতা মৃত অক্ষয় কুমার সরকার, সাং- পাটুলি, পো:বাদকুল্লা, থানা- তাহেরপুর, জেলা- নদীয়া মহাশয়কে আমমোক্তার নিযুক্ত করেন। উক্ত আমমোক্তার অনুযায়ী উপরি উল্লিখিত তপশীল সম্পত্তি অর্থাৎ 8 শতক সম্পত্তি আমমোক্তার হইতেছে। উক্ত আমমোক্তার বলে ক্ষমতাপ্রাপ্ত আমমোক্তার শম্ভু সরকার বিগত ইং- 24/04/2013 তারিখে হাঁসখালি এ.ডি.এস.আর. অফিসে রেজিষ্ট্রিকৃত I নং বহির 01461 নং বিক্রয় কোবলা দলিল মূল্যে ১) মাম্ভ ভাওয়াল, স্বামী বিশ্বজিত ভাওয়াল, ২) বিশ্বজিৎ ভাওয়াল, পিতা- মৃত বিশ্বনাথ ভাওয়াল সাং- পাটুলি মধ্যপাড়া, পো: বাদকুল্লা, থানা- তাহেরপুর, জেলা- নদীয়া'কে উপরি উল্লিখিত তপশীল সম্পত্তি হইতে 11 শতকের মধ্যে 8 শতক সম্পত্তি বিক্রয় করেন। বর্ত্তমানে 82/1 খতিয়ানের আর.এস. ও এল.আর. 383 নং দাগ উষারাণী মৈত্র-র নামে রেকর্ডভুক্ত আছে। উক্ত বিষয়ে কাহারো কোন আপত্তি থাকিলে অত্র বিজ্ঞাপন প্রকাশের 1 (এক) মাসের মধ্যে হাঁসখালী বি.এল. এন্ড এল.আর.ও. অফিসে জানাইবেন, অন্যথায় আইন মোতাবেক কার্য হইবে।
হলফনামা- আমরা ১) মাম্ভ ভাওয়াল, স্বামী বিশ্বজিৎ ভাওয়াল, ২) বিশ্বজিৎ ভাওয়াল, পিতা মৃত বিশ্বনাথ ভাওয়াল, সাং- পাটুলি, মধ্যপাড়া, পো: বাদকুল্লা, থানা- তাহেরপুর, জেলা- নদীয়া। উপরোক্ত বিষয়বস্তু আমাদের জ্ঞান ও বিশ্বাস মতে সত্য।

আমার মক্কেল
নারায়ন অধিকারী (অ্যাডভোকেট),
M: 7407133609
কৃষ্ণনগর ডিস্ট্রিক্ট জাজেস কোর্ট, তারিখ: 21/09/2024

বিজ্ঞপ্তি

ইন দি লার্নেড কোর্ট অফ ডিস্ট্রিক্ট জজ অফ হুগলী, চুঁচুড়া
প্রবেট সুট নং - ০১/২০২৩
এ্যাক্ট ৩৯ কেস নং - ৩০/২০২২
দরখাস্তকারিনী : শ্রীমতী রঞ্জনা দাস
প্রতিপক্ষ : শ্রী সুমিত দাস দীগর

এতদ্বারা বিজ্ঞপ্তি দিয়া জানানো হইতেছে যে- উপরোক্ত আদালতে দরখাস্তকারিনী প্রবেট সুটটি দাখিল করিয়াছেন, যাহা পেনডিং আছে। উক্ত কেসে ২ নং প্রতিপক্ষ **শ্রী অমিত দাস,** পিতা- ˜মধুসুদন দাস, সাকিম প্রযত্নে রাজেশ ছেত্রি, ২ নং গ্রাম পঞ্চায়েত চন্দ্রহাটি, টিসু কোয়াটার নং এফ/৭৮৯, ত্রিবেণী পোঃ চন্দ্রহাটী, থানা- মগরা, জেলা- হুগলী, পিন কোড নং-৭১২৫০৪ আপনাকে পক্ষভুক্ত করা হইয়াছে। আগামী ইং ০৫-১১-২৪ তারিখে উক্ত কেসের দিন ধার্য্য আছে। আপনি উক্ত কেসে কনটেস্ট করিতে চাহিলে এই বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের/পাবলিস হইবার ৩০ দিনের মধ্যে আপনি স্বয়ং অথবা উকিলবাবুর দ্বারা কেসে হাজির থাকিবেন। নতুবা উক্ত কেসে আপনার বিরুদ্ধে একতরফা হিয়ারিং হইবে।

নিবেদন ইতি-
দরখাস্তকারিনীর পক্ষে
সন্ধ্যা শীল (অ্যাডভোকেট)
আদেশ অনুসারে,
শ্রী চরন সিং (সেরেস্তাদার বাবু)
ডিস্ট্রিক্ট জজ কোর্ট হুগলী, চুঁচুড়া

NOTICE

In The Court of The District Delegate, Kharagpur Paschim Medinipur
Probate Case No-06/2023
Nabarun Majumder ... Petitioner
NOTICE is hereby given to the general public that the petitioner has filed the above noted Case for obtaining Probate of WILL executed by **Srimatya Runu Majumder** W/o late Manindra Mohan Majumder of Inda Sarada Pally, Kharagpur (Town) in respect of Property described in the Schedule below. If anybody has any objection in this regard, he/she may file The Same within 30 days from the date of Publication, failing which the case will Proceed according to law.

Schedule of Property
District - Paschim Medinipur Thana-Kharagpur Town, Mouza - Inda, J.L. No. - 232, Ward no-01 Holding No- 965/592/01, R.S. Khatian No-35/1, L.R. Khatian R.S. Dag No-365, L. R. Dag No.-1706, Area of land = 05 decs, together with double storeyed Pucca building.

By order,
Madan Mishra (Sheristadar)
District Delegate
Kharagpur Sub-Div. Court,
Paschim Medinipur, 19.09.2024

শ্রেণিবদ্ধ বিজ্ঞাপন গ্রহণ কেন্দ্র

উত্তর ২৪ পরগনা

অ্যাড কানেক্সন
সন্তোষ কুমার সিং
হোম নং -৩, বিএল নং-১৮, মেঘনা মোড়, পোস্ট ও থানা-জগদ্দল, উত্তর ২৪ পরগনা, ফোন- ৮৩৩৬০ ৮৮৭২১
ইমেইল- **adconnexon@gmail.com**

এ.এন. বিজ্ঞাপন গ্রহনকেন্দ্র
সেখ আজাহার উদ্দিন, বারাসাত, জেলা- উত্তর ২৪ পরগনা, কলকাতা-৭০০১২৪, মোঃ- ৯৭৩৩৬৫২৬৩৬

হুগলি

মা লক্ষ্মী জেরক্স সেন্টার, সর্বাণী চ্যাটার্জি, ঠিকানা কোর্টের ধার ওল্ড জেলা পরিষদ, চুঁচুড়া, জেলা হুগলি, পিন: ৭১২১০১, মোঃ ৯৪৩৩১৬৮৯১৮।

জিৎ অ্যাডভার্টাইজিং এজেন্সি, প্রসেনজিৎ সামন্ত, ঠিকানা- দলুইগাছা, সিঙ্গুর, বন্ধন ব্যাঙ্কের পাশে, জেলা- হুগলী, পশ্চিমবঙ্গ, মোঃ ৯৮৩১৬৯৯২৪৪

নদিয়া

টাইপ কর্ণার, নিরঞ্জন পাল, ঠিকানা : কালেক্টরি মোড়, এসপি বাংলোর বিপরীতে, পোঃ কৃষ্ণনগর, জেলাঃ নদিয়া, পিন: ৭৪১১০১, মোঃ ৯৪৭৪৩৩৪৯৭৮

রাজ টেলিকম, অমিতাভ বিশ্বাস, ঠিকানা: করিমপুর, জেলা নদিয়া, মোঃ ৯৪৩৪৪২০৬৮৬/ ৯০৯৩৬৮৮৫৩০।

সুজয়া উদ্যোগ সমূহ, শ্রীধর অঙ্গন, বাজার রোড, নবদ্বীপ, নদিয়া-৭৪১৩০২, মোঃ ৯৩৩৩২২০৬৫৯।

অবসর, ডি. বালা, চাকদহ, নদিয়া। মোঃ ৭৪০৭৪৮০১০৮।

সবিতা কমিউনিকেশন, প্রোঃ- রুমা দেবনাথ মজুমদার, ৪/১ প্রাচীন মায়াপুর ৩য় লেন, পোস্ট ও থানা- নবদ্বীপ, জেলা- নদীয়া, পিন-৭৪১৩০২, মো-৮১০১৩ ৭৩৫৮১

পূর্ব মেদিনীপুর

আইনক্স অ্যাড এজেন্সি
সুরজিৎ মাইতি, পিটপুর, কেশপাট, পূর্ব মেদিনীপুর-৭২১১৩৯, মোঃ ৯৭৩২৬৬৬০৫২

শ্যাম কমিউনিকেশন, দেবব্রত পাঁজা, দেউলিয়া বাজার, জেলা - পূর্ব মেদিনীপুর, পিন: ৭২১১৫৪, মোঃ ৯৪৭৪৪৪৬৮৯৬/ ৭০৭৪৪৯৩৭৯৬

মানসী অ্যাড এজেন্সি, শশধর মান্না, মেচেদা ও তমলুক, ঠিকানা: কাকডিহি, মেচেদা, কোলাঘাট, জেলা - পূর্ব মেদিনীপুর, পিন ৭২১১৩৭, মোঃ ৯৮৩২৭০৯৮০৯/ ৯৯৩২৭৭০৭৬৭

পশ্চিম মেদিনীপুর

মহালক্ষ্মী অ্যাডভার্টাইজিং এজেন্সি দুর্গেশ চন্দ্র শুক্লা,
ঠিকানা: হোল্ডিং নং. ১৬৮/১৪২, ওয়ার্ড নং-১৬, ভগবানপুর কালী মন্দিরের কাছে, খড়্গপুর টাউন, পশ্চিম মেদিনীপুর-৭২১৩০১
মোঃ ৮৯১৮০৬৩৪৪৬

মুর্শিদাবাদ

পি' অ্যাডস্ সলিউশন, অমিত কুমার দাস, ১৬৭, দয়ানগর রোড, পোঃ- খাগড়া, জেলা- মুর্শিদাবাদ, পিন-৭৪২১০৩। মোঃ ৯৪৭৪৫৭৮৬৩৫/ ৮৪৩৬৯৯৩০১৯।

বীরভূম

সংবাদ সারাদিন, মৃণালজিৎ গোস্বামী, সিউড়ি, নিউ জঙ্গলপাড়া, বীরভূম-৭৩১১০১। মোঃ ৯৬৭৪১৭০২২৪, ৯৭৭৫২৭৬০২১।

মিডিয়া হাউস, প্রঃ- পরিতোষ দাস, কীর্ণাহার স্টেশন রোড, থানা- নানুর, বীরভূম। মোঃ ৯৪৩৪৩৪৮৮১৯, ৯১৫৩০৬০২০৯।

লক্ষ্মী অনুষ্ঠান ভবন, প্রযত্নে দীপক কুমার মণ্ডল, নতুন বাসস্ট্যান্ড, রামপুরহাট, বীরভূম। মোঃ ৯৯৩৩০০২৭৩১/ ৯৩৩৩৩১২৬৭১।

পুরুলিয়া

অরিজিৎ সেন, চকবাজার, কাপড়গলি, বনমালি সেন লেন, পুরুলিয়া-৭২৩১০১, মোঃ ৯৮৫১১৯৮১৬০।

আজকের দিনটি কেমন যাবে?

আজ ২১ শে সেপ্টেম্বর, ৪ ঠা আশ্বিন। শনি বার। তৃতীয়া তিথী। জন্মে মেষ রাশি। অষ্টত্তরী শুক্র র দশা, বিংশোত্তোরী কেতু র মহাদশা কাল। মৃতে একপাদ দোষ।

মেষ রাশি : তরল পদার্থ কেমিক্যাল সম্পর্ক, ব্যবসা প্রতিষ্ঠান থেকে আয় বৃদ্ধি। পরিবার পরিজন দের সাথে মধুর সম্পর্ক। ছোট ভ্রমণ আর ভবিষ্যতের জন্য বীজ বপন হবে। প্রেম সম্পর্ক শুভ।প্রতিবাদ করার আগে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে রাখুন। ছাত্র ছাত্রীদের জন্য আজকের দিনটা অতীব আনন্দের। বাড়ী থেকে কাজে যাওয়ার র সময়, লাল তিলক, লাল রঙের রুমাল রাখুন।

বৃষ রাশি : পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আপনি কিছু শুভ কাজ করতে পারবেন। অল্প পরিচিত বান্ধবের সহযোগে, সমস্যা থেকে বের হয়ে আসবেন। নতুন পরিকল্পনা করতে পারেন। উচ্চ বিদ্যা তে সাফল্য অর্জন করা যাবে। পিতৃবাক্য মেনে নিতে অসুবিধা কোথায়? মন্দিরে গিয়ে দেবদেবীর পুজো দিন, সফলতা আসবে। পকেটে হলুদ রঙের রুমাল রাখুন, শুভ হবে।

মিথুন রাশি : সোম বার। হঠাত প্রাপ্তি। প্রতিবেশী স্বজন বান্ধব দ্বারা, ভ্রমন শুভ। প্রেমে বিশ্বাস যোগ্যতা অর্জন করতে হবে। নবম দশম শ্রেণীর ছাত্র ছাত্রী দের জন্য শুভ। লেখক সাহিত্যিক রা সম্মান পাবেন। গোপন কথা গোপন করতে হবে। কাছে সবুজ রঙের রুমাল রাখা উচিত। শ্রী নারায়ণ/ শ্রী কৃষ্ণ সেবা করলে আজ আরো শুভ হবে।

কর্কট রাশি : আজ সোমবার বিতরণ কমলে, প্রশান্তি অনুভব না থাকার কারণে আজ দুশ্চিন্তা থাকবে। এক সন্তানের কারনে মনকষ্ট বৃদ্ধি হবে। নতুন লগ্নি করা অর্থ ফেরত পেতে দুশ্চিন্তা। স্বজন বান্ধব দের সাথে তর্ক বিতর্ক হবে। জাহাজী ইন্‌জিনিয়ার দের সফর শেষে বিভ্রান্তি।আজ একটু ধৈর্য ধরতে হবে। আজ বড় ইন্টারভিউ থাকলে, দিন পরিবর্তন করা ভালো। বাড়ীর বাইরে বের হলে ভগবান গনেশের নামে শুভ হবে।

সিংহ রাশি : পুরাতন বান্ধবী বান্ধব প্রতিবেশী স্বজন র দ্বারা, কোন সমস্যা মুক্তি র পথ দেখা যাবে। ব্যাবসা বৃদ্ধির সঙ্গে অর্থ প্রাপ্তি সম্ভব। খাদ্য দ্রব্য ব্যবসায়ীর হাতে অর্থ আসবে। প্রেমে শুভ। স্বজন বান্ধব দের বিবাহ কথা পাকা হবে। প্রতিবেশীর দ্বারা শুভ। আজ সাদা রঙের কোন কিছু সাথে রাখুন। হর হর মহাদেব।

কন্যা রাশি : পরিবার স্বজনদের সহযোগিতা, আজ ধৈর্য ধরে কাজ করতে হবে। আজ এমন একটা কাজ করবেন, যা নিয়ে বেশ কয়েকদিন ধরেই দুশ্চিন্তায় ছিলেন। পরিবারের সহযোগীতা নিয়েই আজ এগিয়ে যাবেন। প্রেম আজ মধুরতা প্রদান করার কথা। গোপন বিষয় টা নিয়ে আজ কথা না বললেই ভাল। ভগবান শিবের পুজো করলে শুভ হবে।

তুলা রাশি : দুশ্চিন্তা। প্রিয়জন আজ মনকষ্ট দেবে। কথা বলার সময় যুক্তি উপস্থাপন না করলে, কাজ টা হবে কি করে? বাড়ীর পাশে সুযোগ আছে, কথা বলতে হবে। আজ ব্যাংক বিষয়ে কোন কিছু শুভ হবে। দেব গনেশ ভগবান মন্ত্র।

বৃশ্চিক রাশি : পরিবার স্বজন হারানো কোন নারীর ওপর বিশ্বাস করতে হবে। আজ সতর্ক থাকুন। কাজ শেষ হবে না। পরিশেষে গুপ্ত শত্রুর ষড়যন্ত্রের মোকাবেলা করতে হবে। আজ সকালের সময়ে তিনটি বিল্বপত্র ভগবান শিবের মাথায় দিন, ধৈর্য ধরতে হবে। প্রেমে ভুল বোঝাবুঝি হবে। ভগবান শ্রী কৃষ্ণ নাম।

ধনু রাশি : সতর্ক থাকুন। যাকে কাজের দ্বায়িত্ব দিয়েছিলেন সেটা না করার জন্য পরিবার স্বজনের সাথে, পরিবারের সদস্য নয়, এমন মানুষের জন্য-তর্ক বিতর্ক হবে। সঞ্চিত অর্থের সঠিক প্রয়োগ হবে। প্রেম বিষয়ক গোপন কিছু প্রকাশ্যে আসবে। আজ ব্যবসা বৃদ্ধি র প্রভূত সম্ভাবনা। হরিওং বলে পথ চলুন। কুকুর বিড়ালে র সেবা শুভ হবে। দেবী কালরাত্রি মন্ত্র পাঠ।

মকর রাশি : সন্তানের জন্য নিরাপদ নয়, আজ দুশ্চিন্তা বৃদ্ধি পাবে। পুরাতন বিবাদ মিটবে। প্রতিবাদ না করাটা শুভ। বিশেষতঃ যারা বেতন ভুক কর্ম করেন। আজ তারা কিছু সুযোগ সুবিধা পাবেন, যারা প্রাক্তন সরকারী কর্মচারী। প্রমিক যুগল প্রানের কথা বলতে পারেন। প্রতিবেশীর দ্বারা সম্মান বৃদ্ধি যোগ। ওম গনেশ দেব মন্ত্র।

কুম্ভ রাশি : আজ সোম বার। খুব ভেবে নতুন সম্পর্কে এগোতে হবে। প্রিয়জন নাকি প্রয়োজনে প্রিয়জন? গুপ্ত শত্রুর ষড়যন্ত্রের প্লান হবে। পরিবারের সবাইকে নিয়ে কোন আনন্দ অনুষ্ঠানে উপস্থিত থাকবেন। ব্যাংক ড্রাফট লোন সংক্রান্ত কিছু শুভ হব। ছাত্র ছাত্রী দের জন্য সুখবর আছে। শিব শিব বলুন।

মীন রাশি : কষ্টদায়ক তিথি। আপনার সাথে প্রতিবেশী কোন সমস্যা আবার নতুন করে শুরু করতে পারে। পরিবারের সদস্য দের সাথে মধুর সম্পর্ক তৈরি করতে হবে। আপনি যা ভাবছেন তাই যে ঠিক, আর অন্যের ভাবনা ভুল, এই চিন্তা ভাবনা থেকে সরে আসুন। হর হর মহাদেব।

ঘোষণা- এই পত্রিকায় প্রকাশিত বিজ্ঞাপনের সত্যতা সম্পর্কে এজেন্ট বা পত্রিকা কর্তৃপক্ষ কোনওভাবে দায়বদ্ধ নয়।

বেঙ্গল শপিং ফেস্টিভ্যালের শুভ সূচনা উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে অডিও বার্তা মুখ্যমন্ত্রীর

নিজস্ব প্রতিবেদন: রাজ্যের জেলা সদরগুলিতে শপিং মল তৈরির প্রকল্প দ্রুত বাস্তবায়িত হবে বলে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় আশ্বাস দিয়েছেন। কলকাতার বিশ্ববাংলা মেলা প্রাঙ্গণে শুক্রবার প্রথম বেঙ্গল শপিং ফেস্টিভালের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে এক অডিও বার্তায় তিনি জানান, সেই শপিংমলের দু'টি তলা শুধুমাত্র স্বনির্ভর গোষ্ঠীগুলির জন্য রাখা হবে। মুখ্যমন্ত্রী বলেন, 'রাজ্যের ২৩টি জেলার সদরে এজন্য এক একর করে জমি নেওয়া হবে। সরকারি বেসরকারি যৌথ উদ্যোগে সেখানে যে যে মল হবে। তাতে নীচের দু'টো তলা সম্পূর্ণ ভাবে থাকবে স্বনির্ভর গোষ্ঠীগুলির জন্য। বাকি তিনটি তলায় বিভিন্ন দোকান থাকবে। সরকার জমি দেবে, বাড়ি বেসরকারি সংস্থা তৈরি করবে। একটা সিনেমা হলও সেখানে থাকবে।'

এই শপিং ফেস্টিভালের প্রয়োজনীয়তা ব্যাখ্যা করে তিনি বলেন, 'গ্রামের লোকেরা পুজোর মাধ্যমে নানা রকম জিনিস বিক্রি করেন। যেহেতু বর্ষার কয়েকটা দিন ব্যবসার ক্ষতি হয়েছে, তাই তাঁদের যাতে উপার্জনের একটা রাস্তা খুলে যায় সেই কথা ভাবতে হবে। এই সুযোগ দেওয়ার জন্য পুজোর আগে এক ছাদের তলায় নানা সামগ্রী পসরা সাজিয়ে এই শপিং ফেস্টিভাল আয়োজন করা হয়েছে।' পুজো কমিটিগুলিও যাতে গ্রামীণ অর্থনীতিকে মজবুত করতে সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দেয় সেই অনুরোধও জানিয়েছেন রাজ্যের প্রশাসনিক প্রধান। বেঙ্গল শপিং ফেস্টিভ্যালের সাফল্য কামনা করে তিনি বলেন, 'স্বনির্ভর গোষ্ঠী গুলোকে বলব বিভিন্ন পুজো মণ্ডপে স্টল দিতে। ছোট ছোট স্টল থাকলে মানুষজন কেনাকাটা করতে পারবেন। এতে বিক্রেতাদের ইনকাম হবে, ক্লাবগুলোরও ইনকাম হবে।' এরপরেই রাজ্যের বন্যা পরিস্থিতির উল্লেখ করেন মুখ্যমন্ত্রী। বলেন, 'আমার গ্রাম বাংলা জলে ভাসছে, এই বন্যা বৃষ্টির জন্য নয়, জল ছাড়ার বন্যা, ডিভিসি প্রচুর জল ছেড়েছে এবং এটা পরিকল্পিত বন্যা। আমি বন্যা ত্রাণ নিয়ে ব্যস্ত আছি এবং গোটা পরিস্থিতি মনিটরিং করছি।' উৎসবে ফেরায় জোর দিয়ে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, 'প্রতি বছর শপিং ফেস্টিভ্যাল করুন, ভাল করে করুন। বাংলার সম্মানকে তুলে ধরুন। যারা বাংলার সম্মানকে ভু-লুণ্ঠিত করছেন তাদের জন্য নয়। মনে রাখবেন, বাংলা সবার উপরে। বাংলার একদিকে শস্য ক্ষেত্র ডুবে গেছে তাদের সাহায্য করতে হবে। আমরা তাদের পাশে আছি। তাড়াতাড়ি বন্যার জল থেকে মানুষ শান্তি পাক। দুর্ভোগ কাটানোর প্রার্থনা সকলে করবেন।'

প্রসঙ্গত, বিশ্ব বাংলা মেলা প্রাঙ্গণে শুক্রবার থেকে শুরু হয়েছে বেঙ্গল শপিং ফেস্টিভ্যাল। সংযুক্ত আরব আমিরশাহী, নেপাল, ভুটান, মায়ানমার-সহ আরও একাধিক দেশ এই উৎসবে অংশগ্রহণ করছে। দেশ-বিদেশের নামী-দামী ব্র্যান্ডের পণ্যের পাশাপাশি বাংলার জিআই-স্বীকৃতিপ্রাপ্ত ২৭টি পণ্য নিয়ে রয়েছে ৪০০ স্টল। উৎসব চলবে ২৪ সেপ্টেম্বর পর্যন্ত। মুখ্যমন্ত্রীর প্রধান অর্থনৈতিক উপদেষ্টা অমিত মিত্র, শিল্প মন্ত্রী শশী পাঁজা, অর্থমন্ত্রী চন্দ্রিমা ভট্টাচার্য আয়োজক সংস্থা সিডব্লুবিটিএ-র সভাপতি সুশীল পোদ্দার প্রমুখ ও উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন। শপিং ফেস্টিভ্যালে জামাকাপড়, ইলেকট্রনিক্স, আসবাবপত্র, গৃহসজ্জা, ভোগ্যপণ্য, হস্তশিল্প, ফ্যাশন, ইলেকট্রনিক্স, গাড়ি, গয়না, খেলাধুলার জিনিসপত্র পাওয়া যাবে। ফুড ফেস্টিভ্যাল, গানের ইভেন্টও থাকবে। মানুষের আগ্রহ বাড়াতে জিনিসপত্রে বিশেষ ছাড়ের ব্যবস্থা থাকছে। শুধু বেঙ্গল শপিং ফেস্টিভ্যালই নয়, শুক্রবার মুখ্যমন্ত্রীর হাত ধরে খুলে গেল রাজ্যের আরও তিনটি 'বাংলার শাড়ি'র আউটলেটও। হলদিয়ার দুর্গাচক, নিউটাউনের ইকো পার্ক ও ফুলিয়ায় খুলে গেল তিনটি দোকান। পুজোর আগে এসব জায়গা থেকেও নিজেদের পছন্দমতো খাঁটি ঐতিহ্যের শাড়ি পছন্দ করে কিনতে পারবেন। পাশাপাশি কলকাতায় পাঁচদিনের শপিং ফেস্টিভ্যালে কেনাকাটার সুবর্ণ সুযোগ তো রয়েছেই। দুপুর ১২টা থেকে রাত ৮টা পর্যন্ত মিলনমেলায় এই ফেস্টিভ্যাল খোলা থাকবে আমজনতার জন্য। এদিন ফেস্টিভ্যালের উদ্বোধন করে মুখ্যমন্ত্রী ক্ষুদ্র-কুটির শিল্প দফতর, স্বনির্ভর গোষ্ঠী, তাঁতি ও বস্ত্রশিল্পীদের শুভেচ্ছা জানিয়েছেন।

বন্যা কবলিত এলাকায় ত্রাণ বিলি ভারত সেবাশ্রম সংঘর

নিজস্ব প্রতিবেদন: রাজ্যের বিস্তীর্ণ বন্যা কবলিত এলাকায় ত্রাণকার্য শুরু করল ভারত সেবাশ্রম সংঘ। ভারত সেবাশ্রম সংঘের পক্ষ থেকে ঘাটাল, পাঁশকুড়া, গাইঘাটা সহ বিভিন্ন এলাকায় শুকনো খাবার বিতরণের কাজ শুরু হয়েছে। আজ শুক্রবার থেকে ঐসব এলাকায় রান্না করা খাবার দেওয়ার কাজ শুরু হলো। ভারত সেবাশ্রম সংঘের প্রধান সম্পাদক স্বামী বিশ্বাত্মানন্দ মহারাজ বলেন, এই তিনটি এলাকায় উঁচু জায়গা দেখে সঙ্ঘের সন্ন্যাসী ও স্বেচ্ছাসেবকরা সেখানে রান্নার কাজ শুরু করেছেন। সেখান থেকে নৌকোয় করে খিচুড়ি, ডালমা সহ বিভিন্ন তড়িতরকারি ও খাদ্যদ্রব্য নিয়ে গ্রামে গ্রামে বন্যা কবলিত এলাকায় পৌঁছে যাচ্ছেন সঙ্ঘের সন্ন্যাসী ও স্বেচ্ছাসেবকরা। একেবারে জলমগ্ন বাড়ির ভেতরে ঢুকে পরিবারের লোকেদের জন্য খাবার পৌঁছে দেওয়া হচ্ছে। একইভাবে হাওড়া, হুগলি সহ আরো কয়েকটি জায়গায় যেখানে ইতিমধ্যেই বন্যার জল ঢুকেছে সেই সব জায়গায় শুকনো খাবার পৌঁছে দেওয়ার কাজও শুরু হয়েছে। বিশ্বাত্মানন্দ মহারাজ জানান, প্রয়োজনে ঐসব জায়গায় রান্না করা খাবার দেওয়ার কাজও শুরু হবে। বালিগঞ্জে সংঘের প্রধান কার্যালয় ছাড়াও কলকাতা এবং শহরতলিতে সংঘের যে সমস্ত শাখা সংগঠন আছে সেখান থেকে সন্ন্যাসী এবং স্বেচ্ছাসেবকরা বন্যা কবলিত এলাকায় পৌঁছে গিয়ে এই কাজ ইতিমধ্যে শুরু করে দিয়েছেন বলে তিনি জানান।

লকাতায় ভারত চেম্বার অফ কমার্সের আয়োজিত সভায় উপস্থিত কেন্দ্রীয় মন্ত্রী অর্জুন রাম নেঘওয়াল।

বেঙ্গল শপিং ফেস্টিভ্যালে সেনকো গোল্ড ও ডায়মন্ডস 'শক্তি' কালেকশন লঞ্চ করলেন অভিনেত্রী দিতিপ্রিয়া রায়। উৎসাহী গ্রাহকদের কেনাকাটার উপর আকর্ষণীয় অফার এনেছে সেনকো। ডায়মন্ড জুয়েলারির মেকিং চার্জে ৫০ শতাংশ পর্যন্ত ছাড় এবং হিরের মূল্যের উপর ১০ শতাংশ পর্যন্ত ছাড়-সহ পুরানো দামে কোনও ছাড় না দিয়ে গোল্ড এক্সচেঞ্জ করার সুযোগ থাকছে এখানে। আগামী ২৪ সেপ্টেম্বর পর্যন্ত বিশ্ব বাংলা মেলা প্রাঙ্গনে ফেস্টিভ্যালের সমস্ত দিনে সোনার গয়নার চার্জে ২৫ শতাংশ পর্যন্ত ছাড় এবং একই অফারগুলি সমস্ত সেনকোতেও উপলব্ধ থাকছে। বেঙ্গল শপিং উৎসব ৫ অক্টোবর পর্যন্ত শহর জুড়ে উদযাপিত হবে।

বিধাননগরের স্বাস্থ্য ভবনের সামনে জুনিয়ার ডাক্তারদের অবস্থান শেষ হয়ে গেল। নিজেরাই খুলে দিচ্ছে মঞ্চ।

একদিন
আমার শহর
কলকাতা ২১ সেপ্টেম্বর ২০২৪ ৪ আশ্বিন ১৪৩১ শনিবার

ডিভিসির সঙ্গে সম্পর্ক ছিন্ন করলে আটটি জেলা অন্ধকারে ডুববে: শুভেন্দু

নিজস্ব প্রতিবেদন: বৃহস্পতিবার পাঁশকুড়ার বন্যা কবলিত এলাকা পরিদর্শনে গিয়ে মুখ্যমন্ত্রী হুঁশিয়ারি দিয়ে বলেছিলেন, 'মানুষকে ডোবালে ডিভিসির সঙ্গে সম্পর্ক ছিন্ন করবেন।' শুক্রবার বরানগরে তপন সিকদার ওয়েলফেয়ার অর্গানাইজেশনের আয়োজিত রক্তদান শিবিরে এসে মুখ্যমন্ত্রীকে নিশানা করেন রাজ্যের বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী। এপ্রসঙ্গে তিনি বলেন, 'উনি কি জানেন, বাংলার পশ্চিমাঞ্চলের ৭-৮টি জেলায় আলো জ্বলে, কারখানা চলে, ট্রেন যায় ডিভিসির বিদ্যুতে।' শুভেন্দু ক্ষোভের সঙ্গে বলেন, 'উনি একটাও পাওয়ার প্ল্যান্ট তৈরি করতে পারেন নি। এক ইউনিট বিদ্যুৎ নতুন করে তৈরি করতে পারেন নি। ডিভিসির ওপর নির্ভরশীল। আবার উনি ডিভিসির সঙ্গে সম্পর্ক ছিন্ন করার কথা বলছেন।' মুখ্যমন্ত্রীকে চ্যালেঞ্জ জানিয়ে শুভেন্দু বলেন, 'উনি ডিভিসির সঙ্গে সম্পর্ক ছিন্ন করুন। দেখবেন রাজ্যের আটটি জেলা অন্ধকারে ডুববে।'

প্রসঙ্গত, ম্যানমেড বন্যার অভিযোগ তুলে ডিভিসিকে নিশানা করে ঝাড়খন্ড সীমানা সিলের ঘোষণাও করেছেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। ফলস্বরূপ, বাংলা ঝাড়খন্ড সীমানার ডুবুরডি চেক পোস্ট লাইনে দাঁড়িয়ে সারি সারি পণ্যবোঝাই ট্রাক। এদিন শুভেন্দু আরও বলেন, 'ঝাড়গ্রাম সীমান্তে ঝাড়খন্ডের গাড়িগুলো আটকালে পেঁয়াজ সরবরাহ বন্ধ হয়ে যাবে। এমনকি কুলটিতে ঝাড়খন্ড সীমান্তেও হাজার হাজার গাড়ি দাঁড় করিয়ে রাখা হয়েছে।' তীব্র অক্রমণ শানিয়ে শুভেন্দু বলেন, দ্রুত ব্যবস্থা নিতে তিনি কেন্দ্রীয় পরিবহণ মন্ত্রী নীতিন গড়করি, কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ ও রাজ্যপালকে চিঠি লিখবেন। রাজ্যের 'থ্রেট কালচার' নিয়ে সাংবাদিকদের প্রশ্নের উত্তরে শুভেন্দু বলেন, 'এটা নতুন কালচার নয়। তৃণমূলের এই অধঃপতন শুরু হয়েছে ২০১৬ সালের পর থেকে। সেটা বাড়তে বাড়তে মহিরুহে পরিণত হয়েছে।' শুভেন্দুর বক্তব্য, 'তৃণমূলকে ভোটে হারাতে হবে। ভোটে হারাতে না পারলে 'থ্রেট কালচার' চলবে।' রাজ্যের বন্যা কবলিত এলাকায় ত্রাণ বিলি নিয়ে তিনি বলেন, 'কোনও ত্রাণ সরকারের নেই। ত্রাণ দিচ্ছে এনজিও আর বিজেপি।' প্রসঙ্গত, ত্রিপুরার ব্যবসায়ীকে অপহরণের অভিযোগে বৃহস্পতিবার রাতে সিআইডির হাতে ধৃত বারাসাত পুরসভার ২ নম্বর ওয়ার্ডের তৃণমূল কাউন্সিলর মিলন সর্দার। এপ্রসঙ্গে শুভেন্দু অধিকারী বলেন, 'ধৃত কাউন্সিলর বারসাতের তৃণমূল সাংসদ কাকলি ঘোষ দস্তিদারের আশীর্বাদ ধন্য।' শুভেন্দুর দাবি, 'কাকলি ঘোষ দস্তিদারের আশীর্বাদ ছিল বলেই কাউন্সিলর এতদিন নোংরা কাজ করে গেছে। আসলে তৃণমূলে গুন্ডা-বদমাশ ভর্তি। ধৃত কাউন্সিলর আরেকটা শেখ শাহজাহান।' তাঁর কটাক্ষ, 'এরা সব ছাপ্পা মারা কাউন্সিলর। মানুষের ভোটে জেতা কাউন্সিলর নয়।'

যোগেশচন্দ্র কলেজেও সামনে এল 'থ্রেট কালচার' তত্ত্ব

নিজস্ব প্রতিবেদন: স্বাস্থ্য ক্ষেত্রে দুর্নীতির 'থ্রেট কালচার'-এর অভিযোগ আগেই উঠেছিল। যার বিরুদ্ধে লড়ছেন জুনিয়র চিকিৎসকরা। এবার শিক্ষাক্ষেত্রেও সামনে এল 'থ্রেট কালচার'-তত্ত্ব। যোগেশচন্দ্র কলেজে তৃণমূল ছাত্র পরিষদের দৌরাত্ম্যে অতিষ্ট খোদ অধ্যক্ষ, এমনটাই অভিযোগ উঠল শাসকদলের ছাত্র নেতাদের বিরুদ্ধে। একই সঙ্গে অভিযোগ উঠেছে বহিরাগত তৃণমূল নেতার 'দাদাগিরি'-রও। পাশাপাশি এও জানা যাচ্ছে, তৃণমূলের পতাকা-ব্যানার দিয়ে কলেজের সিসিটিভিগুলিকে ঢেকে ফেলা হচ্ছে।

এখানেই শেষ নয়, একাধিক পড়ুয়ার বিরুদ্ধে উঠেছে র‍্যাগিংয়ের অভিযোগও। সেই অভিযোগ দায়ের হয়েছে ইউজিসি-তে। এই অভিযোগ পেতেই ইউজিসিকে চিঠি পাঠিয়েছে যোগেশচন্দ্র কলেজ কর্তৃপক্ষকে। পাশাপাশি কলেজে পুলিশি পাহারা চেয়ে চিঠি লালবাজারকে চিঠি দিয়েছেন যোগেশচন্দ্র কলেজ অধ্যক্ষ পঙ্কজ রায়। জানা মাত্রই চারু মার্কেট থানার পুলিশ কলেজে পৌঁছয়। বসানো হয়েছে পুলিশি প্রহরা। অধ্যক্ষের পাশাপাশি থ্রেট কালচার নিয়ে সরব হয়েছে এসএফআই। যদিও, সমস্ত অভিযোগ উড়িয়েছে টিএমসিপি।

যোগেশচন্দ্র কলেজ অধ্যক্ষ পঙ্কজ রায় বলেন, 'শুভম মণ্ডল নামে একটি বহিরাগত ছেলে আমায় বলছে আপনাকে কে অনুমতি দিয়েছে সিসিটিভি লাগানোর? তার কেটে দেওয়া হয়েছে। আমি তার নামে এফআইআর দায়ের করছি। তিন-বছর, চার বছর আগে রিয়া দেবনাথ পাশ করে গিয়েছে সে এখনকার তোলাবাজের রানি। এমনকী, একজন অভিভাবক ফেসবুকে পোস্ট করে লিখেছেন এই কলেজে ছাত্র ভর্তি করবেন না। কারণ এখানে লুম্পেন তৈরি হয়। ইউনিয়ন লুম্পেন তৈরি করে। আমি দেখতে চাই নবান্ন ব্যবস্থা নেয় কি না। যে অভিযোগ ইউজিসি-র কাছে করা হয়েছে তাতে আরজি করের রেফারেন্স দেওয়া হয়েছে। বলা হয়েছে 'ইট মে বি আরজি কর ইন ফিউচার' অর্থাৎ ভবিষ্যতে এটি আরজি কর হতে পারে। রাত্রি আটটা পর্যন্ত কেউ থাকে না। অন্ধকার। অথচ খোলা থাকে ইউনিয়ন রুম। বহিরাগতদের অবাধ যাতায়াত। এর দায়িত্ব কে নেবে? অধ্যক্ষের নয়। আমার কাছে খবর আছে এখানে সিন্ডিকেটের মিটিং হয় ইউনিয়ন রুমে।'

কাউন্সেলিংয়ের সরঞ্জাম ভাড়ার নামে সরানো হয়েছে বিপুল অর্থ

নিজস্ব প্রতিবেদন: এবার উঠে এল সন্দীপ ঘোষের বিরুদ্ধে আরও এক অভিযোগ। সিবিআই সূত্রে খবর, ডাক্তারি পড়ুয়াদের কাউন্সেলিংয়ের জন্য বিভিন্ন সরঞ্জাম ভাড়া করার নামে সরানো হত বিপুল টাকা। আরজি কর হাসপাতালের দুর্নীতির তদন্তে সিবিআইয়ের হাতে উঠে এসেছে এই তথ্য। এর আগে আরজি কর কাণ্ডে উঠে এসেছে হাসপাতালের প্রাক্তন অধ্যক্ষ সন্দীপ ঘোষের একের পর এক কুকীর্তি। দুর্নীতি কাণ্ডের পাশাপাশি তরুণী চিকিৎসককে ধর্ষণ ও খুনের মামলাতেও গ্রেপ্তার হয়েছেন সন্দীপ।

এদিকে নয়া এই দুর্নীতিতে সন্দীপ ঘোষ তাঁর ঘনিষ্ঠদের ব্যবহার করতেন বলে অভিযোগ। সেই ঘনিষ্ঠ কারা, তাঁদের কীভাবে কাজে লাগাতেন সন্দীপ, তা খতিয়ে দেখছে সিবিআই। শুধু তাই নয়, কাদের থেকে কাউন্সেলিংয়ের জন্য সরঞ্জামগুলি ভাড়া করা হত, তারও খোঁজ চালাচ্ছে সিবিআই। এদিকে কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থা সিবিআই সূত্রে খবর, সিবিআইয়ের তদন্তকারীরা জানতে পেরেছেন, ২০২২ সালে এমবিবিএস কোর্সের ছাত্রছাত্রীদের জন্য কাউন্সেলিং হয়েছিল। আরজি কর মেডিক্যাল কলেজ কর্তৃপক্ষ সেই কাউন্সিলিংয়ের জন্য একাধিক সিসিটিভি, কম্পিউটার, ওয়াইফাই, সাউন্ড সিস্টেম, প্রোজেক্টর ভাড়া নিয়েছিল।

আর এই সব জিনিস ভাড়া নিতে সন্দীপ ঘোষের অনুমতি নিয়েই করা হয়। এর জন্য ১৪ লাখ টাকা খরচ দেখানো হয় বলে সিবিআইয়ের তদন্তকারী আধিকারিকেরা জানতে পেরেছেন। সূত্রের মারফৎ সিবিআইয়ের কাছে আরও খবর, এই সরঞ্জামগুলি অনায়াসেই কিনতে পারত মেডিক্যাল কলেজ ও হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ। অথচ সেগুলি না কিনে আধিকারিকরা ভাড়া নেওয়ার সিদ্ধান্ত নেন।

এদিকে আবার সিবিআইয়ের অভিযানে আরজি করের প্রাক্তন অধ্যক্ষ সন্দীপ ঘোষের বাড়ি থেকে সিজার লিস্ট অনুযায়ী একাধিক গুরুত্বপূর্ণ নথি মিলেছে বলে খবর। তৃণমূল নেতা শান্তনু সেনের তরফে দেওয়া কপি সার্কুলার, রিজোলিউশন অফ রোগী কল্যাণ সমিতি লেটার এবং সন্দীপ ঘোষের তৎকালীন প্রিন্সিপাল হিসাবে পাল্টা রিপ্লাই লেটার নথি মিলেছে।

এর পাশাপাশি মিলেছে অ্যাপলের ল্যাপটপ সঙ্গে চিপ। হার্ড ডিস্ক, একগুচ্ছ নথি যার মধ্যে মূলত রয়েছে অভিযোগপত্র আরটিআই-এর রিপ্লাই। এছাড়াও মিলেছে এক গুচ্ছ নথি। আরজি কর হাসপাতালের অফিসিয়াল করেস্পন্ডেন্স, অন্তর্বর্তী কমিটির কনফিডেন্সিয়াল রিপোর্ট, আরজি করের প্রিন্সিপালের তরফ থেকে টালা থানার ওসি-কে দেওয়া চিঠি, ই-টেন্ডার ডকুমেন্টস। এছাড়াও সন্দীপ ঘোষের বাড়ি থেকে এক গুচ্ছ টেন্ডার কপি, নোটিস, কোটেশন, ইনকোয়ারি কমিটি রিপোর্ট, কোম্পানি রিলেটেড ডকুমেন্টস, এগ্রিমেন্ট, ভেন্ডার রিলেটেড ডকুমেন্টস ও হার্ড ডিস্কও মিলেছে বলে খবর। শুধু তাই নয়, এছাড়া বাড়ির দলিল, রিপেয়ারিং বিল বাজেয়াপ্ত করা হয়েছে বলে সিবিআই সূত্রে খবর। একই সঙ্গে মিলেছে হাইকোর্টের রিট পিটিশনের এক গুচ্ছ নথি।

রেশন দুর্নীতি মামলায় পুলিশি তদন্তে নিষেধাজ্ঞার সময়সীমা বৃদ্ধি

নিজস্ব প্রতিবেদন: রেশন দুর্নীতি মামলায় পুলিশি তদন্তে আগেই নিষেধাজ্ঞা জারি করেছিল কলকাতা হাইকোর্ট। এবার শুক্রবার সেই সময়সীমা আরও বাড়ল। শুক্রবার বিচারপতি রাজর্ষি ভরদ্বাজ নির্দেশ দেন, আপাতত রাজ্যের হাতে যে মামলা আছে, তাতে আগামী ৩১ ডিসেম্বর পর্যন্ত তদন্ত করতে পারবে না পুলিশ। এই মামলার শুনানি হবে আগামী ৭ অক্টোবর। এদিকে, মামলা শোনানোর জন্য মরিয়া এনফোর্সমেন্ট ডিরেক্টরেট। শুক্রবার রেশন দুর্নীতি নিয়ে তাদের আর্জি শোনানোর জন্য আদালতের কক্ষে কক্ষে ঘুরে বেড়ালেও কোনও লাভ হয়নি।

ইতিমধ্যেই রেশন দুর্নীতি মামলায় জামিন পেয়েছেন বাকিবুর রহমান, শঙ্কর আঢ্যরা। কেউ কেউ বলছেন, প্রাক্তন খাদ্যমন্ত্রী তথা দুর্নীতিতে অভিযুক্ত জ্যোতিপ্রিয় মল্লিকের জামিন শুধু সময়ের অপেক্ষা। সেই জল্পনার মধ্যে এবার হঠাৎ-ই তৎপর হতে দেখা গেল ইডিকে।

রাজ্যের হাত থেকে রেশন মামলার তদন্ত হাতে পেতে প্রায় আট মাস আগে মামলা করেছিল কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থা ইডি। কিন্তু ইতিমধ্যে মামলা তিন বিচারপতির ঘর ঘুরে গেলেও শুনানি শেষ হয়নি। শুধু রাজ্যের হাতে থাকা তদন্তে স্থগিতাদেশ দিয়ে রেখেছে হাইকোর্ট। শুক্রবার ইডি ফের আবেদন জানায়, মূল মামলা শোনা হোক। তাঁদের আর্জি, মামলা না শোনা হলে, সব অভিযুক্তরা জামিন পেয়ে যাচ্ছেন। এরপর এই তদন্তে তাদের কিছু করণীয় থাকবে না বলেই দাবি করা হয়।

প্রসঙ্গত, গত ২৭ অগাস্ট রেশন দুর্নীতি-কাণ্ডে তিন অভিযুক্ত, বাকিবুর রহমান, শঙ্কর আঢ্য এবং বিশ্বজিৎ দাসের জামিন মঞ্জুর করে বিশেষ ইডি আদালত। ৫০ লক্ষ টাকার ব্যক্তিগত বন্ডে তিনজনের জামিনের আবেদন মঞ্জুর করা হয়। তবে বর্তমানে জেল হেফাজতেই আছেন জ্যোতিপ্রিয়।

সুপ্রিমে স্বস্তি মলয় ঘটকের, ইডির আর্জি খারিজ

নিজস্ব প্রতিবেদন: সুপ্রিম কোর্টে স্বস্তি পেলেন মলয় ঘটক। প্রসঙ্গত, মলয় ঘটককে দিল্লিতে ডেকে জিজ্ঞাসাবাদের জন্য সুপ্রিম কোর্টের দ্বারস্থ হয়েছিল এনফোর্সমেন্ট ডিরেক্টরেট বা ইডি। শুক্রবার ইডির সেই আর্জি খারিজ করে দিল সুপ্রিম কোর্ট। এই প্রসঙ্গে বলে রাখা শ্রেয়, মলয় ঘটকের আবেদনের ভিত্তিতে তাঁকে দিল্লির পরিবর্তে কলকাতায় জিজ্ঞাসাবাদ করা যাবে, দিল্লি হাইকোর্ট এমনই নির্দেশ দিয়েছিল। এরপরই দিল্লি হাইকোর্টের দেওয়া নির্দেশকে চ্যালেঞ্জ করে সুপ্রিম কোর্টের দ্বারস্থ হয় ইডি। শুক্রবার প্রধান বিচারপতির বেঞ্চ আবেদন খারিজ করে দেয়। ১৮১ দিন পর সেই নির্দেশ সুপ্রিম কোর্টে চ্যালেঞ্জ করার কারণেই ইডির আর্জি খারিজ করে দেয় প্রধান বিচারপতির বেঞ্চ।

প্রসঙ্গত, কয়লা কেলেঙ্কারি মামলায় এ রাজ্যে তদন্তের জাল ছড়ানোর পর পরই মলয় ঘটক ইডির স্ক্যানারে। লালার লোকজন কয়লা পাচার করতেন বলে অভিযোগ ওঠে। আর সেই সময় বিধায়ক হিসাবে মলয় ঘটকের কোনও ভূমিকা ছিল কি না, কোনওভাবে তিনি লাভবান হয়েছিলেন কি না বা প্রভাব খাটিয়েছিলেন কি না, সেটাই খতিয়ে দেখতে চায় ইডি। তাঁকে একাধিকবার দিল্লিতে ডেকে পাঠানো হয় জিজ্ঞাসাবাদের জন্য। বিশেষ করে লোকসভা নির্বাচন ও তৎপরবর্তী নির্বাচনী আবহে বারবার রাজধানীতে ডাক পড়েছে এ রাজ্যের আইনমন্ত্রীর। একবার হাজিরাও দেন মলয়। এর পাশাপাশি দিল্লি হাইকোর্টের দ্বারস্থ হন মলয় ঘটক। তাঁর আবেদন ছিল, যে সমস্ত অভিযোগ তাঁর বিরুদ্ধে উঠে এসেছে এবং তাঁকে বারবার যে দিল্লিতে ডাকা হচ্ছে, সমস্ত বিষয়টাই খারিজ করা হোক। তিনি যেহেতু রাজ্যের একজন মন্ত্রী, তাঁর শারীরিক অবস্থা খারাপ, তাঁকে দিল্লির বদলে কলকাতায় ডাকা হোক। মলয়ের একটি আবেদনই মান্যতা দেন দিল্লি হাইকোর্ট। দিল্লির পরিবর্তে কলকাতায় ডাকা হবে তাঁকে এবং ডাকার সুনির্দিষ্ট সময়ের আগে নোটিস দেওয়া হবে। এরপরই ইডি যায় সুপ্রিম কোর্টে।

মাইথন এবং পাঞ্চেত থেকে ছাড়া হল ১০ ও ৫০ হাজার কিউসেক জল

নিজস্ব প্রতিবেদন: রাজ্যে বন্যা পরিস্থিতির মাঝেই দামোদর ভ্যালি কর্পোরেশন (ডিভিসি) জানিয়েছে, প্রায় ২০ হাজার কিউসেক জল কম ছাড়া হবে জলাধারগুলি থেকে। ইতিমধ্যেই এই নির্দেশ কার্যকর হয়েছে। ডিভিসি'র তরফে বিবৃতি দিয়ে জানানো হয়েছে, মাইথন এবং পাঞ্চেত থেকে যথাক্রমে ১০ হাজার এবং ৫০ হাজার কিউসেক জল ছাড়া হবে। এরই পাশাপাশি ডিভিসির তরফে এও জানানো হয়েছে, পশ্চিমবাংলা ও ঝাড়খণ্ডে লাগাতার ভারী বৃষ্টির ফলে জলস্তর ছাপিয়ে গিয়েছে। পাশাপাশি তাদের বক্তব্য তেনুঘাট বাঁধের জল ছাড়ার বিষয়টি নির্ভর করে থাকে ঝাড়খণ্ড সরকারের উপর। এদিকে ইতিমধ্যেই হুগলি-হাওড়ার বিভিন্ন এলাকায় বন্যা পরিস্থিতি তৈরি হয়েছে। বুধবারও হুগলির পুরশুড়ায় পরিস্থিতি পরিদর্শনে গিয়ে কেন্দ্রীয় সরকারের উপর ক্ষোভ উগরে দিতে দেখা যায় মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে। দামোদর অববাহিকায় বন্যার সম্ভাবনাকে 'ম্যান মেড' বন্যাও বলেন তিনি। বৃহস্পতিবার পূর্ব মেদিনীপুরের পাঁশকুড়া এবং হাওড়ার আমতা, উদয়নারায়ণপুর বানভাসি এলাকা পরিদর্শনে যান মুখ্যমন্ত্রী। প্লাবিত এলাকাগুলি ঘুরে দেখার পর ডিভিসির জল ছাড়া নিয়ে উষ্মা প্রকাশ করে বলেন, 'মানুষকে এভাবে ডোবালে ডিভিসির সঙ্গে আর কোনও সম্পর্ক রাখা হবে না।' শুধু তা-ই নয়, এই ইস্যুতে বড় আন্দোলনের হুঁশিয়ারি দিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী। বৃহস্পতিবারও দামোদর উপত্যকার বিভিন্ন বাঁধ ও জলাধার থেকে জল ছাড়া হয়। বৃহস্পতিবার সকালে ডিভিসি এক বিবৃতিতে বলে, মাইথন এবং পাঞ্চেত থেকে মোট ৮০ হাজার কিউসেক জল ছাড়া হচ্ছে। নতুন করে জল ছাড়ার ফলে দক্ষিণবঙ্গের হাওড়া ও হুগলি জেলার বন্যা পরিস্থিতির অবনতি হতে পারে বলে আশঙ্কা তৈরি হয়। ওই বিবৃতিতে বলা হয়েছিল, 'আবহাওয়ার কারণে জলস্তর ক্রমাগত বৃদ্ধি থাকায় মাইথন এবং পাঞ্চেত বাঁধের উপর চাপ বাড়ছে। এই পরিস্থিতিতে তাই মাইথন থেকে ১০ হাজার এবং পাঞ্চেত থেকে ৫০ হাজার কিউসেক জল ছাড়া হবে।'

উচ্চ প্রাথমিকের প্যানেল প্রকাশ পিছিয়ে গেল

নিজস্ব প্রতিবেদন: উচ্চ প্রাথমিকের প্যানেল প্রকাশ পিছিয়ে গেল। এখনই প্রকাশ হচ্ছে না প্যানেল। বিকাশ ভবন সূত্রের খবর, কলকাতা হাইকোর্ট থেকে যে ১৪,০৫২ জনের প্যানেল প্রকাশের কথা বলা হয়েছিল, সেই সংখ্যা যথাযত নয়। কিছুটা কম হবে সেই সংখ্যা। এই সংখ্যা আগামী সপ্তাহে কলকাতা হাইকোর্টের কাছে জানতে চেয়ে আবেদন করবে স্কুল সার্ভিস কমিশন।

প্রসঙ্গত, বিকাশ ভবনে কয়েকদিন আগে এসএসসি ও শিক্ষামন্ত্রীর সঙ্গে উচ্চ প্রাথমিকে নিয়োগ সংখ্যা সংক্রান্ত বিষয় নিয়ে আলোচনা হয়। সেখানেই ঠিক হয়েছে যে সংখ্যার বিষয়টি আদালতের কাছে জানতে চাওয়া হবে। বিকাশ ভবন সূত্রের খবর, নানাবিধ কারণে ১৪,০৫২ থেকে সংখ্যাটি কমবেশি ১০০ জন কমতে পারে। তার উপযুক্ত কারণও রয়েছে বলে জানা গিয়েছে। আদালতের কাছ থেকে বিষয়টি স্পষ্ট হলেই উচ্চ প্রাথমিকের প্যানেল প্রকাশ শুধু সময়ের অপেক্ষা।

পাশাপাশি গত ২৮ অগাস্ট হাইকোর্ট যে রায় দিয়ে জানিয়েছিল ৪ সপ্তাহের মধ্যে প্যানেল প্রকাশ করতে হবে এসএসসিকে, সেই সময়সীমা এখনও শেষ হয়নি বলে জানা গিয়েছে।

ভোট পরবর্তী হিংসা মামলায় সুপ্রিম কোর্টের ভর্ৎসনা সিবিআইকে

নিজস্ব প্রতিবেদন: ভোট পরবর্তী হিংসা মামলায় পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন কোর্টে জামিন পেয়ে যাচ্ছেন অভিযুক্তরা। এই দাবি জানিয়ে সুপ্রিম কোর্টের দ্বারস্থ হয়েছিল কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থা সিবিআই। সেখানে বিচার পদ্ধতি নিয়েই প্রশ্ন তুলে মামলা হয়েছিল শীর্ষ আদালতে। শুধু তাই নয়, অন্য রাজ্যে মামলা সরানোর আর্জি জানানো হয়েছিল সিবিআই-এর তরফে। শুক্রবারের শুনানিতে তীব্র ভর্ৎসনার মুখে পড়ে সিবিআই। তবে শুক্রবার এই মামলায় সুপ্রিম কোর্টের কড়া সমালোচনার মুখে পড়ে সিবিআই। রীতিমতো তিরস্কার করতেই দেখা গেল সুপ্রিম কোর্টের বেঞ্চকে। এরপরই মামলা তুলে নেন আইনজীবী এসভি রাজু।

আদালত সূত্রে খবর, সিবিআই-এর দাবি ছিল, পশ্চিমবঙ্গে বিচার পদ্ধতি প্রভাবিত হচ্ছে। তাই অভিযোগ তুলে অন্য রাজ্যে মামলা সরানোর আর্জি জানিয়েছিল সিবিআই। শুক্রবার বিচারপতি অভয় এস ওকা এবং বিচারপতি অগাস্টিন জর্জের বেঞ্চে ছিল মামলার শুনানি। সিবিআই-এর তরফে অ্যাডিশনাল সলিসিটর জেনারেল এসভি রাজুকে তীব্র তিরস্কার করে সুপ্রিম কোর্ট। এদিন বিচারপতি ওকা সিবিআই-কে প্রশ্ন করেন, কীসের ভিত্তিতে এই আবেদন করা হয়েছে তা নিয়ে। সঙ্গে এ প্রশ্নও তোলা হয়, 'আপনারা কী বলতে চান পশ্চিমবঙ্গের সব আদালতেই প্রতিকূল পরিস্থিতি তৈরি হয়েছে? আপনারা বলতে চাইছেন, পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন আদালতে বেআইনিভাবে জামিন মঞ্জুর করা হচ্ছে? পশ্চিমবঙ্গের সামগ্রিক বিচার পদ্ধতিতে প্রতিকূল পরিবেশ তৈরি হয়েছে?' শীর্ষ আদালতের বক্তব্য, যদি এই মামলা অন্য রাজ্যে স্থানান্তরিত করা হয়, তাহলে মেনে নেওয়া হবে যে পশ্চিমবঙ্গের সামগ্রিক বিচারপদ্ধতিতে প্রতিকূল পরিবেশ তৈরি হয়েছে এবং পশ্চিমবঙ্গের কোনও কোর্ট কাজ করছে না। সুপ্রিম কোর্ট বুঝিয়ে দিয়েছে, সিবিআই-এর অফিসাররা কোনও বিচার বিভাগীয় আধিকারিক বা কোন একটি রাজ্যকে পছন্দ নাই করতে পারে। তাই বলে সমগ্র বিচারপদ্ধতি কাজ করছে না, এটা বলা উচিত নয়। এরপরই সিবিআই-এর অভিযোগকে স্ক্যান্ডেলাস বা মানহানিকর বলে মন্তব্য করেছেন বিচারপতি। সিবিআই-এর এই মনোভাবকে 'দুর্ভাগ্যজনক' বলে মন্তব্য করেন। যদিও মামলা খারিজ করেনি সুপ্রিম কোর্ট। তবে আবেদন প্রত্যাহার করে নেন সিবিআই-এর তরফে অ্যাডিশনাল সলিসিটর জেনারেল এসভি রাজু।

অপহরণকাণ্ডে সিআইডির জালে তৃণমূল কাউন্সিলর

নিজস্ব প্রতিবেদন: ত্রিপুরার ব্যবসায়ীকে অপহরণের অভিযোগে বৃহস্পতিবার রাতে সিআইডির হাতে ধৃত বারাসাত পুরসভার ২ নম্বর ওয়ার্ডের তৃণমূল কাউন্সিলর মিলন সর্দার। তাঁর গ্রেফতারির পরই সামনে আসছে নতুন সব তথ্য। সিআইডি সূত্রে খবর, ব্যবসায়ী অপহরণে আগেও যোগ ছিল তৃণমূল কাউন্সিলর মিলন সর্দারের। আগে একই অপহরণকারীদের দল এই ব্যবসায়ীকে দু'বার অপহরণ করেছিল বলে খবর। সূত্রের দাবি, সেই দু'বারও অপহরণের কথা জানতেন মিলন।

সূত্রের খবর, ২০১৫ সালে বারাসত পুরসভার ৩৩ নম্বর ওয়ার্ডের কাউন্সিলর হন মিলন সর্দার। তার আগে সোনার দোকানের কারিগর ছিলেন তিনি। কাউন্সিলর হওয়ার পর থেকেই ভোল বদলে যেতে শুরু করে মিলনের। ২০১৫ থেকে ২০২০ সালের মধ্যে আবাস যোজনায় বাড়ি দেওয়াকে কেন্দ্র করে মিলন বহু টাকা নয়ছয় করেন বলেও অভিযোগ ওঠে। এই ঘটনায় এলাকার লোকজন তাঁর বাড়িও ঘেরাও করেন। এলাকা সূত্রে খবর, বাড়ি দেওয়ার নাম করে যাঁদের কাছ থেকে টাকা নিয়েছিলেন, পরে বেশ কয়েকজনকে সেই টাকা ফেরানও। মিলনের বিরুদ্ধে একাধিক পুকুর ভরাটেরও অভিযোগ রয়েছে এলাকায়। নগদে প্রচুর জমি কিনেছেন বলেও অভিযোগ রয়েছে তার বিরুদ্ধে।

সিআইডি সূত্রে খবর, আগে দু'বার অপহরণকারীদের সবরকম মদত দিয়েছিলেন এই মিলন। বারাসতে ফ্ল্যাটের ব্যবস্থা করে দিয়েছিলেন তিনি। অভিযোগ, এবার এবং আগের দু'বারও অপহরণকারীদের জন্য গাড়ির ব্যবস্থা করে দিয়েছিলেন তিনি। তিনবার তিনটি পৃথক ফ্ল্যাটের ব্যবস্থা করেন মিলন সর্দার। পরিচিত লোক থাকবে বলে বাড়ি ভাড়ার ব্যবস্থা করে দেন মিলন বলে খবর। এদিকে সূত্রে খবর, ধৃত ছ'জন অভিযুক্তর থেকেই কাউন্সিলরের নাম আসে। মিলনের কাছে অপহরণের সেই টাকা গিয়েছে বলেই মনে করছে সিআইডি। কোথায় সেই টাকা, ধৃত কাউন্সিলরকে হেফাজতে নিয়ে জেরা করবে সিআইডি। খড়দা থানার অপহরণের মামলায় মিলনকে শুক্রবার ব্যারাকপুর আদালতে তোলা হয়।

এবার কলকাতার প্রাণকেন্দ্রে মিষ্টি হাব তৈরির উদ্যোগ রাজ্যের

নিজস্ব প্রতিবেদন: বাংলার প্রসিদ্ধ মিষ্টিগুলির স্বাদ চেনাতে কলকাতার প্রাণকেন্দ্রে মিষ্টিহাব তৈরির উদ্যোগ নিয়েছে রাজ্য সরকার। সেই সূত্রে প্রায় সাড়ে ৬ কোটি টাকার বাজেটে নোনাপুকুর ট্রাম ডিপোতে ওই হাব তৈরির প্রস্তুতি শুরু হয়েছে। কিন্তু নানা কারণে থমকে রয়েছে মিষ্টি হাব তৈরির কাজ। ওই প্রকল্পটি এবার যাতে দিনের আলোর মুখ দেখতে পারে তার জন্য রাজ্য ক্ষুদ্র শিল্প উন্নয়ন নিগমকে নতুন করে নির্দেশ দিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। দ্রুত এই কাজ যাতে শেষ করা হয় তার জন্য তিনি নির্দেশ দিয়েছেন বলেই নবান্ন সূত্রে জানা গিয়েছে।

মিষ্টান্ন বিক্রেতাদের অন্যতম সংগঠন 'মিষ্টি উদ্যোগ'কে দায়িত্ব দেওয়া হয়েছিল প্রকল্পের কাজ এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার জন্য। তাঁদের সঙ্গে সংযোগ রেখেই চলছিল রাজ্য সরকার। এই হাবের পরিকাঠামো গড়ার দায়িত্ব ছিল রাজ্য ক্ষুদ্র শিল্প উন্নয়ন নিগমের। কারা ওই মিষ্টি হাবে জায়গা পাবে, তার সিদ্ধান্ত চূড়ান্ত করার জন্য একটি কমিটি গড়ার উদ্যোগও নেওয়া হয় নিগমের তরফে। সিদ্ধান্ত হয়, নোনাপুকুর ট্রাম ডিপোয় যে ৩ তলা বাড়ি আছে, তার ২ এবং ৩ তলায় ১০টি করে মোট ২০টি স্টল তৈরি হবে। সঙ্গে থাকবে টেস্টিং ল্যাব, প্যাকেজিং এরিয়া এবং ফুড কোর্ট, যেখানে সাধারণ মানুষ বসে মিষ্টি খেতে পারবেন। প্রতি তলায় ৬,৭২৮ বর্গফুট জায়গা রাখার কথা হাবের জন্য। সেই সময় মিষ্টি উদ্যোগের সঙ্গে এই আলোচনা সেরে ফেলে রাজ্যের পরিবহণ দফতর এবং রাজ্য ক্ষুদ্র শিল্প উন্নয়ন দফতর। এমনকি সেই প্রকল্পে আগ্রহী ব্যবসায়ীদের কাছ থেকে প্রাথমিক স্তরে টাকাও নেওয়া হয় স্টলের জন্য

কিন্তু অভিযোগ, এরপর আর কাজ এগয়নি। প্রায় মাস আষ্টেক কেটে গেলেও, সরকারের তরফে যোগাযোগ করা হয়নি সংগঠনের সঙ্গে। নবান্ন সূত্রে জানা গিয়েছে, সম্প্রতি নবান্নে রাজ্যের উদ্যোগপতি ও বিভিন্ন ব্যবসায়িক সংগঠনের সঙ্গে বৈঠকে বসেন মুখ্যমন্ত্রী। সেখানেই নোনাপুকুরের মিষ্টি হাবের কাজ বন্ধ থাকার প্রসঙ্গ তোলেন মিষ্টি উদ্যোগের সভাপতি ধীমান দাশ। জানা গিয়েছে, মুখ্যমন্ত্রী মুখ্যসচিব মনোজ পন্থকে নির্দেশ দিয়েছেন, কেন ওই প্রকল্পের কাজ থমকে রয়েছে তা খুঁজে দেখে বার করে দ্রুত যাতে প্রকল্পের কাজ শুরু করা যায় তার জন্য পদক্ষেপ করতে। মনে করা হচ্ছে, পুজোর পর পরেই এই প্রকল্পের কাজ নতুন গতিতে আবারও শুরু হতে চলেছে।

আইএসএল-এর ম্যাচগুলোতে চলবে বিশেষ মেট্রো

নিজস্ব প্রতিবেদন: ফুটবলপ্রেমীদের জন্য সুখবর! আইএসএল ফুটবল টুর্নামেন্টে যুবভারতী স্টেডিয়ামে ম্যাচের দিনগুলোতে বিশেষ মেট্রো চালানো হবে বলে জানাল কলকাতা মেট্রো কর্তৃপক্ষ। খেলার দিনগুলোতে সল্টলেক স্টেডিয়াম স্টেশন থেকে শিয়ালদামুখী শেষ মেট্রো ছাড়বে রাত ১০টা ১৫ মিনিটে। দর্শকদের বাড়ি ফেরার কথা মাথায় রেখে এই সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে বলে জানিয়েছে কলকাতা মেট্রো কর্তৃপক্ষ। সঙ্গে এও জানানো হয়েছে যে, 'আইএসএলের ম্যাচ শেষের পর ফুটবলপ্রেমীদের বাড়ি ফিরে যাওয়া নিয়ে চিন্তা করতে হবে না। যুবভারতীতে ম্যাচের দিনগুলোতে বিশেষ মেট্রো চালানোর সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। সেই দিনগুলিতে ফুলবাগান স্টেশনে যাত্রা শেষ করা হবে।' প্রসঙ্গত, ১৩ সেপ্টেম্বর থেকে শুরু হয়েছে ইন্ডিয়ান সুপার লিগ। যুবভারতীতে আইএসএল-এর প্রথম খেলা আগামী ২৩ সেপ্টেম্বর। সেই দিন থেকেই বাকি খেলার দিনগুলিতে দর্শকদের সুবিধার্থে বিশেষ মেট্রো চালানো হবে। মেট্রো রেলের সূত্রে জানা গিয়েছে, চলতি মাসের ২৩, ২৭ তারিখ, অক্টোবর মাসের ৫ ও ১৯ তারিখ, নভেম্বর মাসের ৯, ২৩, ২৯ ও ৩০ তারিখ, বছরের শেষ মাস ডিসেম্বরে ১২, ১৪, ১৭ ও ২১ তারিখ বিশেষ মেট্রো চলবে। আইএসএলের চলতি বছরের সূচি অনুযায়ী, মোহনবাগান-ইস্টবেঙ্গলের ডার্বি ম্যাচ রয়েছে আগামী ১৯ অক্টোবর। এদিকে আইএসএল কর্তৃপক্ষের তরফ থেকে চলতি বছরে ক্রীড়াসূচি প্রকাশ করা হয়েছে। সেই মোতাবেকই তারিখ অনুযায়ী বিশেষ মেট্রো চলানোর ঘোষণা করা হয়েছে। মেট্রো সূত্রের খবর, বাকি তারিখগুলি ঘোষণার পর সেই মতো সিদ্ধান্ত নেওয়া হবে।

সম্পাদকীয়

সংগঠিত প্রতিবাদ সুস্থ গণতন্ত্রেরই প্রতীক, তাকে কুর্ণিশ জানাতেই হবে

কলকাতার এক হাসপাতালের অভ্যন্তরে ঘটে যাওয়া নির্মম ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে প্রতিবাদের ঝড় এই শরতের রোদ্দুরকেও ম্লান করেছে। মহানগর জুড়ে ধর্ষণ কাণ্ডে যখন সমগ্র সমাজ উত্তাল, তখন দেশের অন্যত্র ধর্ষণের অভিযোগে অভিযুক্ত প্রমাণের অভাবে মুক্তি পেয়ে যাচ্ছে এবং ফুল মালায় তাদের বরণ করে নেওয়া হচ্ছে। গত বছর প্রধানমন্ত্রীর লোকসভা কেন্দ্র বারাণসীতেই আইআইটি-বিএইচইউ'এর ছাত্রীর গণধর্ষণের ঘটনায় বিজেপির আইটি সেলের তিন সদস্য গ্রেফতার হয়েছিলেন। অভিযুক্তরা গ্রেফতারের কয়েক মাসের মধ্যেই প্রমাণের অভাবে জামিন পেয়ে গেলেন এবং জেল থেকে বেরোনোর পর তাঁদের ফুল মালা দিয়ে স্বাগতও জানানো হল। সংবাদে প্রকাশ, তিন অভিযুক্ত কুণাল পান্ডে, অভিষেক চৌহান ও সক্ষম পটেল বিজেপির আইটি সেলের পদাধিকারী। সে সময় নরেন্দ্র মোদী, যোগী আদিত্যনাথ, জে পি নড্ডা-সহ বিজেপির শীর্ষ নেতাদের সঙ্গে ওই তিন জনের ছবিও প্রকাশ্যে এসেছিল। বিলকিস বানো মামলায় সাজাপ্রাপ্ত আসামীদের মুক্তি পাওয়ার পরেও তাদের এ ভাবে স্বাগত জানানো হয়েছিল। আমাদের দেশ ধর্ষণ নামক জঘন্য কাণ্ডটিকে কোন দৃষ্টিভঙ্গিতে দেখে, তা এই সকল ঘটনাতেই পরিষ্কার। এ দেশে ধর্ষণকাণ্ডে অপরাধীদের দ্রুত সাজার পক্ষে সওয়াল করেন স্বয়ং প্রধানমন্ত্রী, পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রীও সাম্প্রতিক ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে একই সুরে কথা বলেছেন। অথচ, ঘটনা ঘটার অব্যবহিত পরেই যদি সমাজের এক দল ক্ষমতাবান লোক প্রমাণ বিলুপ্ত করতে উঠে পড়ে লাগে, তা হলে অভিযুক্তরা চিরকালই প্রমাণের অভাবে ছাড়া পেয়ে যাবে। অর্থাৎ, রাষ্ট্রযন্ত্র মুখে যতই নারী-নির্যাতনকে অভিশাপ বলে মনে করুক এবং অতি কঠোর আইন প্রণয়ন করুক, অভিযুক্ত আসামি (কিংবা সংগঠিত অপরাধের ক্ষেত্রে একাধিক অপরাধী) প্রমাণের অভাবেই বেকসুর খালাস হয়ে যাবে। কলকাতায় আর জি কর কাণ্ডের পরিপ্রেক্ষিতে প্রভাবশালী অধ্যক্ষ দীর্ঘ জিজ্ঞাসাবাদের পর আর্থিক কেলেঙ্কারির পাশাপাশি খুন ও ধর্ষণের মামলায় প্রমাণ লোপাটের অভিযোগে সিবিআই-এর হাতে গ্রেফতার হয়েছেন। গ্রেফতার হয়েছেন টালা থানার ওসি অভিজিৎ মণ্ডলও। রাজ্যের শাসক দলও যতই অভিযুক্তের ফাঁসির দাবি নিয়ে সরব হোক, এবং সিবিআই-এর উপর চাপ বাড়ানোর রাজনৈতিক কৌশল অবলম্বন করুক, ঘটনার যথাযথ প্রমাণ ছাড়া তদন্তকারী দল কখনও দ্রুত সিদ্ধান্তে উপনীত হতে পারে না। যদিও ধর্ষণ কাণ্ডের পরিপ্রেক্ষিতে তথ্যের বিচারে সারা ভারতে পশ্চিমবঙ্গ বেশ সন্তোষজনক অবস্থানেই রয়েছে, তা সত্ত্বেও আত্মতৃপ্তির কোনও জায়গা নেই। শাসককেও মেনে নিতে হবে যে, সুস্থ গণতন্ত্রে প্রতিবাদের ঝড় উঠবেই। সংগঠিত প্রতিবাদ সুস্থ গণতন্ত্রেরই প্রতীক। রাজ্যের শাসক দলকেও তাকে কুর্নিশ জানাতে হবে।

শব্দবাণ-৫১

১		২		৩	■	■
	■		■	৪		■
	■	■	■		■	■
৫		৬	■	৭		৮
■	■		■	■	■	
■	৯		■	১০	■	
■	■	১১				

শুভজ্যোতি রায়

সূত্র—পাশাপাশি: ১. সীতা ৪. মকাই, ভুট্টা ৫. কৃত্তিকা নক্ষত্র ৭. প্রধান ৯.চাকর, নফর ১১. এই পৃথিবী।

সূত্র—উপর-নীচ: ১.গুজব ২.রাজস্ব, খাজনা ৩. পদ্ম ৬. জুতসই, উপযুক্ত ৮. যুদ্ধজয়কারী ১০. কাচের চিমনিযুক্ত দীপ ।

সমাধান: শব্দবাণ-৫০

পাশাপাশি: ১. অধিদেবতা ৩ .চাকলা ৫. মালিক ৭. রজক ৮. শহর ১০. জলপ্লাবন।

উপর-নীচ: ১. অনেক ২. বদমায়েশ ৩ .চাদর ৪. লালকমল ৬. কদর ৯. হনন।

জন্মদিন

আজকের দিন

করিনা কাপুর

১৯৫৫ *বিশিষ্ট চিলচিত্রাভিনেতা গুনশন গ্রোভারের জন্মদিন।*
১৯৬৪ *বিশিষ্ট নৃত্যশিল্পী ও অভিনেত্রী সুধা চন্দ্রনের জন্মদিন।*
১৯৮০ *বিশিষ্ট চিলচিত্রাভিনেত্রী করিনা কাপুরের জন্মদিন।*

পিতৃতান্ত্রিক মানসিকতাই ধর্ষকাম প্রবৃত্তির জন্ম দেয়

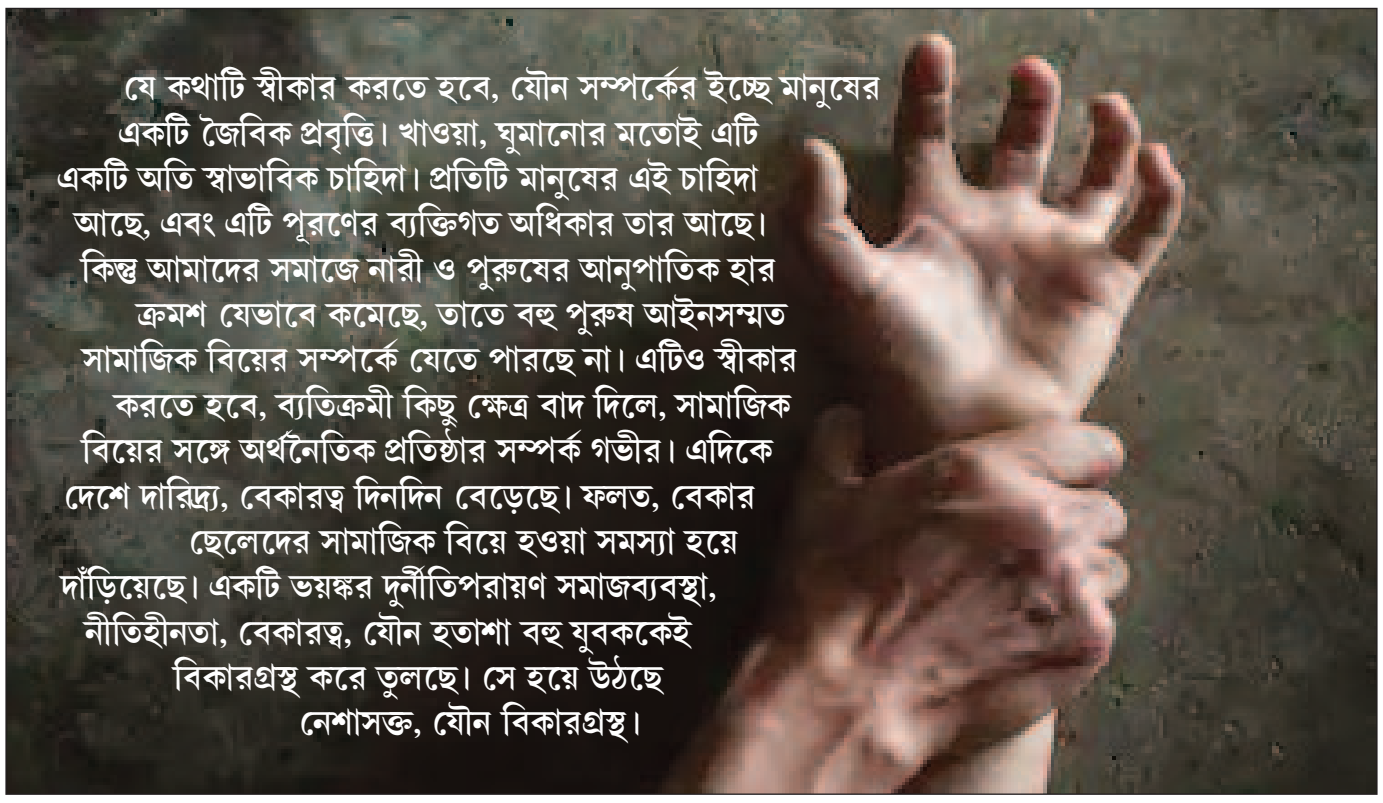

দয়াময় মাহান্তী

ধর্ষণ একটি ভয়ঙ্কর সামাজিক ব্যাধি। অনেকেই মনে করেন, ধর্ষণের বিরুদ্ধে সর্বোচ্চ শাস্তি প্রদানই এর থেকে মুক্তির উপায়। কিন্তু এ ধারণা পুরোপুরি ঠিক নয়। যদি চূড়ান্ত শাস্তি দিলেই এই ব্যাধি থেকে সমাজ মুক্ত হতে পারতো তাহলে যে সমস্ত দেশে ধর্ষণের শাস্তি মারাত্মক সেখানে আর কোনো ধর্ষণের ঘটনা ঘটতো না। বাস্তবে তা হয় না, প্রাথমিক ভাবে একজন অপরাধীকে চূড়ান্ত শাস্তি দিলে, নির্যাতিতা বিচার পান, তাঁর ও তাঁর পরিবার ন্যায় পান, এই শাস্তির ঘটনা দেখে কোনো সম্ভাব্য ধর্ষক সাবধান হতেও পারে। কিন্তু সমাজ থেকে এই অমানবিক নিষ্ঠুর ব্যাধির সম্পূর্ণ অবসানের জন্য এর শেকড়ে পৌঁছাতে হবে। এ নিয়ে কোনো সংশয় নেই, ধর্ষণ হলো পুরুষতান্ত্রিক মানসিকতার চরম বিকৃতির পরিণাম। সমাজ থেকে এই রোগটি নির্মূল করতে হলে, এই মানসিকতাটিকে একেবারে প্রাথমিক স্তরে চিহ্নিত করে, কীভাবে এই মানসিকতা থেকে সমাজ মুক্ত হয় তার ব্যবস্থা করা জরুরি।

একটি পরিবারে যখন একটি মেয়ে জন্ম নেয়, এবং তার প্রতিক্রিয়া পরিবার ও সমাজে কীভাবে ওঠে আসে সেটি লক্ষ্য করে বোঝা যায়, সংশ্লিষ্ট পরিবার ও সমাজে নারীকে কী চোখে দেখা হয়। এখনও বহু পরিবার ও সমাজ আছে যেখানে নারী-শিশুর জন্ম নেওয়াকে একটি পুরুষ-শিশুর জন্ম নেওয়ার মতো আনন্দদায়ক ও শুভ মনে করা হয় না। কেন হয় না ? এর মূলে আছে পরিবার ও সমাজের পিতৃতান্ত্রিক মানসিকতা ও নিয়মকানুন। 'ছেলে করবে বংশরক্ষা, মেয়ে যাবে পরের বাড়ি' এই যে ভাবনা তার মূল থেকে একটি পরিবারে নারী ও পুরুষের বৈষম্যের ডালপালা ছড়িয়ে পড়েছে। পারিবারিক, সামাজিক অনুষ্ঠানে, ক্রিয়াকর্মে, সম্পত্তির ভাগে নারী নানাভাবে বঞ্চিত হয়েছে। নারী যেহেতু পরিবারে ও সমাজে পুরুষের চেয়ে মূল্যহীন তাই তার চাহিদাও কম ; আর আধুনিক বিজ্ঞানকে হাতিয়ার করে এর ভয়ানক ও অনিবার্য পরিণতি হয়েছে, 'কন্যাভ্রূণ হত্যা'। শুধু নারী হয়ে গর্ভে আসার কারণে তাকে খুন হতে হয়েছে জন্মদাতার হাতেই। আর এরপরও যারা এই পৃথিবীর আলো দেখেছেন, তাদের দেখা হয়েছে, দ্বিতীয় লিঙ্গ হিসেবে। পারিবারিক, সামাজিক, ধর্মীয় নানা অজুহাতে তাদের উপর চাপিয়ে দেওয়া হয়েছে অনুশাসনের বেড়ি। গোটা মধ্যযুগীয় ইতিহাস তো নারীর পায়ে এই বেড়ি লাগানো ও মোচনের সংগ্রামের ইতিহাস। কিন্তু সত্যিই কি আজও আমরা সেই অসুখ থেকে মুক্ত ?

নবকৃষ্ণ ভট্টাচার্য 'বিমলার অভিমান' ফুটিয়ে তুলেছেন, 'দু-ধারে সোনার চুড়ো,/ মাঝেতে ছাইয়ের নুড়ো/ তাই বুঝি বিমলার কমে গেছে দাম-ই—' উচ্চারণের ভিতর দিয়ে। ছেলে মানে সোনা, মেয়ে মানে ছাই, অতএব তাকে শারীরিক ও মানসিক ভাবে অবহেলা করা যায়, বঞ্চিত করা যায়, উপেক্ষা করা যায়, এমনকি শোষণ করা যায়। অথচ তার জন্য কাউকে কোনো জবাবদিহি করতে হয় না, এটা একজন পুরুষ-শিশু তার পরিবারে প্র্যাকটিসড হতে দেখে। এরপর প্রাপ্তবয়স্ক হয়ে সেই পুরুষ কীভাবে তার শৈশবের সংস্কার থেকে বেরিয়ে আসবে? তার কাছে একটি নারীর ব্যক্তিগত ইচ্ছা ও স্বাধীনতার মূল্য কতটুকু হবে? এভাবেই একটি পিতৃতান্ত্রিক সমাজে বংশ পরম্পরায় একটি নারীর শিক্ষা, স্বাধীনতা, ব্যক্তিগত ইচ্ছাগুলো নিয়ন্ত্রিত হয়েছে পুরুষের ক্ষমতার হাতে। ধর্মীয় রীতি, সামাজিক নিয়ম কিংবা পারিবারিক সম্মানের অজুহাতে তার ব্যক্তিগত বিকাশকে রুদ্ধ করা হয়েছে। নারী পড়াশোনা করতে চাইলে, নিজের পায়ে দাঁড়াতে চাইলে, নিজের পছন্দের পোশাক, খাদ্যাভ্যাসে, স্বাধীনভাবে ঘুরে বেড়াতে চাইলে, সে ক্রমাগত বাধা পেয়েছে; আজও সে ট্র্যাডিশন যে বন্ধ হয়নি তা নিয়ে কোনো সংশয় নেই। আর যেখানে নারীকে 'সম্মান' দেওয়া হয়েছে বলা হয়, সেই সম্মানের অজুহাতে তাদের স্বাধীনতাকেই আরও বেশি করে টুঁটি চেপে মারাও হয়েছে। সংবাদপত্রের পাতায় অজস্র 'অনার কিলিং' এর ঘটনাগুলোর মনস্তাত্ত্বিক ব্যাখ্যা নিলেই এর গভীরে প্রবেশ করা সম্ভব। নারীর স্বেচ্ছায় কাউকে বিয়ে করাটাও যেখানে পারিবারিক 'সম্মান হানি' বলে ধরে নেওয়া হয়, সেই 'সম্মান' আসলে নারীর কাছ থেকে কী চায় ? নারী বাইরে চাকরি করলে পুরুষের সম্মান হানি, নারী রাত্রি বেলা কাজের সূত্রে বাইরে থাকলে পরিবারের সম্মান হানি, নারী ইচ্ছেমতো পোশাক পরলে পুরুষের সম্মান হানি, এভাবেই 'সম্মানে'র নামে তার সবকিছুই পুরুষের ইচ্ছেমতো নিয়ন্ত্রণ হয় যে সমাজে, সেই সমাজের একটি পাশবিক প্রবৃত্তির পুরুষের কাছে ধর্ষকামী মানসিকতাই আসলে একটি 'স্বাভাবিক প্রবণতা' নয় কি ?

সমাজ মানসিকতা সবচেয়ে পরিষ্কার ফুটে ওঠে মানুষের খিস্তিতে বা স্ল্যাং-এ। আমাদের সমাজে প্রচলিত বহু স্ল্যাং নারীদেহের অবদমন, ধর্ষণের ইঙ্গিতবাহী-- যা মাতৃতান্ত্রিকতাকে আঘাত করে। এটা একটা চরম পুরুষতান্ত্রিক সমাজের বিকারগ্রস্থ মানসিক চেহারা। যেখানে একজন পুরুষ তীব্র রেগে গেলে, এই ধরণের গালাগালি দেয়, সেখানে বুঝতে হবে, তার অবচেতন মনে এই প্রবৃত্তি সুপ্ত অবস্থায় আছে। অবশ্য এই গালাগালির আরেকটি মনস্তাত্ত্বিক ব্যাখ্যা হতে পারে, যেকোনো পুরুষতান্ত্রিক সমাজে নিজের ক্ষমতার অধীনে থাকা 'নারীর সম্মান রক্ষা' হচ্ছে একজন পুরুষের 'পৌরুষত্ব' ধরে রাখার মাপকাঠি। আর তাই কোনো পুরুষকে অপমান করার জন্য অন্য একজন পুরুষ তার অধীনে থাকা নারীকে এভাবে অপমান করে তার 'পৌরুষত্বে' আঘাত করতে চায়। দুটো যুক্তিই একজন স্বাধীন ও আত্মমর্যাদাশীলা নারীর কাছে সম্মানজনক নয়, এ আসলে নারীকে নিয়ে পুরুষের ক্ষমতার দম্ভ ছাড়া আর কিছুই নয়। পুরুষের ক্ষমতার এই দম্ভ তাকে ধর্ষকামী করে তোলে। একজন পুরুষকে মানসিকভাবে আঘাত করতে, 'তুই চুড়ি পরে থাক', 'মেয়েদের মতো কাঁদিস না', 'মরদ হলে করে দেখা' এমন ধরনের যে বাগধারাগুলো প্রয়োগ করা হয়, তা একাধারে যেমন নারীকেই চরম অপমানিত করে, তেমনি সুদীর্ঘকাল ধরে নারীকে কীভাবে সমাজে দ্বিতীয় লিঙ্গ হিসেবে দেখা হয়েছে তার সত্য তুলে ধরে। এই বাগধারা সমাজের সেই ইতিহাসকে ধরে রেখেছে, যে ইতিহাস বলছে পুরুষতান্ত্রিক সমাজ মনে করে, 'নারী দুর্বল এবং পরাধীন', 'নারীরা কাঁদে কারণ তারা পুরুষের মতো নিজের ভাগ্যের নিয়ন্ত্রক নয়', 'পুরুষ করে দেখায় কারণ সে কর্তা, মেয়ে হলে আলাদা সে তো কর্ম।' একটি ধর্ষণ মুক্ত সমাজ চাইলে, মেয়েদেরকে এভাবে 'অবজেক্ট' ভাবার অভ্যাস ত্যাগ করা সর্বাগ্রে জরুরি।

সবশেষে যে কথাটি স্বীকার করতে হবে, যৌন সম্পর্কের ইচ্ছে মানুষের একটি জৈবিক প্রবৃত্তি। খাওয়া, ঘুমানোর মতোই এটি একটি অতি স্বাভাবিক চাহিদা। প্রতিটি মানুষের এই চাহিদা আছে, এবং এটি পূরণের ব্যক্তিগত অধিকার তার আছে। কিন্তু আমাদের সমাজে নারী ও পুরুষের আনুপাতিক হার ক্রমশ যেভাবে কমেছে, তাতে বহু পুরুষ আইনসম্মত সামাজিক বিয়ের সম্পর্কে যেতে পারছে না। এটিও স্বীকার করতে হবে, ব্যতিক্রমী কিছু ক্ষেত্র বাদ দিলে, সামাজিক বিয়ের সঙ্গে অর্থনৈতিক প্রতিষ্ঠার সম্পর্ক গভীর। এদিকে দেশে দারিদ্র্য, বেকারত্ব দিনদিন বেড়েছে। ফলত, বেকার ছেলেদের সামাজিক বিয়ে হওয়া সমস্যা হয়ে দাঁড়িয়েছে। একটি ভয়ঙ্কর দুর্নীতিপরায়ণ সমাজব্যবস্থা, নীতিহীনতা, বেকারত্ব, যৌন হতাশা বহু যুবককেই বিকারগ্রস্থ করে তুলছে। সে হয়ে উঠছে নেশাসক্ত, যৌন বিকারগ্রস্থ। ক্ষুধার্ত মানুষ ভাত না পেয়ে যদি চিৎকার করে বলে, 'ভাত দে হারামজাদা, নয়তো মানচিত্র খাবো' সভ্য সমাজ এই দাবিকে ন্যায়সঙ্গত বলবে, কিন্তু যৌন উপবাসী মানুষের তো সে উপায় নেই, সেটি একটি ভয়ঙ্কর অপরাধমূলক বাসনা, কারণ তার এই ক্ষুধাপূরণের সঙ্গে ভাতের মতো জড়বস্তু নয়, আছে অন্য মানুষের ব্যক্তিগত স্বাধীন ইচ্ছা। অথচ, ক্ষুধার দিক থেকে কাউকেই উপেক্ষা করা যায় না। ফলত, নারী ও পুরুষের আনুপাতিক যে বৈষম্য তাকেও একটি সামঞ্জস্যে আনার জন্য সামাজিক সচেতনতা জরুরি, যাতে প্রতিটি পুরুষ চাইলে সামাজিক বিয়ে করার জন্য একটি মেয়ে পায়। নির্বিচারে কন্যাভ্রূণ হত্যার ফলেই যে এই ভয়ঙ্কর পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়েছে সেটি বুঝতে হবে। এই সামাজিক সংকট কিন্তু বহুক্ষেত্রে ধর্ষকাম প্রবৃত্তির জন্ম দিচ্ছে, এটি এড়িয়ে গেলে চলবে না। প্রসঙ্গত মনে রাখতে হবে, এই উপমহাদেশের যেকোনো একটি দেশে একটি মানুষের সুস্থ যৌনসম্পর্কের জন্য পতিতাপল্লী কখনোই বিয়ের বিকল্প নয়।

ভাদু-কথা ও বাঁকুড়ার ভাদু গান

শঙ্খ অধিকারী

শরতের আকাশে সেজে ওঠা মেঘ আর চারিদিকে কাশের সমারোহের মাঝেই বিস্তীর্ণ রাঢ় বাংলায় বাড়িতে বাড়িতে চলে ভাদু আরাধনা। যদিও এই উৎসবের সমারোহ আর আড়ম্বর ক্রমশ ক্রম হ্রাসমান তাসত্ত্বেও এই চর্চা একেবারেই থেমে যায়নি। রাঢ় বাংলায় এই 'ভাদু' নিয়েও চর্চা কম হয়নি। তবে একেবারে প্রায়োগিক ক্ষেত্রে ভাদুর ধারনা স্থান ভেদে ভিন্ন ভিন্ন। প্রচলিত রয়েছে যে, কাশীপুর পঞ্চকোট রাজবংশের রাজা নীলমনি সিং দেওর কন্যা ভদ্রাবতী। এই ভদ্রাবতী নামই লোকো মুখে 'ভাদু' হয়েছে।যদিও ভা দুর এই পরিচয় নিয়ে সমস্ত ক্ষেত্রসমীক্ষক ও গবেষক সহমত নন। কিন্তু এই ভাদু বিষয়ে কিছু বিষাদগাথা অনেক স্থানেই শোনা গেছে। গবেষক তাপস কুমার গঙ্গোপাধ্যায় লিখেছেন, পুরুলিয়ার মিথ অনুযায়ী ভাদু অন্ত্যজ শ্রেনির এক যুবককে ভালোবেসেছিলেন,যা তার পিতা মেনে নিতে পারেননি। তাই ভাদু আত্মহত্যা করেন।এর সাথে সাথে গবেষক আরো কিছু মতামত কে লিপিবদ্ধ করেছেন। যেমন, বিয়ের দিন ভাদুর হবু বর তথা বর্ধমানের রাজকুমার আততায়ী কর্তৃক নিহত হলে সেই দুঃখে ভাদু আত্মহত্যা করেন। আবার কেউ কেউ ভাদুকে মল্লরাজার কন্যা বলেও অভিহিত করতে চেয়েছেন। তবে ভাদুর পরিচয় যাই হোক না কেন তিনি ভাদ্রমাস জুড়ে রাঢ়বাংলার এক শস্যদেবী হিসেবেই পুজিত হন। ভাদ্রমাস জুড়ে যশোশক্ষ্মী, কুললক্ষ্মী, প্রমুখ দেবীর পুজো প্রচলিত রয়েছে।এই সময়ে চাষিদের ঘরে শস্য বন্দনার যে দেবী পুজা প্রচলিত তিনিই হলেন ভাদু।রাঢ়বাংলার প্রানের প্রিয় 'ভাদু দেবী।' তুষুর মতো এক মাস জুড়ে পুজিত হন এই দেবী।এই দেবী পুজোর লৌকিক বিধিও যথেষ্ট লক্ষনীয়। ঘট পেতে সারা মাস ধরে ফুল, মালা দিয়ে পুজো করার পর ভাদ্রমাসের শেষদিন তথা ভাদ্রসংক্রান্তির দিন ভাদু রানীকে বিসর্জন দিতে হয়। ভাদুকে কেন্দ্র করে গীত গানগুলিও বহু বৈচিত্রে সমুজ্জ্বল। ভাদু গান গুলোকে মূলত তিনটি ভাগে ভাগ করা যায় যেমন, প্রথম দিকের ভাদুর আগমনী গান, দ্বিতীয় ভাগে ভাদুর কাছে সাধারণ জীবনযাপনের সমস্ত ব্যথা- বেদনা এই সব নিবেন করা হয়। এই গানগুলোতেই সমকালীন জীবনের ছাপ, সামাজিক পরিকাঠামোর একঝলক দৃশ্য আধারিত হয়েছে। এবং তৃতীয় ধাপে ভাদুর বিদায়। বিসর্জনের পালা। এই গনাগুলি মূলত বিষাদ বা দুঃখের।এই ভাদুগানের মধ্যে রাঢ়বাংলার বিভিন্ন স্থানের জনজীবনের ছাপ ফুটে উঠেছে।

বাঁকুড়া জেলাকে অনেকেই রুখামাটির শুখা দেশ বলে অভিহিত করেন।শুকনো খটখটে খেজুরগাছ থেকে যেমন সুমিষ্ট খেজুর রসের ধারা বয়, তেমনিভাবে বাঁকুড়ার জনজীবনের রসও এই ভাদু গানের মধ্যে প্রবাহিত। ১৯৪৩ সালে পঞ্চাশের মন্বন্তরের সময় বাঁকুড়ার অবস্থা দুর্বিষহ হয়ে উঠেছিল। এই দুর্বিষহ সময়ের কথা উঠে এসেছিল তৎকালীন ভাদুগানে — 'দেশে এল ফিরে/পঞ্চাশ সালের দুর্ভিক্ষ হা হা করে/টাকায় হল চার সের ধান্য রে/ খুদ চাউল দেড়ষ সের দরে/(তাও) সারাটা দিন ঘুরে মরলেও যায়না পাওয়া বাজারে...' অতিরঞ্জন হীন এই বর্ননায় প্রকৃত ইতিহাসও উঠে এসেছে। গবেষক উৎপল মুখোপাধ্যায়ের রচনা থেকে জানা যায় ১৯৫২ সালে এই গান লিখেছিলেন ভালাইডিহার বাসিন্দা প্রভাকর কুন্ডু। শুধু তাই নয়, জেলার বিবাহতন্ত্র তথা বিবাহরীতির কথাও উঠে এসেছে ভাদুগানে। উৎসব রসিক বাঁকুড়াবাসীর উৎসবও উঠে এসেছে এই ভাদু গানে। বাঁকুড়ার রথের কথা ১৯৪৭ সালের একটি গানে পাওয়া যায় — 'বাজে ঢাকের বাজনা/বাঁকুড়াতে রথ দেখে জুড়ায় জীবন/পাঁচচূড়াতে শ্যামসুন্দর রে/ নয় চূড়ায় রাধারমন/(কিবা) দুইটি রথে এক মুরতিবৃন্দাবন বিভূষণ/উল্টা রথে ধুমধারাক্কারে সোজা তে তার হয়না তেমন...' বাঁকুড়ার মুড়ি আর চপ খুবই বিখ্যাত। বাঁকুড়ার মোড়ে মোড়ে চপমুড়ির দোকান।এই তেলে ভাজার কথাও উঠে এসেছে ভাদু গানে — 'খাবি তেলেভাজা/ রাসতলাতে চলে যা সোজা সোজা/মহাদেব সালের কাছে গো পাওয়া যাবে সব ভাজা/তার নামজাদা চপ আর সুমিষ্ট পাঁপড় ভাজা...'। তেলেভাজা-মুড়ি তো রয়েইছে এছাড়া গবেষক উৎপল মুখোপাধ্যায় ভাদু গানে বাঁকুড়ার 'বিড়ি' র কথাও উল্লেখ করেছেন।১৯৫২-৫৩সালে বাঁকুড়ায় ডি . ডি দত্তের ২২২০ (বাইশকুড়ি) নম্বর বিড়ির প্রচলন ছিল ভাদু গানে অনেকটা বিজ্ঞাপনের ঢঙে এই বিড়ি নিয়ে গানও রয়েছে—' বাইশকুড়ি নম্বর/বিড়িটি সর্বক্ষণ মনোহর/ ভালো পাতা ভালো দোক্তারে ভালো ইহার কারিগর/(থাকে) ধুমপানে অটুট স্বাস্থরে প্রফুল্লিত হয় অন্তর...'। ধুমপান স্বাস্থ্যের পক্ষে ক্ষতিকারক জেনেও গবেষনার স্বার্থে এই গান উল্লেখ করা হল।

তবে আজকের ভাদু গানের ধারা যথেষ্ট বদলে যাচ্ছে। আসলে ভাদুগানের চর্চার পরিসর ধীরে ধীরে সংকুচিত হয়ে পড়েছে। আজকের সংস্কৃতি যোদ্ধাদের বিষয়টি নিয়ে ভাবা উচিত।

আনন্দকথা

কর্মত্যাগ করবার জো নাই। তাই কর্ম করবে, কিন্তু ফল ঈশ্বরে সমর্পণ করবে।

মণি — আজ্ঞা, যাতে অর্থ বেশি হয় এ-চেষ্টা কি করতে পারি?

শ্রীরামকৃষ্ণ — বিদ্যার সংসারের জন্য পারা যায়। বেশি উপায়ের চেষ্টা করবে। কিন্তু সদুপায়ে। উপার্জন করা উদ্দেশ্য নয়। ঈশ্বরের সেবা করাই উদ্দেশ্য। টাকাতে যদি ঈশ্বরের সেবা হয় তো সে টাকায় দোষ নাই।

মণি — আজ্ঞা, পরিবারদের উপর কর্তব্য কতদিন?

শ্রীরামকৃষ্ণ — তাদের কাওয়া পরার কষ্ট না থাকে। কিন্তু সন্তান নিজে সমর্থ হলে আর তাদের ভার লবার দরকার নাই, পাখির ছানা খুঁটে খেতে শিখলে, আবার মার কাছে খেতে এলে, মা ঠোক্কর মারে।

মণি — কর্ম কতদিন করতে হবে?

শ্রীরামকৃষ্ণ — ফললাম হলে আর ফুল থাকে না। ঈশ্বরলাভ হলে কর্ম আর করতে হয় না। মনও লাগে না।

(ক্রমশঃ)

লেখা পাঠান

সময়োপযোগী উত্তর সম্পাদকীয় লেখা পাঠান। যে কোনও বিষয়ে আপনার মতামত বা অভিযোগ জানিয়ে পাঠান চিঠিপত্র। অবশ্যই Unicode-এ টাইপ করে পাঠাতে হবে।

email : dailyekdin1@gmail.com

চেকপোস্টে ট্রাক আটনোয় মমতার তীব্র সমালোচনা বিজেপি বিধায়কের

নিজস্ব প্রতিবেদন, আসানসোল: আসানসোল ঝাড়খণ্ড সীমানায় গাড়ি পণ্যবাহী গাড়ি আটকাল বাংলার পুলিশ। অপরদিকে ঝাড়খণ্ডের বাসিন্দারা বাংলা থেকে আগত সমস্ত যানবাহন অবরোধ করলেন।

কৃত্রিম ভাবে তৈরি বন্যার অভিযোগে শুক্রবার থেকে রাজ্য পুলিশ ঝাড়খণ্ড সীমানায় আটকে রেখেছে পণ্যবাহী গাড়ি। বিপাকে পড়েছেন গাড়ি চালকরা। সিমলা থেকে আসছে আপেল, পঞ্জাব থেকে আসছে ন্যাসপাতি, দিল্লি থেকে আসছে আর্মি ক্যাম্পের জন্য প্যাকেট বন্দি খাবার। সব আটকে আছে ১৯ নম্বর জাতীয় সড়ক ডুবুড়ি চেকপোস্টে। আটকে আছে জরুরি পরিষেবার গাড়িও। বৃহস্পতিবার সন্ধ্যা থেকে আটকে আছে গাড়িগুলি। রাতেই ডুবুড়ি চেকপোস্টে ছুটে আসেন ঝাড়খণ্ডের প্রশাসনিক আধিকারিকরা। তাঁরা জানতে চান গাড়ি আটকে রাখার কারণ। জেলা পুলিশ প্রশাসন সদুত্তর দিতে পারেননি বলে খবর।

বৃহস্পতিবার সন্ধ্যায় মুখ্যমন্ত্রীর নির্দেশ আসতেই আসানসোল ঝাড়খণ্ড সীমানার ৫টি নাকা চেকপোস্ট রাতারাতি সিল করে দেয় পুলিশ। সন্ধ্যা ৬টার পর থেকে আসানসোল ঝাড়খণ্ডের সংযোগকারী বিভিন্ন জাতীয় সড়ক, রাজ্য সড়ক ও নাকা চেক পোস্টগুলি পুলিশ আটকে দেয়। ঢুকতে বাধা দেওয়া হয়, ঝাড়খণ্ড থেকে আগত পণ্যবাহী গাড়িকে। শুক্রবার একই অবস্থা চলতে থাকলে ঝাড়খণ্ডের বাসিন্দারাও ঝাড়খণ্ড থেকে বাংলাগামী সমস্ত গাড়িকে আটকে দিয়ে বিক্ষোভ দেখাতে থাকেন।

উল্লেখ্য, ডিভিসি অনবরত জল ছাড়ায় রাজ্যের বিভিন্ন জেলায় তৈরি হয়েছে বন্যা পরিস্থিতি। বন্যা কবলিত এলাকায় ডিভিসির বিরুদ্ধে ক্ষোভ প্রকাশ করেছেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। ঝাড়খণ্ডের মুখ্যমন্ত্রী হেমন্ত সোরেনের বিরুদ্ধে তিনি ক্ষোভ ব্যক্ত করেছিলেন। তাই ৭২ ঘণ্টার জন্য বাংলা ঝাড়খণ্ড বর্ডার সিল করার নির্দেশ দিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী। মুখ্যমন্ত্রীর নির্দেশের পর পশ্চিম বর্ধমান জেলার আসানসোল ঝাড়খণ্ড সীমানার ৫টি নাকা পয়েন্ট বা বর্ডার সিল করার কাজ শুরু হয়।

১৯ নম্বর জাতীয় সড়কের কল্যাণেশ্বরী ডুবুড়িহি চেকপোস্ট যা ধানবাদ আসানসোলের সংযোগরক্ষাকারী, বরাকর নদের ওপর চিরকুন্ডা বরাকর চেকপোস্ট, ঝাড়খণ্ডের নলা বারাবনির সংযোগরক্ষাকারী অজয় নদের ওপর রুনাকুড়া ঘাট, জামতারা রূপনারায়ণপুর চেকপোস্ট ও মাইথন ড্যাম পেরিয়ে কল্যানেশ্বরী রোডের নাকা চেকপোস্ট আটকে দেয় পুলিশ। পণ্যবাহী গাড়ি আটকে দেওয়া হয় বা ঘুরিয়ে দেওয়া হয়। আসানসোল দুর্গাপুর পুলিশের ডিসি হেডকোয়ার্টার অরবিন্দ কুমার আনন্দ বলেন, মুখ্যমন্ত্রীর নির্দেশ পাওয়ার পরেই বর্ডার সিল করা হয়। তবে জয়পুর, বিহারের ভগলপুর থেকে আসা লরি চালকরা বলেন, কেউ যাচ্ছিলেন কলকাতা কেউ বা মেদিনীপুর। কেন ডুবুড়ি চেকপোস্টে আটকে পড়লেন তাঁদের জানা নেই। যদিও পুলিশ জানায়, যাত্রীবাহী গাড়ি ও জরুরি পরিষেবার পণ্যবাহী গাড়ি ছেড়ে দেওয়া হচ্ছে।

দু'দিন ধরে ঝাড়খণ্ড বর্ডারে আটকে পণ্যবাহী গাড়ি। হয়রানির শিকার গাড়ি চালকরা। ১৯ নম্বর জাতীয় সড়ক কুলটি ডুবুড়ি চেকপোস্টে খবর পেয়ে এলেন কুলটির বিজেপি বিধায়ক ডাক্তার অজয় পোদ্দার। তিনি গাড়ি চালকদের সঙ্গে কথা বলেন। মুখ্যমন্ত্রীর এই সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে সমালোচনা করেন।

ফের ধস অণ্ডালের খোলামুখ খনি চত্বরে, আতঙ্কে স্থানীয়রা

নিজস্ব প্রতিবেদন, অণ্ডাল: আবার ধসের আতঙ্ক অণ্ডালের জামবাদ এলাকায়। শুক্রবার ঘটনাটি ঘটে অণ্ডাল থানার অন্তর্গত জামবাদ খোলামুখ খনি এলাকায়। কয়েক বছর আগেই ঠিক এই জায়গার একটু অদূরে ধসের কবলে আস্ত একটা বাড়ি মাটির নীচে চলে যায়। ঘটনায় মৃত্যু হয় এক মহিলার। সেই জায়গার ঠিক সামনেই আবার ধসের ঘটনা ঘটায় আতঙ্কিত স্থানীয়রা। স্থান থেকে ৫০ মিটার দূরে রয়েছে একটি শিশুশিক্ষা কেন্দ্র।

ঘটনাস্থলে আসেন ইসিএলের আধিকারিকরা। স্থানীয়রা ইসিএলের কাছে পুনর্বাসনের দাবি জানান। ঘটনাস্থল পরিদর্শনে আসেন ইসিএলের এক আধিকারিক, তাঁকে ঘিরে বিক্ষোভ দেখায় স্থানীয় জনতা। এরপর ঘটনাস্থলে আসেন তৃণমূল নেতা তথা বহুলা পঞ্চায়েতের উপপ্রধান বীর বাহাদুর সিং। তিনি সম্পূর্ণ ভাবে এই ধসের জন্য ইসিএল কর্তৃপক্ষকেই দায়ী করে বলেন, এর আগেও এই এলাকায় ধসের কারণে মৃত্যু হয়েছিল এক মহিলার। মাটির নীচে থেকে তাঁর দেহ তুলতে সময় লেগেছিল ৯ দিন। তখনও এলাকার মানুষ পুনর্বাসন চেয়েছিলেন, কিন্তু তা আজও হয়নি।

তিনি বলেন, ইসিএল কর্তৃপক্ষ শুধু তাদের উৎপাদনের দিকটি মাথায় রাখেন সাধারণ মানুষের সুরক্ষার ব্যাপারে নজর নেই তাদের। পাশাপাশি তিনি হুমকির সুরে বলেন, আগামী সোমবারের মধ্যে ইসিএল কর্তৃপক্ষ এলাকার মানুষের সুরক্ষার ব্যাপারে সদর্থক ভূমিকা না নিলে, মঙ্গলবার থেকে এলাকার মানুষকে নিয়ে আন্দোলনে নামবেন তাঁরা। যদিও এই ব্যাপারে এক ইসিএল আধিকারিক বলেন, ধস কবলিত এলাকাটি মাটি দিয়ে ভরাট করার কাজ শুরু হচ্ছে শীঘ্রই। তবে পুনর্বাসনের ব্যাপারে তিনি কিছু উত্তর দিতে পারেননি।

ফর্ম নং আইএনসি-২৬
[২০১৪ সালের কোম্পানি (ইনকর্পোরেশন) রুলসের রুল ৩০ সংস্থান অধীনে]
কোম্পানির রেজিস্টার্ড অফিস এক রাজ্য থেকে অন্য রাজ্যে স্থানান্তরের নিমিত্ত সংবাদপত্রে প্রজ্ঞাপন
কেন্দ্রীয় সরকার
ইস্টার্ন রিজিওন সমীপে
২০১৩ সালের কোম্পানি আইনের ১৩ ধারার (৪) উপধারা এবং ২০১৪ সালের কোম্পানি (ইনকর্পোরেশন) রুলসের রুল ৩০ এর সাব-রুল (৫) এর ক্লজ (এ) সম্পর্কিত
এবং
অ্যাস্ট্রোভিউ টেকনোলজিস প্রাইভেট লিমিটেড, (CIN : U72502WB2020PTC236811) রেজিস্টার্ড অফিস ৭, সুরেন্দ্র মোহন ঘোষ সরণি (পূর্বে : ৭, ম্যাঙ্গো লেন) ২য় তল, কলকাতা - ৭০০০০১, পশ্চিমবঙ্গ সম্পর্কিত
....দরখাস্তকারী
এতদ্বারা সাধারণের উদ্দেশ্যে বিজ্ঞাপিত হচ্ছে, ৩১ জুলাই ২০২৪ তারিখে অনুষ্ঠিত কোম্পানির অতিরিক্ত সাধারণ সভায় গৃহীত প্রস্তাব অনুযায়ী কোম্পানির মেমোরান্ডাম অব অ্যাসোসিয়েশনের পরিবর্তনক্রমে "পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য" থেকে "কর্ণাটক রাজ্যে" কোম্পানির রেজিস্টার্ড অফিস স্থানান্তর নিমিত্ত ২০১৩ সালের কোম্পানি আইনের ১৩ ধারাধীনে কেন্দ্রীয় সরকার সমীপে এক আবেদন দাখিলের প্রস্তাব করেছে।
যেকোনও ব্যক্তির সংশ্লিষ্ট কোম্পানির রেজিস্টার্ড অফিস প্রস্তাবিত পরিবর্তনের কারণে স্বার্থ ক্ষুন্ন হওয়ার আশঙ্কা থাকলে **বিনিয়োগকারীগণের অভিযোগের ফর্ম পূরণ সাপেক্ষে এমসিএ-২১ পোর্টাল (www.mca.gov.in)** বা রেজিস্টার্ড ডাকে স্বার্থের ধরন এবং হলফনামা দ্বারা সমর্থিত মতে আপত্তির কারণ সম্বলিত নোটিশ এই বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের চৌদ্দদিনের মধ্যে রিজিওনাল ডিরেক্টর, ইস্টার্ন রিজিওন, কলকাতা, নিজাম প্যালেস, এমএসও বিল্ডিং, ৪র্থ তল, ২৩৪/৪ এ জে সি বোস রোড, কলকাতা- ৭০০০২০, পশ্চিমবঙ্গ ঠিকানায় নোটিশ পাঠাতে পারেন, একটি কপি অবেদনকারী কোম্পানির নিম্নোক্ত রেজিস্টার্ড অফিসে পাঠাতে হবে :
রেজিস্টার্ড অফিসের ঠিকানা : ৭, সুরেন্দ্র মোহন ঘোষ সরণি (পূর্বে : ৭, ম্যাঙ্গো লেন) ২য় তল, কলকাতা - ৭০০০০১, পশ্চিমবঙ্গ
দরখাস্তকারীর পক্ষে
অ্যাস্ট্রোভিউ টেকনোলজিস প্রাইভেট লিমিটেড
স্বা/-
তারিখ : ২১.০৯.২০২৪ কর্তার চাঁদ
স্থান : কলকাতা ডিরেক্টর

ফর্ম নং আইএনসি-২৬
[২০১৪ সালের কোম্পানি (ইনকর্পোরেশন) রুলসের রুল ৩০ সংস্থান অধীনে]
কোম্পানির রেজিস্টার্ড অফিস এক রাজ্য থেকে অন্য রাজ্যে স্থানান্তরের নিমিত্ত সংবাদপত্রে প্রজ্ঞাপন
কেন্দ্রীয় সরকার
ইস্টার্ন রিজিওন সমীপে
২০১৩ সালের কোম্পানি আইনের ১৩ ধারার (৪) উপধারা এবং ২০১৪ সালের কোম্পানি (ইনকর্পোরেশন) রুলসের রুল ৩০ এর সাব-রুল (৫) এর ক্লজ (এ) সম্পর্কিত
এবং
ইন্সুরাইট ইনসিওরেন্স ব্রোকিং প্রাইভেট লিমিটেড, (CIN : U67200WB2021PTC250453) রেজিস্টার্ড অফিস ১৬/১এ, আবদুল হামিদ স্ট্রিট, ৫ম তল, রুম নং ৪বি, কলকাতা - ৭০০০৬৯, পশ্চিমবঙ্গ সম্পর্কিত
....দরখাস্তকারী
এতদ্বারা সাধারণের উদ্দেশ্যে বিজ্ঞাপিত হচ্ছে, ০১ আগস্ট ২০২৪ তারিখে অনুষ্ঠিত কোম্পানির অতিরিক্ত সাধারণ সভায় গৃহীত প্রস্তাব অনুযায়ী কোম্পানির মেমোরান্ডাম অব অ্যাসোসিয়েশনের পরিবর্তনক্রমে "পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য" থেকে "কর্ণাটক রাজ্যে" কোম্পানির রেজিস্টার্ড অফিস স্থানান্তর নিমিত্ত ২০১৩ সালের কোম্পানি আইনের ১৩ ধারাধীনে কেন্দ্রীয় সরকার সমীপে এক আবেদন দাখিলের প্রস্তাব করেছে।
যেকোনও ব্যক্তির সংশ্লিষ্ট কোম্পানির রেজিস্টার্ড অফিস প্রস্তাবিত পরিবর্তনের কারণে স্বার্থ ক্ষুন্ন হওয়ার আশঙ্কা থাকলে **বিনিয়োগকারীগণের অভিযোগের ফর্ম পূরণ সাপেক্ষে এমসিএ-২১ পোর্টাল (www.mca.gov.in)** বা রেজিস্টার্ড ডাকে স্বার্থের ধরন এবং হলফনামা দ্বারা সমর্থিত মতে আপত্তির কারণ সম্বলিত নোটিশ এই বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের চৌদ্দদিনের মধ্যে রিজিওনাল ডিরেক্টর, ইস্টার্ন রিজিওন, কলকাতা, নিজাম প্যালেস, এমএসও বিল্ডিং, ৪র্থ তল, ২৩৪/৪ এ জে সি বোস রোড, কলকাতা- ৭০০০২০, পশ্চিমবঙ্গ ঠিকানায় নোটিশ পাঠাতে পারেন, একটি কপি অবেদনকারী কোম্পানির নিম্নোক্ত রেজিস্টার্ড অফিসে পাঠাতে হবে :
রেজিস্টার্ড অফিসের ঠিকানা : ১৬/১এ, আবদুল হামিদ স্ট্রিট, ৫ম তল, রুম নং ৪বি, কলকাতা - ৭০০০৬৯, পশ্চিমবঙ্গ সম্পর্কিত
দরখাস্তকারীর পক্ষে
ইন্সুরাইট ইনসিওরেন্স ব্রোকিং প্রাইভেট লিমিটেড
স্বা/-
তারিখ : ২১.০৯.২০২৪ অভিষেক গর্গ
স্থান : কলকাতা ডিরেক্টর

NABADWIP MUNICIPALITY
NOTICE
The survey work of manual scavenger in R.O Nabadwip Municipality is completed and the report is nil.
Any claim/objection please contact within 3 days at office of the Nabadwip Municipality.
Sd/-
Executive Officer
Nabadwip Municipality

হাওড়ায় বন্যা পরিস্থিতি ঘোরালো

নিজস্ব প্রতিবেদন, উলুবেড়িয়া: শুক্রবারও বন্যা পরিস্থিতির অবনতি হল হাওড়া উদয়নারায়ণপুর এবং আমতায়। ডিভিসির ছাড়া জলে নতুন করে জলমগ্ন আরও বেশ কয়েকটি গ্রাম। এমনিতেই উদয়নারায়ণপুর ব্লকের সবকটি গ্রাম পঞ্চায়েত জলমগ্ন পাশাপাশি আমতা ২ নম্বর ব্লকের ঝিকিরা, অমরাগরী, থলিয়া বিকে বাটি জলের তলায়। প্রশাসনের পক্ষ থেকে প্রাণ এবং অন্যান্য তদাদির কাজে সতর্ক নজর রাখা হয়েছে। তবে বিরোধীরা এই বন্যাকে আরজিকর কাণ্ডের নজর ঘোরানোর চেষ্টা বলে অভিযোগ করেছে। পাশাপাশি নিম্ন দামোদর অববাহিকায় বিশ্ব ব্যাংকের টাকার কাজ সঠিক হয়নি বলেও অভিযোগ করেছে। তবে উদয়নারায়ণপুরের বন্যা পরিস্থিতির কিছুটা উন্নতি হলেও ভয়াবহ অবস্থা আমতা দু'নম্বর ব্লকের। আমতা দু' নম্বর ব্লকের স্বাস্থ্য ব্যবস্থার মূল কেন্দ্র অমরাগোড়ীয় বিবিধর গ্রামীণ হাসপাতালে চার ফুট জল রয়েছে। পাশাপাশি সেহাগোড়িতে রাজ্য সড়কে প্রায় এক মানুষ জল। বিস্তীর্ণ এলাকা জলমগ্ন হওয়ায় প্রাণ পৌঁছতে দেখা গিয়েছে প্রশাসনকে। তবে উঁচু জায়গায় অনেকেই ব্যক্তিগত ভাবে আশ্রয় নিয়েছে বলে জানা গিয়েছে।

অন্যদিকে উদয়নারায়নপুরে গত দু'দিন আগে সাপে কামড়ানো এক দু' বছরের শিশুকে সঠিক সময়ে নৌকো নিয়ে হাসপাতালে পৌঁছনোয় শিশুটি এ যাবৎ বেঁচে যায়। পাশাপাশি এদিন উদয়নারায়ণপুরের সিংটি পশ্চিম পাড়ায় এক যুবক বন্যার জল লেগে থাকা বিদ্যুতের তারে হাত দিয়ে বিদ্যুৎস্পৃষ্ট হন। তবে তাকেও বাঁচানো সম্ভব হয়েছে। মোটের ওপর উদয়নারায়ণপুরের বন্যা পরিস্থিতি সামান্য উন্নতি হলেও আমতা দু'নম্বর ব্লকের বিস্তীর্ণ অংশের অবস্থা সবচেয়ে শোচনীয়। এছাড়া বাগনান এক নম্বর ব্লকের কল্যাণপুর গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকায় অবস্থিত শান্তা বেড়াতে শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের বাড়িতে জল উঠে যায় এবং গোবিন্দপুর ও সামতাবেড়ে এই দু'টি গ্রাম জলমগ্ন হয়ে পড়ে। পরিস্থিতির দিকে যাচ্ছে এখনই জল না কমলে অবস্থা আরও ভয়াবহ হয়ে ওঠার আশঙ্কা করা হচ্ছে।

এক সপ্তাহেই চুরি যাওয়া শিশুকন্যাকে ফেরাল পুলিশ

নিজস্ব প্রতিবেদন, ঝাড়গ্রাম: ঝাড়গ্রাম জেলা পুলিশ ও জিআরপির থানার তৎপরতায় উদ্ধার হলো চুরি যাওয়া ছোট্ট শিশু কন্যা। ঘটনার সূত্রপাত গত ১৪ সেপ্টেম্বর শনিবার, ঝাড়গ্রাম রেল স্টেশন থেকে এক শিশুকন্যা চুরি যায় এবং সেই অভিযোগ গত ১৫ সেপ্টেম্বর দায়ের হয় ঝাড়গ্রাম জিআরপি থানায় এবং তৎক্ষণাৎ জিআরপি থানার ওসি স্টেশনে থাকা সমস্ত সিসিটিভি ফুটেজ খতিয়ে দেখার কাজ শুরু হয় এবং সিসিটিভি থেকেই সেই শিশু সহ এক ব্যক্তিকে সিসিটিভি থেকে চিহ্নিতকরণ করা হয়।

এরপরেই শুরু হয় তদন্ত। এক মহিলার সূত্র ধরে খোঁজ মেলে। হাওড়া জেলার সরপুরা থানার সর্বেশ্বরপুরে সেই শিশুকন্যার খোঁজ মেলে। এরপরেই তড়িঘড়ি জিআরপি থানার ওসি ও পুলিশ ঘটনাস্থলে গিয়ে উদ্ধার করে চুরি হয়ে যাওয়া ওই শিশুকন্যাকে। সেখান থেকেই গ্রেপ্তার করা হয় দুই মহিলা সহ পাচারকারী ব্যক্তি সঞ্জয় খামরুইকে। পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, ঝাড়গ্রামের পিড়াশুল এলাকার বাসিন্দা সঞ্জয় এই শিশুকন্যাকে ঝাড়গ্রাম স্টেশন থেকে চুরি করে নিয়ে যায় এবং এই ঘটনার মিডিল ম্যান রেনুকা দাসকে দিয়ে সোমা রুইদাসকে বিক্রি করতে দিয়েছিল।

পুলিশ জানিয়েছে, এর আগেও ধৃত সঞ্জয় এই ধরনের কাজের সঙ্গে যুক্ত ছিল, এছাড়াও বিভিন্ন চুরির ঘটনায় জড়িত আছে সঞ্জয়। এই ঘটনায় পুলিশ ধৃত তিনজনকেই গ্রেপ্তার করে এবং শুক্রবার আদালতে পেশ করেন এর পাশাপাশি তদন্ত করার জন্য ১০ দিনের পুলিশি হেপাজতের আবেদন করে জিআরপি থানা। শুক্রবার জিআরপি থানার এসআরপি দেবশ্রী সান্যাল সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে জানিয়েছেন, 'স্বামী স্ত্রী ও শিশুকন্যা ঝাড়গ্রাম স্টেশনে থাকতেন স্বামী দিনমজুরের কাজ করতেন ঝাড়গ্রাম স্টেশনে, সেখান থেকেই ওই শিশুকন্যা চুরি হয়ে যায়। আমরা তদন্তে নামি এবং জানতে পারি এক মহিলার দীর্ঘদিন বাচ্চা না হওয়ায় ওই মহিলাকে এই শিশুকন্যাটি ৫ হাজার টাকার বিনিময়ে বিক্রি করে দেওয়া হয়েছিল এবং আমরা তদন্তে নেমে শিশুকন্যাকে উদ্ধার করি এবং মা বাবার কাছে তুলে দেওয়া হয়।' শিশুকন্যার মা ঝাড়গ্রাম জেলা পুলিশ ও জিআরপি থানার পুলিশকে ধন্যবাদ জানিয়েছেন।

পুরপ্রধানের ঘরের সামনে অস্থায়ী কর্মীদের বিক্ষোভ

নিজস্ব প্রতিবেদন, হুগলি: হুগলি চুঁচুড়া পুরসভার পুরপ্রধানের ঘরের সামনে বসে অস্থায়ী কর্মীদের বিক্ষোভ। সেপ্টেম্বর মাসের ২০ তারিখ হয়ে গেলেও তাঁদের অভিযোগ, বেতন এখনও দেওয়া হয়নি পুরসভার পক্ষ থেকে।

পুরসভার বিভিন্ন দপ্তরে প্রায় দু' হাজারের ওপর অস্থায়ী কর্মী রয়েছে। পুরসভার এক অস্থায়ী কর্মী জানান, সামনেই দুর্গাপুজো। ছেলেমেয়েদের নতুন জামাকাপড় কিনে দিতে হবে। পুজোর পর বোনাস নিয়ে কী করবেন তাঁরা। তাঁরা বলেন, 'বহুবার বলেও সঠিক সময়ে কোনও দিনও মাসিক বেতন দেয়নি পুরসভা।' তাঁদের বক্তব্য, যাঁরা গত বছর দুর্গাপুজো, কালীপুজো, জগদ্ধাত্রী পুজোয় গঙ্গায় নেমে কাঠামো তোলার কাজ করেছিলেন, এক বছর হয়ে গেলেও তাঁদের পাওনা তাঁরা পাননি। তাই এবার তাঁদের দাবি, সমস্ত দপ্তরের বেতন সঠিক সময় দিতে হবে। আর পুজোর বোনাস পুজোর আগে দিতে হবে। বিক্ষোভকারীরা বেশ কিছুক্ষণ পুরপ্রধানের ঘরের বিদ্যুৎ সংযোগ বন্ধ করে রাখেন। যদিও এ বিষয়ে পুরপ্রধানের কোনও মন্তব্য করতে চাননি।

Bank of Baroda
সোনারপুর শাখা
আচার্য প্রফুল্ল নগর, এপিএস লাইব্রেরির বিপরীতে,
পো. এবং থানা - সোনারপুর, জেলা - ২৪ পরগনা (দক্ষিণ),
পিন - ৭০০১৫০, ইমেল : rajpwd@bankofbaroda.com
দাবি নোটিশ
ব্যাঙ্ক অফ বরোদা জামিনদত্ত ঋণদাতা কর্তৃক ২০০২ সালের সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস এন্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট আইনের ১৩(২) ধারা অধীনে নিম্নোক্ত **ঋণগ্রহীতার** প্রতি দাবি বিজ্ঞপ্তি :

ঋণগ্রহীতাগণ এবং জামিনদাতাগণের নাম এবং ঠিকানা	নোটিশের তারিখ/ অ্যাকাউন্ট নাম/ এনপিএ তারিখ	চুক্তি নিরাপত্তা সহ জামিনদত্ত সম্পদের বিস্তারিত	সুবিধার প্রকৃতি/সীমা/সুদের হার/বকেয়া পরিমাণ
শ্রী পলাশ খাটুয়া, রবীন্দ্রপল্লী কামদেবপুর, পাথরপ্রতিমা, দক্ষিণ ২৪ পরগনা, পশ্চিমবঙ্গ, পিন - ৭৪৩৩৭১	**নোটিশের তারিখ ১৩.০৯.২০২৪** **অ্যাকাউন্ট নাম : শ্রী পলাশ খাটুয়া** **এনপিএ তারিখ : ০২.০৯.২০২৪**	**দলিল নং ১-২৩২১/২০২০, পৃষ্ঠা ৫২৫৭৮ থেকে ৫২৫৯৬।** সমপরিমাণ বন্ধকদত্ত জমি এবং ভবন সার্ভে নং অবস্থিত জমি বর্গফুট বিল্ড আপ এরিয়া ৮০০, কার্পেট এরিয়া ৭০০, অবস্থিত মৌজা : কামদেবপুর, থানা : পাথরপ্রতিমা, অচিন্তনগর গ্রাম পঞ্চায়েত অধীন, জেলা : দক্ষিণ ২৪ পরগনা, পিন : ৭৪৩৩৭১, এলআর খতিয়ান নং ২২৮৫, এলআর দাগ নং ১২৯৩, ১২৯৪, তৌজি নং ২৯১৩, জেএল নং ৫৯, জি পি কামদেবপুর, জেলা : দক্ষিণ ২৪ পরগনা, রাজ্য পশ্চিমবঙ্গ, পিনকোড : ৭৪৩৩৭১, **স্বত্বাধিকারী শ্রী পলাশ খাটুয়া।** **চৌহদ্দি : পূর্বে :** আঙ্গুরবালা সাহার শালি জমি এবং মালিকের অন্যান্য সম্পত্তি; **পশ্চিমে :** ১৩ ফুট চওড়া সরকারি সড়ক; **উত্তরে :** মালিকের শালি জমি দাগনং ১২৯৪, খালি জমি; **দক্ষিণে :** গুরুপদ দলুই এবং কল্পনা দলুই এর শালি জমি এবং খালি জমি।	**১. বরোদা হোম লোন : (৩৭১৯০৬০০০০০৭০৬)** **সীমা : ২৯,৬০,০০০ লাখ টাকা** **সুদের হার : ৯.১০ শতাংশ** **০২.০৯.২০২৪ অনুযায়ী বকেয়া : ২৯,৬৩,৫৮১.০৩ টাকা** (পরবর্তী অপ্রদেয় সুদ, অধার্য সুদ এবং অন্যান্য চার্জ ইত্যাদি সহ)

আমাদের ব্যাঙ্কের শাখা থেকে উল্লিখিত ঋণসুবিধা পাওয়া সত্ত্বেও সুদ সহ আপনার ঋণখেলাপী করেছেন। ব্যাঙ্ক উক্ত আইনের অধীনে সংশ্লিষ্ট বকেয়া পরিমাণ পরিশোধের জন্য দাবি নোটিশ ইস্যু করেছে। রেজিস্টার্ড ডাকে ঋণগ্রহীতার ঠিকানায় প্রেরণ সত্ত্বেও তা অবন্টিত অবস্থায় ফিরে এসেছে। এই নোটিশ পাওয়ার তারিখ থেকে ৬০ দিনের মধ্যে সুদ সহ বকেয়া পরিমাণ আদায়দানের জন্য অনুরোধ করা হচ্ছে, ব্যর্থ হলে ব্যাঙ্ক ২০০২ সালের সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অব ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস অন্ড এনফোর্সমেন্ট অব সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট আইন অধীনে আদায়ের জন্য ব্যবস্থা নিতে বাধ্য হবে। এই নোটিশ কোনও বাধ্যবাধকতা ব্যতীতই বকেয়া উশুলের জন্য আইনি ব্যবস্থা গ্রহণে ব্যাঙ্ক ব্রতী হবে।
তারিখ : ২১.০৯.২০২৪ **অনুমোদিত অফিসার**
স্থান : সোনারপুর, দক্ষিণ ২৪ পরগনা **ব্যাঙ্ক অফ বরোদা**

অজয়ে তলানো যুবক ২৪ ঘণ্টাতেও নিখোঁজ

নিজস্ব প্রতিবেদন, পাণ্ডবেশ্বর: বৃহস্পতিবার পাণ্ডবেশ্বরের ৩৬ খন্ডা গ্রামের চারজন যুবক বীরভূমের ভবানীগঞ্জে ফুটবল খেলার জন্য নৌকোয় না গিয়ে সাঁতরে অজয় নদ পার করে ভবানীগঞ্জের দিকে যাচ্ছিলেন।

অতি উৎসাহী চারজন যুবক ভরা বর্ষায় নৌকো ছাড়া নদ পার করতে গিয়ে জলের তোড়ে ভেসে যান। সেই মুহূর্তে নদীর ঘাটে ছিলেন বেশ কয়েকজন স্থানীয় ব্যক্তি। জলে তোড়ে তাঁদের ভেসে যেতে দেখে তিনজনকে কোনও ক্রমে নদ থেকে উদ্ধার করা হয়। প্রসেনজিৎ বাদ্যকর নামে বছর ২০ র এক যুবক জলের তোড়ে ভেসে যান।

খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে সঙ্গে সঙ্গে পৌঁছয় পাণ্ডবেশ্বর থানার পুলিশ, আনা হয় বিপর্যয় মোকাবিলা দলকে। উদ্ধারকার্য শুরু হতেই অন্ধকার নেমে আসায় বৃহস্পতিবার আর উদ্ধারকার্য সম্ভব হয়নি, তবে শুক্রবার সকাল সকাল থেকেই বিপর্যয় মোকাবিলার ডুবুরির একটি দল স্পিড বোট নিয়ে নদের জলে উদ্ধারকার্য শুরু করে। ২৪ ঘণ্টা পার হয়ে যাওয়ার পরও এখনও জলে তলিয়ে যাওয়া নিখোঁজ প্রসেনজিতের কোনও খোঁজ পাওয়া যায়নি। এদিন বেলা ১৩০ মিনিট পর্যন্ত নিখোঁজ যুবকের কোনও হদিশ মেলেনি।

চালু হল গোলাপি মোবাইল ভ্যান

নিজস্ব প্রতিবেদন, বালুরঘাট: মহিলা সুরক্ষায় এবার বিশেষ উদ্যোগ দক্ষিণ দিনাজপুর জেলা পুলিশের। চালু করা হল 'গোলাপি মোবাইল ভ্যান'। শুক্রবার জেলা পুলিশ সুপারের দপ্তরের সামনে সবুজ পতাকা নাড়িয়ে এই পিঙ্ক মোবাইল ভ্যানের সূচনা করেন অতিরিক্ত জেলা পুলিশ সুপার কার্তিক চন্দ্র মণ্ডল, ডিএসপি (ট্রাফিক) বিলল মঙ্গল সাহা, বালুরঘাট থানার আইসি শান্তিনাথ পাঁজা সহ অন্যান্য পুলিশ অফিসাররা।

জানা গিয়েছে, আরজি কর কাণ্ডের আবহে নারী-নিরাপত্তার উপরে দেওয়া হয়েছে বিশেষ জোর। নারী নিরাপত্তা যাতে বিঘ্নিত না হয়, সেদিকে বিশেষ নজর দিতেই এদিন 'গোলাপি মোবাইল ভ্যান' এর সূচনা করা হয়। এই পিঙ্ক মোবাইল পেট্রোলিং ভ্যান টহল দেবে বিভিন্ন জায়গায়। সম্পূর্ণভাবে পিঙ্ক ভ্যানটি মহিলা পুলিশ অফিসারের দ্বারা পরিচালিত হবে। নারী নিরাপত্তার কথা মাথায় রেখে এর মধ্যে দিয়ে ইভটিজিং, সাইবার অপরাধের মতো ঘটনার প্রতিরোধ নিশ্চিত হবে বলে মনে করা হচ্ছে। এ বিষয়ে অতিরিক্ত জেলা পুলিশ সুপার কার্তিক চন্দ্র মণ্ডল জানান, 'এই গাড়িটির গায়ে কন্ট্রোল রুমের নম্বর সহ বিভিন্ন যোগাযোগের নম্বর থাকবে। মহিলাদের সেফটি ও সিকিউরিটি নিয়ে যদি কোনও অভিযোগ থাকে তাহলে যোগাযোগ করতে পারবেন।

টিভি দেখা নিয়ে মায়ের কাছে বকুনি, কুয়োতে উদ্ধার নাবালকের মৃতদেহ

নিজস্ব প্রতিবেদন, অণ্ডাল: বৃহস্পতিবার রাত আটটা নাগাদ টিভি দেখা নিয়ে মায়ের সঙ্গে হয় বচসা। মায়ের কাছে বকুনি খেয়ে বৃহস্পতিবার রাত্রিবেলা বাড়ি থেকে বের হয় বছর ১৫-র জিৎ সিং নামে এক নাবালক। শুক্রবার বেলা আড়াইটা নাগাদ বাড়ির পাশেই একটা শিব মন্দিরের কাছেই একটা কুয়োর মধ্যে থেকে উদ্ধার হয় জিতের নিথর মৃতদেহ। ঘটনাটি ঘটেছে অণ্ডাল থানার অন্তর্গত পাণ্ডবেশ্বর বিধানসভার বহুলা জামবাদ কোলিয়ারি এলাকায়। ঘটনাস্থলে পৌঁছয় অণ্ডাল থানার বনবহাল ফাঁড়ির পুলিশ। পুলিশ মৃতদেহ উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য নিয়ে যায়।

ঘটনা প্রসঙ্গে মৃত জিতের বাবা অজয় সিং জানান, বৃহস্পতিবার রাতে টিভি দেখা নিয়ে তার মায়ের সঙ্গে ঝগড়া হয়। মায়ের কাছে বকুনি খেয়ে রাত্রিবেলা বাড়ি থেকে বের হয় জিৎ। একটু বেশি রাত পর্যন্ত বাড়ি না ফেরায় চারিদিকে খোঁজাখুঁজি করা হয়। শুক্রবার সকালে জিতের নিখোঁজ সম্পর্কে অণ্ডাল থানায় জানানো হয়। তিনি এও বলেন, তাঁর ছেলে জিত মানসিক ভাবে বিকারগ্রস্ত ছিল, তার চিকিৎসাও চলছিল। শুক্রবার দুপুর বেলায় তাদের বাড়ির পাশেই একটা শিব মন্দিরের প্রাঙ্গণের ভেতর কুয়োর মধ্যে মৃতদেহ উদ্ধার হয়েছে। ঘটনাস্থলে এসে তিনি মৃতদেহ সনাক্ত করেন। ওর মধ্যে থেকে উদ্ধার হয় তাঁর ছেলে জিৎ সিংয়ের মৃতদেহ।

IDBI BANK
আইডিবিআই ব্যাঙ্ক লিমিটেড
রিটেল রিকভারি ডিপার্টমেন্ট, ৪৪, শেক্সপীয়র সরণি, ৩য় তল, কলকাতা, পিন - ৭০০০১৭, ফোন নং - ০২৩-৬৮৫৫৭৭২৫/৬১৩/৯৮৩০০৮১৪০৫/৭৯৮০৯২০২৫৩ ওয়েবসাইট : www.idbibank.in, CIN : L65190MH2004GOI148838
পরিশিষ্ট IV [রুল ৮(১)] দখল বিজ্ঞপ্তি (স্থাবর সম্পত্তির জন্য)
যেহেতু, নিম্নস্বাক্ষরকারী, **আইডিবিআই ব্যাঙ্ক লি.,** অনুমোদিত অফিসার স্বরূপ সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (সারফেইসি) অ্যাক্ট, ২০০২ (২০০২ এর ৫৪) অধীনে এবং সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলস ২০০২-এর রুল ৩ -এর সঙ্গে পঠিত সেকশন ১৩(১২) ধারা অধীনে তাঁর উপর ন্যস্ত ক্ষমতা প্রয়োগক্রমে নিম্নে বর্ণিত প্রতিটি অ্যাকাউন্ট এর সাপেক্ষে তারিখে দাবি বিজ্ঞপ্তি প্রদানপূর্বক ঋণগ্রহীতাগণ/সহ-ঋণগ্রহীতাগণ/আইনি উত্তরাধিকারীগণ ওই অর্থ পরিশোধে ব্যর্থ হওয়ায় ঋণগ্রহীতাগণ/সহ-ঋণগ্রহীতাগণ/আইনি উত্তরাধিকারীগণ এতদ্দ্বারা বিজ্ঞপ্তি দেওয়া হচ্ছে যে, সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলস, ২০০২ -এর রুল ৮ -এর সঙ্গে পঠিত উক্ত অ্যাক্টের সেকশন ১৩ -র সাব-সেকশন (৪) অধীনে তাঁর উপর প্রদত্ত ক্ষমতার প্রয়োগক্রমে অত্র নিম্নে বর্ণিত সম্পত্তির দখল নিয়েছেন অত্র নিম্নে বর্ণিত তারিখে।
বিশেষভাবে ঋণগ্রহীতাগণ/সহ-ঋণগ্রহীতাগণ/আইনি উত্তরাধিকারীগণ ও সাধারণভাবে জনগণকে এতদ্দ্বারা সতর্ক করা হচ্ছে যে, তাঁরা যেন এই সম্পত্তি নিয়ে কোনওপ্রকার কাজকারবার না করতে এবং এই সম্পত্তি নিয়ে কোনওপ্রকার লেনদেনে নোটিসে উল্লিখিত অর্থ এবং তদুপরি সুদ, খরচ এবং চার্জ **আইডিবিআই ব্যাঙ্ক লি.,** এর ধার্য সাপেক্ষ হবে।
জামিনযুক্ত পরিসম্পৎ-এর অর্থ পরিশোধের জন্য প্রাপ্তব্য সময় সম্পর্কে অ্যাক্টের সেকশন ১৩-র সাব-সেকশন (৮)-এর বিধানাবলির প্রতি ঋণগ্রহীতাগণ/আইনি উত্তরাধিকারীগণ-এর দৃষ্টি আকর্ষণ করা হচ্ছে।

ক্রম নং	১) ঋণগ্রহীতা/ সহ-ঋণগ্রহীতার নাম ২) অ্যাকাউন্ট নাম্বার	১) দাবি বিজ্ঞপ্তির তারিখ ২) দখলের তারিখ ৩) দাবি বিজ্ঞপ্তি অনুযায়ী দাবির পরিমাণ	স্থাবর সম্পত্তির বর্ণনা
১	**বনমালী ঘোষ এবং কল্পনা ঘোষ লোন এ/সি নং** ২০৩৩৬৭৫১০০০০২৩৯৪ ২০৩৩৬৭৫১০০০০২৩০১ ২০৩৩৬৭৫১০০০০৩৩৯১	১) ১৫.০৬.২০২৪ ২) ১৮.০৯.২০২৪ ৩) ৫৯,৬০,২৪৯.২৩ টাকা (উনষাট লাখ ষাট হাজার দুশো উনপঞ্চাশ টাকা এবং তেইশ পয়সা) ১৩.০৩.২০২৪ অনুযায়ী বকেয়া, ০১.০৬.২০২৪ এবং ৩০.০৩.২০২৪ একত্রে পরবর্তী সুদ, ব্যয় এবং অন্যান্য চার্জ সহ ১০.০৩.২০২৪, ১০.০৪.২০২৪ এবং ১১.০৩.২০২৪ থেকে।	**সম্পত্তি ১ :** সংশ্লিষ্ট সকল অংশ জমির পরিমাণ ৭ ডেসিমেল, আরএস এবং এলআর প্লট নং ২০৯/৬৫৭ এবং ২১১ , আরএস খতিয়ান নং ২৩ এবং ২০৬, এলআর খতিয়ান নং ১৫৮৫, মৌজা : জঙ্গল দুবরাজপুর,জেএল নং ১৩৮ চৌকি এবং সাব রেজিস্ট্রি অফিস দুবরাজপুর, জেলা : বীরভূম। সম্পত্তি দুবরাজপুর পুরসভা অধীন, পিন : ৭৩১১২৩। বসবাসের স্বতন্ত্র ভবন জি-১ তলা বসবাসের ভবন অবস্থিত মাজুরিয়া রোড, রঞ্জন বাজার, দুবরাজপুর, পো : দুবরাজপুর, থানা : দুবরাজপুর, জেলা : বীরভূম, খতিয়ান নং ২০৯৫, জমির এরিয়া : ৩০৪৯ বর্গফুট , নির্মাণ এরিয়া ২৭৬০ বর্গফুট একতলায় ৩ টি ঘর, ১ ডাইনিং, ১ কিচেন, ২ বাথ, ১ বারান্দা, দোতলায় ৩ টি ঘর, ১ ডাইনিং, ১ কিচেন, ১ বাথ, ১ ব্যালকনি, ১ স্টোর। চৌহদ্দি : পূর্বে : মাজুরিয়া রোড, পশ্চিমে : ৬ ফুট চওড়া গলি, দক্ষিণে : কালী মুখার্জির ভবন, উত্তরে : প্রশান্ত পালের ভবন। **সম্পত্তি ২ :** সংশ্লিষ্ট সকল অংশ জমির পরিমাণ ৩ কাঠা ৮ ছটাক সমপরিমাণ ৬ ডেসিমেল, আরএস প্লট নং ৮০৭, আরএস খতিয়ান নং ২২২৫, এলআর প্লট নং ২০৬৩, এলআর খতিয়ান নং ৯২২ , পরবর্তী এলআর খতিয়ান নং ২০৭৯, এলআর খতিয়ান নং ৪৭৬৪ (টিএসআর আইনি অনুযায়ী) মৌজা : কুরকুড়িয়া, জেএল নং ৫৬, থানা : দুর্গাপুর এবং সাব রেজিস্ট্রি অফিস দুর্গাপুর, জেলা : বর্ধমান, পিন ৭১৩২১৩, সম্পত্তি দুর্গাপুর পৌর সংস্থা অধীন। স্বত্বাধিকারীর নাম শ্রীমতি কল্পনা ঘোষ (স্বামী শ্রী বনমালি ঘোষ)। বসবাসের ভবন অবস্থিত ১/৪৮ , উদয় নগর, কুরকুড়িয়া ডাঙ্গা, পো : আমরাই, থানা : অরবিন্দ,জেলা : পশ্চিম বর্ধমান, পিন : ৭১৩২০৩, ওয়ার্ড নং ১১, একতলা বসবাসের ভবন ৩ গৃহ, ২ টয়লেট, ১ কিচেন, ১ ডাইনিং, ১ বারান্দা, জমির এরিয়া ২৫২০ বর্গফুট, নির্মাণ এরিয়া ৯৯০ বর্গফুট। উক্ত সম্পত্তির চৌহদ্দি : পূর্বে অন্যান্যর ভবন, পশ্চিমে : ১২ ফুট চওড়া মোড়াম রোড, দক্ষিণে : তপন ঘোষালের খালি জমি। উত্তরে : অন্যান্যর খালি জমি।

তারিখ : ২১.০৯.২০২৪ **স্বা/ অনুমোদিত অফিসার**
স্থান - পশ্চিমবঙ্গ **আইডিবিআই ব্যাঙ্ক লি.**

মালদা মেডিক্যাল কলেজে অভীক দে'র উপস্থিতি নিয়ে জবাবদিহি চাইল আন্দোলনরত চিকিৎসকরা

নিজস্ব প্রতিবেদন, মালদা: মালদা মেডিক্যাল কলেজের ভাইস প্রিন্সিপালের ছবির পোস্টার পড়ল। শুরু হয়েছে বিতর্ক। আরজি কর কাণ্ডে সন্দীপ ঘোষ কাহিনির অন্যতম মাথা অভীক দে। ২০২৩ সালে একটি অনুষ্ঠানে একই মঞ্চে অভীক দে'র সঙ্গে ছিলেন মালদা মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালের সুপার প্রসেনজিৎ বর। আন্দোলনকারী চিকিৎসকদের এই অভিযোগে নতুন করে বিতর্ক তৈরি হয়েছে মালদা মেডিক্যাল কলেজ জুড়ে। উল্লেখ্য, ২০২৩ সালের সেই অনুষ্ঠান মঞ্চের ছবি প্রিন্ট আউট করে পোস্টার লাগানো হয়েছে গোটা মালদা মেডিক্যাল কলেজ চত্বর জুড়ে। মালদা মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালের সুপার প্রসেনজিৎ বরের ঘরের সামনেই রয়েছে একাধিক পোস্টার। যেখানে দেখা যাচ্ছে মালদা মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালের সুপারের

উপস্থিতিতে অভীক দে চিকিৎসকদের ডিগ্রি তুলে দিচ্ছেন। আন্দোলনকারী জুনিয়র চিকিৎসকরা জানতে চায় সন্দীপ ঘোষের অন্যতম মাথা এই অভীক দে কি কারণে কলেজে আনাগোনা ছিল। তাই অবিলম্বে কর্তৃপক্ষকে জবাবদিহি করতে হবে এই অভীক দে কি কারণে মালদা মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে এসেছিল তাই সুপারের ঘরের সামনে এই পোস্টার লাগানো হয়েছে।

শুক্রবার আন্দোলনকারী জুনিয়র চিকিৎসক সৌমজিৎ কাঞ্জি বলেন, প্রিন্সিপাল স্যার বলছেন অভীক দে কে এই কলেজে কে নিয়ে এসেছে বা কে মান্যতা দিয়েছে সেটা নিয়ে তাদের ধারণা নেই। আমরা পোস্টার দিয়ে দেখালাম যে অভীক দে যে অনুষ্ঠানগুলোতে ছিল সেই একই অনুষ্ঠানে আমাদের এমএসভিপি স্যার ও ছিলেন। এইটা পোস্টার মেরে প্রমাণ করলাম তারা যখন সেখানে ছিলেন এই সম্পর্কে তারা জানতেন না এটা সম্ভবই না। তারা সবটাই জানতেন। আজকেও সবটা জেনে শুনে মিথ্যা কথা বলছে। আমরা চাই যে সমস্ত নাম অভীক দে'র সঙ্গে জড়িয়ে আছে যারা ঘটনার দিন আরজি করে গিয়েছিল কুচকাওয়াজ করতে তাদের বিরুদ্ধে একটা তদন্ত কমিশন বসুক। তারা সেদিন সেখানে কি কারণে ছিল।

আরামবাগে বন্যায় কয়েক হাজার মানুষ জলবন্দি, আশ্রয় নিয়েছে নদীবাঁধেও

মহেশ্বর চক্রবর্তী

আরামবাগ: বন্যার জল বাড়ায় আতঙ্কে আরামবাগ মহকুমার মানুষ। প্রায় ২৫০ ফুট উচ্চতায় দ্বারকেশ্বর নদীর জল প্রভাবিত হচ্ছে। মুন্ডেশ্বরী ও দামোদর নদীর জল ২৪৭ ফুট উচ্চতায় প্রভাবিত হচ্ছে। স্বাভাবিক ভাবেই নদীবাঁধ এলাকার মানুষ অস্থায়ী ভাবে উঁচু নদী বাঁধের ওপর ঘর তৈরি করে। এদিন সকালে দেখা যায় দ্বারকেশ্বর, মুন্ডেশ্বরী, রূপনারায়ণ ও দামোদর নদীর জল পাড় উপচে এলাকায় প্রবেশ করতে শুরু করে। এরপরই নদীবাঁধ এলাকার মানুষ ত্রিপল টাঙিয়ে বাঁধে অস্থায়ী ঘর তৈরি করেন। পাশাপাশি টানা বৃষ্টির জলে আরামবাগ মহকুমার বিস্তীর্ণ এলাকা প্লাবিত হয়। গোঘাট, আরামবাগ, পুরশুড়া ও খানাকুল প্লাবিত। যদিও প্রশাসনের পক্ষ থেকে এলাকার মানুষকে সতর্ক করা হলেও আতঙ্কিত না হওয়ার জন্য বার্তা দেওয়া হয় এবং নিরাপদ স্থানে সরে যাওয়ার জন্য বার্তা দেওয়া হয়। আরামবাগের ওপর দিয়ে প্রভাবিত দ্বারকেশ্বর নদীর জল বাড়তে থাকায় মহকুমা প্রশাসন ও পুরসভার পক্ষ থেকে মাইকিং করে এলাকার মানুষকে সতর্ক করা হয়। উল্লেখ্য, টানা তিনদিন বৃষ্টির জেরে দ্বারকেশ্বর নদীর জল বাড়তে থাকে। বিশেষ করে বাঁকুড়া জেলার পাহাড়ি এলাকার জল দ্বারকেশ্বর নদী দিয়ে প্রভাবিত হতে থাকে। এর জেরে দ্বারকেশ্বর নদীর জল বাড়ে এবং হুগলি জেলার আরামবাগের ওপর দিয়ে প্রভাবিত দ্বারকেশ্বর নদীর জলের তোড়ে বেশ কিছু বাঁশের সেতু ভেঙে যায়। জানা গিয়েছে, দুর্গাপুর ব্যারেজ থেকে কয়েক লক্ষ কিউসেক জল ছাড়া হয়েছে। আরামবাগের চার থেকে পাঁচটি ওয়ার্ড প্লাবিত হয়। নদী বাঁধ উপচে জল এলাকায় প্রবেশ করে। তাই আরামবাগ প্রশাসন বন্যাদুর্গতদের সুরক্ষিত রাখতে তৎপর হয়। জমা জল বের করার জন্য আরামবাগ পুরসভার পক্ষ থেকে পাম্প চালানোর পাশাপাশি দমকল বিভাগের কর্মীরা তৎপরতার সঙ্গে কাজ করেন। সিভিল ডিফেন্সের কর্মীরা মহকুমার বিভিন্ন জায়গায় তৎপরাতার সঙ্গে মানুষকে সুরক্ষিত করতে কাজ করে এবং উদ্ধার কার্য চালায়। বেশ কয়েকটি বাঁশের সেতু জলের তোরে ভেঙে যাওয়ায় যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন হয়। সবমিলিয়ে দুর্গত মানুষদের নিরাপত্তার জন্য তৎপরতার সঙ্গে কাজ শুরু করেছে আরামবাগ মহকুমা প্রশাসন।

প্রশংসিত হল মালদা মেডিক্যাল কলেজের চিকিৎসা পরিষেবা

নিজস্ব প্রতিবেদন, মালদা: কলকাতার আরজি কর কাণ্ডের পর থেকেই জুনিয়র ডাক্তারদের কর্মবিরতি চলছে প্রতিবাদ, বিক্ষোভ। তার মাঝেই মালদা মেডিক্যাল কলেজের চিকিৎসা পরিষেবার সার্বিক ব্যবস্থা দেখে প্রশংসা করলেন রাজ্যে শিশু সুরক্ষা অধিকার কমিশনের পরামর্শদাতা সৌমিত্র রায়। শুক্রবার দুপুরে মালদা মেডিক্যাল কলেজের শিশু বিভাগ, মাতৃমা বিভাগে গিয়ে রোগীদের সঙ্গে কথা বলেন এবং তদারকি করেন চিকিৎসা পরিষেবার। মালদা মেডিক্যাল কলেজের স্বাভাবিক চিকিৎসা পরিষেবার ব্যবস্থা দেখে খুশি প্রকাশ করেছেন সৌমিত্রবাবু। এছাড়াও এদিন মেডিক্যাল কলেজের আউটডোরেও চিকিৎসা করতে আসা শিশু রোগীর অভিভাবকদের সঙ্গে কথা বলে খোঁজ নেন স্বাভাবিক স্বাস্থ্য পরিষেবার ব্যাপারে। যদিও এদিন শিশুর অভিভাবকদের কাছ থেকে কোনওরকম অভাব ও অভিযোগের কথা জানতে পারেননি বলে দাবি করেছেন রাজ্য শিশু সুরক্ষা অধিকার কমিশনের পরামর্শদাতা সৌমিত্র রায়। এদিন মেডিক্যাল কলেজে রাজ্য শিশু সুরক্ষা অধিকার কমিশনের কর্মকর্তাদের পরিদর্শনের বিষয়টি জানতে পেরেই মেডিক্যাল কলেজের প্রিন্সিপালের নির্দেশেই একটি স্বাস্থ্য বিষয়ক টিম সহযোগিতার জন্য এগিয়ে আসেন। জুনিয়র চিকিৎসকদের কর্মবিরতির মাঝেও সিনিয়র চিকিৎসকদের অবিরাম পরিশ্রমের ফলে দূরদূরান্ত থেকে আসা রোগীরা যে স্বাভাবিক পরিষেবা পাচ্ছেন, সে ব্যাপারেও জানিয়েছেন সৌমিত্র রায়।

তিনি বলেন, জুনিয়র ডাক্তাররা তাদের দাবির বিষয় নিয়ে কর্মবিরতি করছেন। কিন্তু মালদা মেডিক্যাল কলেজের শিশু বিভাগগুলি পরিদর্শন করেছি। সিনিয়র চিকিৎসক থেকে নার্স, স্বাস্থ্যকর্মীরা অক্লান্ত পরিশ্রম করে পরিষেবা দিচ্ছেন। তবে জুনিয়র চিকিৎসকদেরও একটা বড় অংশ জরুরি পরিষেবা দেওয়ার ক্ষেত্রেও অবিরাম কাজ করছেন। মেডিক্যাল কলেজের বিভিন্ন বিভাগগুলিও নিয়মিত পরিচ্ছন্নতার কাজ করা হচ্ছে। আউটডোর থেকে শুরু করে অন্যান্য বিভাগগুলোও ঘুরে দেখেছি। কোথাও কোনও ত্রুটি নেই। পরবর্তীতে মালদা মেডিক্যাল কলেজ কর্তৃপক্ষের সঙ্গেও আলোচনা করেছি।

বাংলা-ঝাড়খণ্ড সীমান্ত সিল করল রাজ্য

নিজস্ব প্রতিবেদন, ঝাড়গ্রাম: বৃহস্পতিবার মুখ্যমন্ত্রীর নির্দেশের পর শুক্রবার থেকেই ঝাড়খন্ড-বাংলা সীমান্ত সিল করল ঝাড়গ্রাম জেলা পুলিশ। ডিভিসি অনবরত জল ছাড়ায় রাজ্যের দক্ষিণবঙ্গের হুগলি পশ্চিম মেদিনীপুর হাওড়া ও পূর্ব মেদিনীপুর জেলায় বন্যা পরিস্থিতি সৃষ্টি হয়েছে বলে মনে করছেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। বুধবার হুগলির খানাকুল ও পশ্চিম মেদিনীপুরের ঘাটাল এবং বৃহস্পতিবার পূর্ব মেদিনীপুরের পাঁশকুড়া ও হাওড়া জেলার বন্যা কবলিত এলাকাগুলি পরিদর্শনের সময় ক্ষুব্ধ মুখ্যমন্ত্রী এই বন্যাকে ম্যান মেড বলে উল্লেখ করে ডিভিসিকে কাঠগোড়ায় তোলেন। ডিভিসির সঙ্গে সব রকম সম্পর্ক ছিন্ন করার কথা ঘোষণা করেন। ডিভিসির পাশাপাশি ঝাড়খণ্ডের তেনুঘাট ব্যারেজ থেকে প্রচুর জল ছাড়ায় দক্ষিণবঙ্গের চারটি জেলায় বন্যা পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়েছে। বৃহস্পতিবার ডিভিসির পাশাপাশি ঝাড়খণ্ড সরকারের ওপরও প্রচন্ড ক্ষোভ প্রকাশ করেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। এরপরেই তিনদিনের জন্য বাংলা সীমান্ত সিল করার হুঁশিয়ার দেন। মুখ্যমন্ত্রীর নির্দেশ মতোই শুক্রবার কলকাতা-মুম্বাই ৬ নম্বর জাতীয় সড়কের চিচিড়া চেকপোস্ট বন্ধ করে বাংলা - ঝাড়খণ্ড বর্ডার সিল করেছে ঝাড়গ্রাম জেলা পুলিশ। ফলে জাতীয় সড়কের দু'পাশে লাইন দিয়ে দাঁড়িয়ে রয়েছে ঝাড়খণ্ড ও ঝাড়খণ্ডের দিক থেকে আসা কয়েকশো পণ্যবোঝাই লরি। সীমান্ত সিল করায় শুক্রবার ঝাড়গ্রাম থেকে খড়গপুর পর্যন্ত পরিবহণ ব্যবস্থা স্তব্ধ হয়েছে। সমস্যায় পড়ছেন লরির খালাসি ও চালকরা। জল ও খাবারের সমস্যায় পড়তে হচ্ছে তাদের।

আরামবাগে বন্যার বলি ১

নিজস্ব প্রতিবেদন, আরামবাগ: শুক্রবার আরামবাগ মহকুমায় বন্যার বলি এক। বন্যার জলে পড়ে গিয়ে ডুবে মৃত্যু হল এক ব্যক্তির। ঘটনা ঘটেছে পুরশুড়ার মাইতি পাড়া এলাকার। পুলিশ জানিয়েছে মৃত ব্যক্তির নাম সুশান্ত মাইতি (৫০)। এই ঘটনায় পরিবারের সদস্যরা কান্নায় ভেঙে পড়েন। তার স্ত্রীও হতবাক হয়ে যান। ভোরে তিনি বেরিয়েছিলেন। কিন্তু আর ফেরেননি। বেলায় তার দেহ ভাসতে দেখা যায়। তাও দেখেন স্থানীয় এক পুলিশ কর্মী। ঘটনার জেরে এলাকায় শোকের ছায়া নেমে আসে। অপরদিকে ২০২৪ সালের ভয়াবহ বন্যায় একের পর এক পাকা বাড়ি ও মাটির বাড়ি ভেঙে পড়ছে। খানাকুলের খানাকুলের তালিতে বন্যার জলের জলের স্রোতে হুড়মুড়িয়ে ভেঙে পড়ে বসত বাড়ি। এই রকম ছয়টি বসতবাড়ি ওই জায়গায় ভেঙে পড়ে। দ্বারকেশ্বর নদীর বাঁধ ওখানে ভাঙায় জলের স্রোত সবচেয়ে বেশি। পাশাপাশি

ত্রাণ কাজে পক্ষপাতিত্বের অভিযোগ তুলে ত্রাণ না পেয়ে পঞ্চায়েত সদস্যাকে আরামবাগ-চাঁপাডাঙা রাজ্য সড়কের ওপর ঘিরে মহিলাদের তুমুল বিক্ষোভ। পরিস্থিতি সামাল দিতে হিমশিম খাচ্ছে পুলিশ। যদিও আরামবাগের বিজেপি বিধায়ক মধুসূদন বাগ বলেন, ত্রাণ কাজে পক্ষপাতিত্ব করা উচিত নয়। অপরদিকে এবার ত্রাণ ও নৌকোর দাবিতে খানাকুলের পোল ২ গ্রাম পঞ্চায়েতে তালা দিয়ে বিক্ষোভ। বন্যা দুর্গতরা পঞ্চায়েতের গেটে তালা দিয়ে দেন। অভিযোগ প্রধানকে বারবার বলা সত্ত্বেও প্রধান কিছু ব্যবস্থাই করেননি। এমনকী জলমগ্ন খানাকুল ২ নম্বর বিডিও অফিস। এই বিডিও অফিসেও বিক্ষোভ বানভাসিদের। বানভাসিদের অভিযোগ, ত্রাণ শিবির থেকে বিডিও অফিসে জানালে ওরা বলছেন ত্রাণের মাল রামনগর থেকে চুরি হয়ে গিয়েছে। নতুন করে মাল এলে আবার দেওয়া হবে। ত্রাণ শিবিরের দায়িত্বপ্রাপ্ত পঞ্চায়েত সদস্য বলছেন বানভাসিদের তাহলে বাড়ি পাঠিয়ে দিচ্ছি। কি করব? তাদেরও তো বাড়িঘর সবই ডুবে গিয়েছে। আর এই নিয়েই বিক্ষোভ।

বেতন বৃদ্ধির দাবিতে জেলাশাসকের দ্বারস্থ ভিবিডিসি

নিজস্ব প্রতিবেদন, বালুরঘাট: বেতন বৃদ্ধির দাবিতে জেলাশাসকের দ্বারস্থ ওয়েস্ট বেঙ্গল ভেক্টর বার্ন ডিজিস কন্ট্রোল এমপ্লয়িজ অ্যাসোসিয়েশন। শুক্রবার সংগঠনের সদস্যরা লিখিত আকারে তাঁদের দাবি পত্র জেলা শাসকের নিকট তুলে ধরেন। তাঁদের দাবি মানা না হলে আগামী দিনে আরও বৃহত্তর আন্দোলনে সামিল হবেন বলেই জানিয়েছেন সংগঠনের সদস্যরা।

জানা গিয়েছে, প্রতিটি গ্রাম পঞ্চায়েতের আওতায় প্রায় ১৫ জন করে ভিবিডিসি (ভিএসটি/ভিসিটি) কর্মী রয়েছেন। ভিবিডিসি প্রোগ্রামের অন্তর্গত বিভিন্ন কাজের জন্য তাঁরা ১৭৫ টাকা দৈনিক মজুরি হিসেবে সম্মানিত পান। অভিযোগ সাম্মানিক বৃদ্ধির জন্য বিভিন্ন সময় বিভিন্ন দপ্তরের শরণাপন্ন হয়েছেন তাঁরা। সম্প্রতি এপ্রিল মাস থেকে ভিআরপিদের সাম্মানিক বৃদ্ধি করা হলেও সেই তালিকায় তাঁদের নাম নেই। এর ফলে এদিন এই সমস্যার সমাধানের জন্য জেলা শাসকের কাছে তাঁরা লিখিত আকারে ডেপুটেশন দেন। ডেপুটেশন কর্মসূচির আগে এদিন সংগঠনের সদস্যরা জেলা শাসকের দপ্তরের সামনে এসে জমা হন এবং সেখানে কিছুক্ষণ বিক্ষোভ দেখানোর পর তাঁদের একটি প্রতিনিধি দল লিখিত আকারে ডেপুটেশন জমা দেন জেলা শাসকের দপ্তরে।

এ বিষয়ে ওয়েস্ট বেঙ্গল ভেক্টর বার্ন ডিজিস কন্ট্রোল এমপ্লয়িজ অ্যাসোসিয়েশন এর দক্ষিণ দিনাজপুর জেলা শাখার সম্পাদক মিজানুর রহমান জানান, 'বেতন বৃদ্ধির দাবিতে আমরা জেলা শাসকের কাছে ডেপুটেশন দেওয়ার জন্য উপস্থিত হয়েছি। রাজ্য ব্যাপী সমস্ত জেলাশাসকের দপ্তরে আমাদের এই ডেপুটেশন কর্মসূচি চলছে।'

ছাতুর তরকারি খেয়ে অসুস্থ ৩

নিজস্ব প্রতিবেদন, ঝাড়গ্রাম: ঝাড়গ্রামে ছাতুর তরকারি খেয়ে গুরুতর অসুস্থ তিন জন। শুক্রবার ঘটনাটি ঘটে ঝাড়গ্রাম জেলার লালগড় থানার নেতাই গ্রামে। স্থানীয় সূত্রে জানা যায় যে নেতাই গ্রামের একটি পরিবার স্থানীয় জঙ্গল থেকে ছাতু তুলে এনে রান্না করে। রান্না করা ছাতুর তরকারি খাওয়ার পর ওই পরিবারের একজন পুরুষ, একজন মহিলা ও একজন শিশু কন্যা বমি করতে করতে অসুস্থ হয়ে পড়ে। ওই তিন জনকে উদ্ধার করে তাদের পরিবারের লোকেরা ঝাড়গ্রাম মেডিক্যাল কলেজ ও হাসপাতালে নিয়ে এসে ভর্তি করে। ওই ঘটনাকে কেন্দ্র করে লালগড় থানার নেতাই গ্রামে চাঞ্চল্য ছড়িয়ে পড়ে। ওই পরিবারের যারা ছাতুর তরকারি খায়নি তারা সুস্থ রয়েছে বলে জানা গিয়েছে। তবে জঙ্গল থেকে কি ছাতু ওই পরিবার এর লোকেরা তুলে এনেছিল তা খতিয়ে দেখার কাজ শুরু করেছে স্থানীয় বাসিন্দারা। তবে ছাতুর তরকারি খেয়ে অসুস্থ তিন জনের চিকিৎসা চলছে ঝাড়গ্রাম মেডিক্যাল কলেজ ও হাসপাতালে।

ফেরিঘাটে কচুরিপানা আটকে দুর্ঘটনার আশঙ্কা এলাকাবাসীর

নিজস্ব প্রতিবেদন, পূর্ব বর্ধমান: ডিভিসির ছাড়া জলে ভাগীরথীতেও জলস্তর বেড়েছে অনেকটাই। এমতাবস্থায় বর্ধমানের পূর্বস্থলী ১ নম্বর ব্লকের নসরতপুরে নসরতপুর ফেরিঘাটে ভাগীরথীর জল যেমন বেড়েছে, সেই সঙ্গে প্রচুর পরিমাণে কচুরিপানা আটকে গিয়েছে জেটিতে এবং ক্রমেই

কচুরিপানার পরিমাণ বাড়ছে বলে জানান এলাকার মানুষজন। ফলে জেটি ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে বলে মনে করছেন তাঁরা। নসরতপুর ফেরিঘাট একটি অত্যন্ত ব্যস্ততম ফেরিঘাট। প্রতিনিয়ত এই ফেরিঘাট দিয়েই প্রচুর মানুষজন পারাপার করেন নিত্যদিন। পরিস্থিতি যা হয়েছে তাতে যে কোনও সময় বড় ধরনের দুর্ঘটনা ঘটতে পারে বলে আশঙ্কা এলাকাবাসীর। উল্লেখ্য, ডিভিসির ছাড়া জলে এখনও পর্যন্ত বিভিন্ন জেলা জলমগ্ন। রাজ্যের বন্যা পরিস্থিতি নিয়ে প্রশাসনের তরফ থেকে দফায় দফায় বৈঠক সাড়াও হয়ে গিয়েছে। অন্য দিকে বন্যা পরিস্থিতি নিয়ে উদ্বেগ প্রকাশ করেছেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। বাঙালির সবচেয়ে বড় উৎসব দুর্গাপুজো। তার আগে এই বন্যা পরিস্থিতি খুবই দুর্ভাগ্যজনক। ইতিমধ্যেই বন্যা কবলিত মানুষজনের কাছে পৌঁছে গিয়েছেন রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়।

ফাস্টফুড স্টল উদ্যোগী ট্রেনিং

নিজস্ব প্রতিবেদন, বাগনান: গত বৃহস্পতিবার বাগনান-১ নম্বর ব্লক ডেভেলপমেন্ট অফিসে শুরু হল ১০ দিনের প্রজেক্ট উন্নতির অন্তর্গত ফাস্টফুড স্টল উদ্যোগী ট্রেনিং। এই ট্রেনিংটি পরিচালনা করছে ইউকো আরসিটি হাওড়া, এই ট্রেনিংয়ে মূলত ১০০ দিনের কাজের প্রকল্পের সঙ্গে যুক্ত ব্যক্তিদের একটি লাইভলিহুড ডেভেলপমেন্টের কর্মসূচি নেওয়া হয়েছে। এই প্রকল্পের অধীনে মোট ৩৫ জন শিক্ষার্থীকে ফাস্টফুডের বিভিন্ন আইটেম তৈরি করা শিখিয়ে এবং এর সঙ্গে ইডিপি প্রশিক্ষণের মাধ্যমে তারা ব্যবসা কী ভাবে করবে বা ব্যবসা সংক্রান্ত বিভিন্ন কৌশল তাদেরকে অর্জন করানো হবে।

এই প্রোগ্রামে উপস্থিত ছিলেন বাগনান-১ নম্বর পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি মৌসুমী সেন। এদিনের প্রোগ্রামের প্রদীপ প্রজ্বলনের মাধ্যমে আনুষ্ঠানিক শুভ সূচনা করেন তিনি। এছাড়াও উপস্থিত ছিলেন বাগনান-১ পঞ্চায়েত সমিতির পূর্ত কর্মাধ্যক্ষ সইদুল মীর। উপস্থিত ছিলেন ইউকো আরসিটির ফ্যাকাল্টি শ্রী রাহুল হালদার এবং এমজিএনআরজি সেলের বিভিন্ন আধিকারিকরা। উক্ত অনুষ্ঠানে বিভিন্ন বক্তারা মহাত্মা গান্ধি ন্যাশনাল রুরাল এমপ্লয়মেন্ট গ্যারান্টি স্কিমে যারা যুক্ত মহিলাদের বিকল্প কর্মসংস্থানের উদ্দেশ্যে এই প্রকল্পের গুরুত্ব তুলে ধরেন। এই প্রকল্পের মাধ্যমে যাতে ভবিষ্যতে তাঁরা স্বনির্ভর হতে পারেন, সে ব্যাপারে তাঁদের অবগত করানো হয়।

প্রাথমিক স্কুল চলাকালীন আচমকা অসুস্থ ১২ ছাত্রী

নিজস্ব প্রতিবেদন, পূর্ব বর্ধমান: পূর্ব বর্ধমান জেলার ভাতারের বামশোর প্রাথমিক বিদ্যালয়ে বৃহস্পতিবার স্কুল চলাকালীন হঠাৎ করে অসুস্থ হয়ে পড়ে ১২ জন ছাত্রী। এই ঘটনায় এলাকায় ব্যাপক চাঞ্চল্য ছড়িয়ে পড়ে। তড়িঘড়ি সকলকে ভাতার ব্লক প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্রে ভর্তি করা হয়।

জানা গিয়েছে, পূর্ব বর্ধমান জেলার ভাতার গ্রাম পঞ্চায়েতের বামশোর প্রাথমিক বিদ্যালয়ে স্কুল চলাকালীন ১২ জন ছাত্রীর পেটে ও বুকে ব্যাথা শুরু হয়। তারা অসুস্থ বোধ করলে স্কুলের শিক্ষককে বিষয়টি জানালে তারা তড়িঘড়ি ওই ছাত্রীদের হাসপাতালে নিয়ে যায়। তবে অভিভাবকদের অভিযোগ, পানীয় জল থেকে এই সমস্যা সৃষ্টি হয়েছে বলে তাদের অনুমান। কারণ স্কুলের যে ট্যাংক থেকে জল ছাত্রছাত্রীরা পান করে, সেই জলের ট্যাংক নিয়মিত পরিষ্কার করা হয় না।

শিক্ষকরাও অভিভাবকদের তোলা অভিযোগ স্বীকার করে নেন। তাঁরা জানান, বিদ্যালয়ের পানীয় জল সকলেই পান করে তবে ১২ জন কেন অসুস্থ হবে সেই বিষয়টি তারা খতিয়ে দেখছেন। ঘটনার খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে যায় ভাতার থানার ভারপ্রাপ্ত পুলিশ আধিকারিক প্রসেনজিৎ দত্ত। যদিও এদিন প্রাথমিক চিকিৎসার পর সকলকে বাড়ি পাঠিয়ে দেওয়া হয়।

গাইঘাটায় জলমগ্ন এলাকা পরিদর্শন করলেন প্রতিমন্ত্রী শান্তনু ঠাকুর

নিজস্ব প্রতিবেদন, গাইঘাটা: গাইঘাটায় জলমগ্ন এলাকা পরিদর্শন করলেন কেন্দ্রীয় জাহাজ প্রতিমন্ত্রী শান্তনু ঠাকুর। ত্রিপল তুলে দিলেন জলমগ্ন পরিবারের সদস্যদের হাতে। নিম্নচাপের বৃষ্টির ফলে গাইঘাটা ব্লকের অনেক এলাকা জলমগ্ন হয়ে পড়েছে। শুক্রবার বনগাঁর সাংসদ তথা কেন্দ্রীয় জাহাজ প্রতিমন্ত্রী শান্তনু ঠাকুর

রামনগর গ্রাম পঞ্চায়েতের শসাডাঙা পারুইপাড়াতে আসেন, কথা বলেন জলমগ্ন এলাকার মানুষের সঙ্গে। শুক্রবার তাদের হাতে ত্রিপল তুলে দিয়ে তাদের পাশে থাকার আশ্বাস দেন তিনি এবং সাধারণ মানুষ এখনো পর্যন্ত সরকারি সহযোগিতা পায়নি বলে দাবি করেন। এই বিষয়ে শান্তনু ঠাকুর জানিয়েছেন, শুক্রবার শসাডাঙা গ্রাম পরিদর্শন করলাম, প্রচুর মানুষ জলমগ্ন হয়ে পড়েছে। আমি তাদের পাশে আছি। দেখা যাক, পঞ্চায়েত কি করে। এখনো পর্যন্ত মানুষ কোনো সরকারি সহযোগিতা পায়নি।

শাশুড়িকে কুপিয়ে খুন জামাইয়ের

নিজস্ব প্রতিবেদন, গাইঘাটা: স্বামীর উপর অভিমান করে শ্বশুরবাড়িতে চলে এসেছে স্ত্রী। স্ত্রীর অভিমান ভাঙাতে শ্বশুরবাড়িতে এসে মাঝপথে বাঁধা হয়েছিল শাশুড়ি। রাগের বশে শাশুড়িকে কুপিয়ে খুন জামাইয়ের, গুরুতর আহত শ্যালক ও স্ত্রীও। পারিবারিক বিবাদকে কেন্দ্র করে শাশুড়িকে কুপিয়ে খুন করল জামাই। আহত হয়েছেন শ্যালক এবং স্ত্রী বারাসত হাসপাতালে চিকিৎসাধীন। মৃতার নাম সরস্বতী বিশ্বাস। বৃহস্পতিবার রাতে ঘটনাটি ঘটেছে উত্তর ২৪ পরগনার গাইঘাটা থানার গুটড়ি ইংলিশ পাড়ায়। অভিযুক্ত রাজদীপ সরকারকে গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ। মাস ছয়েক আগে সরস্বতীর মেয়ে বীণা বিশ্বাসের সঙ্গে দ্বিতীয়বার বিয়ে হয়েছিল রাজদীপের সঙ্গে। অভিযোগ বিয়ের কিছুদিন পরে বীণাকে মারধর করত রাজদীপ। এরপর বীণা বাবার বাড়িতে চলে আসে। স্থানীয়দের দাবি, বৃহস্পতিবার সন্ধ্যা থেকে রাজদীপ বিনাকে ফোন করে বিভিন্নভাবে হুমকি দিচ্ছিল। পরবর্তীতে রাতে অতর্কিতে ছুরি নিয়ে বাড়িতে হামলা চালায় রাজদীপ। ছুরির আঘাতে আহত হন বীণা এবং তার ভাই। ছুরির একাধিক কোপ ঘরের মধ্যে লুটিয়ে পড়েন সরস্বতী দেবী। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে যান স্থানীয় পঞ্চায়েত সদস্য এবং গাইঘাটা থানার পুলিশ। পুলিশ সরস্বতী দেবীকে উদ্ধার করে বনগাঁ মহাকুমা হাসপাতালে পাঠালে সেখানে ডাক্তার তাকে মৃত বলে ঘোষণা করে।

'স্বচ্ছতা হি সেবা' কার্যক্রম

নিজস্ব প্রতিবেদন, বালুরঘাট: সারা ভারতবর্ষের যুবদের ক্ষমতায়নের লক্ষ্যে গঠিত মেরা যুবা ভারত (মাই ভারত) এর অধীনে চলছে 'স্বচ্ছতা হি সেবা' কার্যক্রম। এই কার্যক্রমে অংশগ্রহণ করেছে সারা ভারতবর্ষ ব্যাপী বিভিন্ন স্কুল, কলেজ, সরকারি ও বেসরকারি সংস্থাগুলো। ১৭ সেপ্টেম্বর থেকে ২ অক্টোবর ২০২৪ পর্যন্ত ধারাবাহিক চলবে স্বচ্ছতা অভিযানের এই কার্যক্রম। স্কুল কলেজ-সহ বিভিন্ন পাবলিক প্লেসগুলোতে চলছে এই কার্যক্রম। এসবিএস গভর্মেন্ট কলেজের এনএসএস ইউনিট হিলি জুড়ে এই কার্যসূচি পালন করছে। প্রোগ্রাম অফিসার ড. অভিজিৎ সরকার জানান, আগামী ২৫ সেপ্টেম্বর ও ২ অক্টোবর গান্ধি জয়ন্তী উপলক্ষ্যে এই স্বচ্ছতা অভিযান বড় আকারে হবে মানুষের মধ্যে সচেতনতা বৃদ্ধির উদ্দেশ্যে।

দ্বিতীয় দিনের শেষে জয়ের গন্ধ ভারতীয় শিবিরে

নিজস্ব প্রতিনিধি: সুযোগ পেয়েও বাংলাদেশকে ফলোঅন করাল না ভারত। নাজমুল হোসেন শান্তদের প্রথম ইনিংস ১৪৯ রানে শেষ হওয়ার পর আম্পায়ার রড টাকার রোহিত শর্মার কাছে জানতে চান, ফলোঅন করাবেন কি না। রোহিত মাথা নাড়িয়ে সিদ্ধান্ত জানিয়ে মাঠ ছাড়েন। হাতে ২২৭ রানের পুঁজি নিয়েও চিপকের ২২ গজে চতুর্থ ইনিংসে ব্যাট করার ঝুঁকি নিতে রাজি হয়নি ভারতীয় শিবির। দ্বিতীয় দিনের শেষে ভারত দ্বিতীয় ইনিংসে ৮১/৩। এগিয়ে ৩০৮ রানে। প্রথম টেস্টে জয়ের গন্ধ পেতে শুরু করেছেন রোহিতেরা।

ম্যাচের দ্বিতীয় দিন সকালে ভারতের প্রথম ইনিংস শেষ হয় ৩৭৬ রানে। প্রথম দিনের শেষে শতরানের মুখে দাঁড়িয়ে থাকা রবীন্দ্র জডেজা শুক্রবার থিতু হওয়ার আগেই আউট হয়ে যান ৮৬ রানেই। রবিচন্দ্রন অশ্বিনের ইনিংস থামল ১১৩ রানে। ব্যাট হাতে সাধ্য মতো লড়াই করলেন আকাশ দীপও। ১৭ রান করলেন বাংলার অলরাউন্ডার। যশপ্রীত বুমরার ব্যাট থেকে এল ৭ রান। প্রথম দিন ৪ উইকেট নেওয়া হাসান মাহমুদ ৫ উইকেট পূর্ণ করলেন বুমরাকে আউট করে। ৮৩ রানে ৫ উইকেট তাঁর। ৫৫ রান দিয়ে ৩ উইকেট তাসকিন আহমেদের।

ভারতের প্রথম ইনিংসের প্রথম ২৬ ওভার যে ছবি দেখা গিয়েছিল, সেই ছবি আবার শুক্রবার ফিরল চিপকে। বাংলাদেশের গোটা ইনিংস জুড়েই ব্যাটারদের অস্বস্তি চোখে

পড়ল। শাকিব হাসান, লিটন দাস এবং মেহদি হাসান মিরাজ ছাড়া বাংলাদেশের কারও মধ্যে উইকেট আঁকড়ে থেকে লড়াই করার চেষ্টা দেখা গেল না। পাকিস্তানের মাটিকে শান মাসুদদের ২-০ ব্যবধানে টেস্ট সিরিজে হারিয়ে আসা শান্তদের ভারতের মাটিতে ততটা আত্মবিশ্বাসী দেখাচ্ছে না। হতে পারে চেন্নাইয়ের অপরিচিত ২২ গজ তাঁদের চাপে রেখেছে। ব্যাটিং অর্ডারের শুরুর দিকের ব্যাটারদের ব্যর্থতা সেই চাপ আরও বৃদ্ধি করে।

দুই ওপেনার শাদমান ইসলাম (২) এবং জাকির হাসান (৩) শুরুতেই ফিরে যান। অধিনায়ক শান্ত (২০) কিছুটা চেষ্টা করলেও ব্যর্থ হলেন মোমিনুল হক (শূন্য), মুশফিকুর রহিমও (৮)। ৪০ রানে ৫ উইকেট তুলে নিয়ে ভারতীয় বোলারেরা সফরকারীদের কোণঠাসা করে ফেলেন। শাদমানকে আউট করে বাংলাদেশ শিবিরে প্রথম আঘাত হানেন বুমরা। নবম ওভারে পর পর জাকির এবং মোমিনুলকে আউট করে প্রতিপক্ষ দলের চাপ বাড়িয়ে দেন আকাশ। শান্তকে আউট করেন সিরাজ। মুশফিকুরকে সাজঘরে ফেরান বুমরা। বাংলাদেশের প্রথম পাঁচ ব্যাটারের চার জন দাঁড়াতেই পারলেন না। মধ্যাহ্নভোজের বিরতির আগেই ৫ উইকেট চলে যায় বাংলাদেশের।

মধ্যাহ্নভোজের পর কিছুটা লড়াইয়ের চেষ্টা করেন শাকিব, লিটন। তাঁদের ষষ্ঠ উইকেটে জুটিতে ওঠা ৫১ রান কিছুটা হলেও স্বস্তি ফেরায় বাংলাদেশ শিবিরে। ২২ রান করে লিটন আউট হলেন জাডেজার বলে। কয়েক বলের ব্যবধানে আউট শাকিবও (৩২)। তিনিও জাডেজার শিকার। ২২ গজে জমে যাওয়া জুটির দু'জনকেই আউট করে বাংলাদেশকে আবার চাপে ফেলে দেন জাডেজা। টেল এন্ডারদের নিয়ে বাকি লড়াইটা করলেন মেহদি। ২৭ রানের অপরাজিত ইনিংসে সঙ্গী হিসাবে পেলেন হাসান মাহমুদ (৯), তাসকিন আহমেদ (১১) এবং নাহিদ রানাকে (১১)। বুমরা ৫০ রানে ৪ উইকেট নিলেন। ১৯ রানে ২ উইকেট আকাশের। জাডেজাও ২ উইকেট নিলেন ১৯ রান খরচ করে। সিরাজের ২ উইকেট ৩০ রানে। ভাল বল করেও উইকেট পেলেন না অশ্বিন। ভারতীয় বোলারদের দাপটে ৪৭.১ ওভারে শেষ হয়ে যায় বাংলাদেশের প্রথম ইনিংস।

দ্বিতীয় ইনিংসে ব্যাট করতে নেমে সতর্ক হয়ে খেলছেন ভারতীয়েরা। যদিও তাসকিনের হঠাৎ উঠে আসা বলে আউট হয়ে শুরুতেই আউট রোহিত (৫)। অন্য ওপেনার যশস্বী জয়সওয়ালও (১০) রান পেলেন না। ২৮ রানে ২ উইকেট হারানোর পর ভারতের দ্বিতীয় ইনিংসের হাল ধরেন শুভমন গিল। পিচের এক প্রান্ত আগলে রাখার চেষ্টা করলেন তিনি। সাবধানে খেলার চেষ্টা করেও লাভ হল না কোহলির। ১৭ রান করে মেহদির বলে ফিরলেন সাজঘরে। তাঁর আউট ঘিরে অবশ্য হতাশা থাকল ভারতীয় শিবিরে। মেহদির বল কোহলির ব্যাট ছুঁয়ে প্যাডে লাগে। বাংলাদেশের আউটের আবেদনে সাড়া দেন আম্পায়ার রিচার্ড কেটলবোরো। কিন্তু কোহলি বুঝতেই পারেননি বল তাঁর ব্যাটে সামান্য লেগেছে। তিনি শুভমনের সঙ্গে আলোচনা করলেও রিভিউ নেননি। পরে রিপ্লেতে বোঝা যায়, কোহলি আউট ছিলেন না। তা দেখার পর দৃশ্যতই হতাশ দেখিয়েছে রোহিতদের। দ্বিতীয় দিনের খেলা শেষ হওয়ার সময় অপরাজিত শুভমন (৩৩) এবং ঋষভ পন্থ (১২)। বাংলাদেশের রানা ১২ রানে ১ উইকেট নিয়েছেন। ১৬ রানে ১ উইকেট মেহদির। ১৭ রানে ১ উইকেট তাসকিনের।

ভারতীয় দলের হাতে এখনও ৭ উইকেট আছে। শনিবার রোহিতেরা আরও অন্তত ১৫০ রান যোগ করতে পারলে চাপে পড়ে যেতে পারে বাংলাদেশ। চেন্নাইয়ের পিচে চতুর্থ ইনিংসে ৪৫০ রানের বেশি তাড়া করা বেশ কঠিন হবে সন্দেহ নেই।

আমার দেশ/আমার দুনিয়া

সুপ্রিম কোর্টের ইউটিউব চ্যানেল হ্যাক, উধাও আরজি কর-শুনানির ভিডিও

নয়াদিল্লি, ২০ সেপ্টেম্বর: হ্যাক হল সুপ্রিম কোর্টের ইউটিউব চ্যানেল। শুক্রবার আচমকা দেখা যায়, আদালতের লাইভ স্ট্রিমিংয়ের পরিবর্তে ওই চ্যানেলে ক্রিপটোকারেন্সি নিয়ে একটি অনুষ্ঠান সম্প্রচার হচ্ছে। উল্লেখ্য, দিনকয়েক আগে আরজি কর মামলার লাইভ স্ট্রিমিং নিয়ে আপত্তি জানিয়েছিলেন রাজ্যের আইনজীবী কপিল সিবল। এবার হ্যাকারদের কবলে পড়ল শীর্ষ আদালতের ইউটিউব চ্যানেল। সাইবার নিরাপত্তায় বড়সড় গলদ হয়েছে বলেই প্রাথমিকভাবে অনুমান।

গুরুত্বপূর্ণ মামলার শুনানি লাইভ স্ট্রিম করা হয় সুপ্রিম কোর্টের ইউটিউব চ্যানেলে। আরজি কর মামলায় শুনানিও এই চ্যানেল থেকেই সম্প্রচার করা হয়েছিল। কিন্তু শুক্রবার সম্প্রচার চলাকালীন আচমকাই একটি ক্রিপটোকারেন্সির বিজ্ঞাপন চলতে শুরু করে সুপ্রিম কোর্টের চ্যানেলে। মার্কিন ক্রিপটোকারেন্সি রিপল ল্যাবসের বিজ্ঞাপন চলছিল ওই চ্যানেলে।

শুধু তাই নয়, সুপ্রিম কোর্টের পুরনো ভিডিওগুলোও আর পাওয়া যাচ্ছে না ইউটিউব চ্যানেলে। ওই ভিডিওগুলো প্রাইভেট করা হয়েছে। তার মধ্যে রয়েছে আরজি কর মামলার শুনানির ভিডিওগুলোও। রিপল ল্যাবসের একাধিক ভিডিও বারবার ঘুরে ফিরে আসছে চ্যানেলে। ক্রিপটোকারেন্সির বিজ্ঞাপনের ভিডিও লাইভ সম্প্রচার হচ্ছে সেখানে। প্রাথমিকভাবে জানা গিয়েছে, হ্যাক হয়েছে সুপ্রিম কোর্টের চ্যানেল। কিন্তু কোথা থেকে এতবড় কাণ্ড ঘটানো হল, সেই নিয়ে কিছুই জানা যায়নি।

উল্লেখ্য, শুনানির লাইভ সম্প্রচারের তীব্র বিরোধিতা করেছিলেন রাজ্যের আইনজীবী কপিল সিবল। আরজি কর মামলার শুনানির সময়ে সুপ্রিম কোর্টের প্রধান বিচারপতি ডি ওয়াই চন্দ্রচূড়ের বেঞ্চে তিনি বলেন, শুনানির সরাসরি সম্প্রচার বন্ধ রাখা হোক। কারণ বাইরে বিষয়টি অন্য ভাবে বলা হচ্ছে। এই মামলার সঙ্গে যুক্ত মহিলা আইনজীবীরা হুমকি পাচ্ছেন। যদিও এই আবেদনে কর্ণপাত করেনি শীর্ষ আদালত। তার পরেই বড়সড় বিপত্তির শিকার সুপ্রিম কোর্টের ইউটিউব চ্যানেল।

মর্টার ফেটে আহত ৩ জওয়ান

জয়সলমেঢ়, ২০ সেপ্টেম্বর: বিএসএফের মহড়া চলাকালীন মর্টার ফেটে ভয়াবহ দুর্ঘটনা। রাজস্থানের জয়সলমেঢ়ের পোখরান ফিল্ড ফায়ারিং রেঞ্জে এই দুর্ঘটনায় ৩ বিএসএফ জওয়ান আহত হয়েছেন বলে জানা গিয়েছে। গুরুতর আহত অবস্থায় ওই ৩ জওয়ানকে ভর্তি করা হয়েছে হাসপাতালে।

বিএসএফ সূত্রে জানা গিয়েছে, শুক্রবার সকাল থেকে বিএসএফের রুটিন মহড়া চলছিল পোখরান ফিল্ড ফায়ারিং রেঞ্জে। দুপুরের হঠাৎ সেখানে ৫১ মিলিমিটারের একটি মর্টার ফেটে যায়। যার জেরে আহত হন ৩ জওয়ান। আহত তিন জওয়ানকে প্রথমে পোখরান হাসপাতালে ভর্তি হয়। পরে তাঁদের মধ্যে দুই জওয়ানের অবস্থায় আশঙ্কাজনক হওয়ায় যোধপুর হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়। কীভাবে মর্টারে বিস্ফোরণ ঘটল তা নিয়ে প্রশ্ন উঠতে শুরু করেছে।

মৃত ৩ বিএসএফ জওয়ান

শ্রীনগর, ২০ সেপ্টেম্বর: জম্মু ও কাশ্মীরে বুদগামে সেনার বাস খাদে পড়ে মৃত্যু হয়েছে ৩ বিএসএফ জওয়ানের। আহত হয়েছেন আরও ৬ জন। জানা গিয়েছে, দ্বিতীয় দফার নির্বাচন উপলক্ষে জম্মু ও কাশ্মীরে নির্বাচন কেন্দ্রের উদ্দেশে রওনা দিয়েছিল সেনার বাস। ৫২ আসন বিশিষ্ট এই বাসে যাত্রা করছিলেন ৩৫ জন জওয়ান। পথে নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে প্রায় ৪০ ফুট খাদে পড়ে বাসটি। খবর পেয়ে সঙ্গে সঙ্গে উদ্ধারকাজে নামে সেনা।

শেষ পাওয়া খবরে এই দুর্ঘটনায় ৩ জওয়ানের মৃত্যু হয়েছে। পাশাপাশি আহত হয়েছেন আরও ৬ জন। আহতদের দ্রুত হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে। যাঁদের মধ্যে বেস কয়েকজনের অবস্থা আশঙ্কাজনক।

কোয়াড বৈঠকে যোগ দিতে আমেরিকা সফরে মোদি

ওয়াশিংটন, ২০ সেপ্টেম্বর: ভারত ও প্রশান্ত মহাসাগরে ক্রমাগত বেড়ে চলেছে চিনা আগ্রাসন। অন্যদিকে চলছে রাশিয়া-ইউক্রেন ও গাজা ইজরায়েল যুদ্ধ। বিশ্বমঞ্চে এই টালমাটাল পরিস্থিতির মাঝেই আজ কোয়াড বৈঠকে যোগ দিতে আমেরিকা যাচ্ছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি। প্রধানমন্ত্রীর ৩ দিনের এই মার্কিন সফরে কোয়াড বৈঠকের দিকেই বাড়তি নজর বিশ্বের।

আগামী ২১ থেকে ২৩ সেপ্টেম্বর পর্যন্ত ৩ দিনের সফরে আমেরিকা যাচ্ছেন প্রধানমন্ত্রী। সফরসূচি অনুযায়ী প্রধানমন্ত্রী ২১ সেপ্টেম্বর কোয়াড সামিটে অংশ নেবেন। ২২ সেপ্টেম্বর আমেরিকায় ভারতীয় সম্প্রদায়ের উদ্দেশ্যে ভাষণ দেবেন। এবং ২৩ সেপ্টেম্বর রাষ্ট্রসংঘের বৈঠকে। তবে এই সফরের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ দিক হল এই কোয়াড বৈঠক। অস্ট্রেলিয়া, ভারত, জাপান ও আমেরিকা এই চার দেশ নিয়ে গঠিত কোয়াড। ইন্দো-প্যাসিফিক অঞ্চলে চিনের আগ্রাসনকে সামাল দিতে হাতে হাত রেখেছিল এই দেশগুলি। যদিও সাম্প্রতিক সময়ে বার বার অভিযোগ উঠেছে, কোয়াড ক্রমশ গুরুত্বহীন হয়ে পড়ছে। গত জানুয়ারি মাসে কোয়াড বৈঠক হলেও তাতে যোগ দেয়নি আমেরিকা। বরং ভারতকে বাদ দিয়ে তৈরি হয় নয়া সংগঠন 'স্কোয়াড'। এখানে জায়গা পায় ফিলিপিন্স। এর পর কোয়াডের অস্তিত্ব প্রশ্নের মুখে পড়ে।

কূটনৈতিক মহলের দাবি, কোয়াডের অন্তর্ভুক্ত হলেও ভারত নিয়ে যথেষ্ট সন্দিহান ছিল আমেরিকা। একাধিকবার এই জোটের সামরিক মহড়ায় সাগরে শক্তি প্রদর্শন করেছে নয়াদিল্লি। কিন্তু কোয়াডে থাকলেও সরাসরি চিনের সঙ্গে লড়াই যেতে চায় না ভারত। এমনকি রাশিয়ার সঙ্গে ভারতের বন্ধুত্বকেও খুব একটা ভালো নজরে দেখে না ওয়াশিংটন। এদিকে, নিজস্ব বিদেশনীতির জন্য পশ্চিমা বিশ্বের সমস্ত সিদ্ধান্তে সায় দেয় না ভারত। তাই কোনওদিন যদি চিন ও রাশিয়ার সঙ্গে সরাসরি সংঘাতে জড়ায় আমেরিকা, তাহলে ভারত কতটা পাশে থাকবে তা নিয়ে সংশয় রয়েছে। বিশ্লেষকদের মতে, এই কারণে স্কোয়াডে ভারতকে রাখেনি আমেরিকা।

আর্থিক সংকটে মালদ্বীপ, সাহায্যের হাত বাড়াল ভারত

ম্যালে, ২০ সেপ্টেম্বর: ভারতের সঙ্গে সংঘাতে জড়ানোর পর থেকেই আর্থিক সংকটে ধুঁকছিল মালদ্বীপ। এহেন পরিস্থিতিতে পাশে দাঁড়াল নয়াদিল্লিই। ভারতের থেকে সাহায্য পেয়ে খুশি দ্বীপরাষ্ট্র। সেদেশের বিদেশমন্ত্রী মুসা জামির বিদেশমন্ত্রী এস জয়শংকরের কাছে মোদি সরকারের প্রতি কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করেছেন।

এক্স হ্যান্ডলে পোস্ট করেছেন মুসা। সেখানে তিনি জয়শংকর ও ভারত সরকারের প্রতি কৃতজ্ঞতা জানিয়ে তিনি লেখেন, 'এই উদার আচরণে দুই দেশের বন্ধুত্বের জোরই প্রতিফলিত হচ্ছে।' ঠিক কীভাবে দ্বীপরাষ্ট্রের পাশে দাঁড়িয়েছে ভারত? প্রসঙ্গত, এর আগের সরকারের আমলেই স্টেট ব্যাংক অফ ইন্ডিয়া মোট ২০০ মিলিয়ন মার্কিন ডলারের ট্রেজারি বিল কেনে। প্রতিটি ৫০ মিলিয়ন ডলারের। জানুয়ারি মাসে একটি ৫০ মিলিয়ন ডলারের বিল শোধ করে দেয় মুইজ্জু সরকার। কিন্তু পরবর্তী একটি ৫০ মিলিয়ন বকেয়া ছিল মে মাসে। সেটি শোধের সময়সীমা এক বছরের জন্য বাড়িয়ে দেয় মোদি সরকার। এবার ফের আর্থিক দায়ে দেনাগ্রস্ত মালদ্বীপের অনুরোধে আরও একটি বিল শোধের সময়সীমা একবছর বাড়াল মোদি সরকার।

'চিনপন্থী' প্রেসিডেন্ট মহম্মদ মুইজ্জু ক্ষমতায় আসার পরই ফাটল ধরে ভারত-মালদ্বীপের দ্বিপাক্ষিক সম্পর্কে।

Tender Notice

"A. Sealed general quotations are invited for purchasing different items and renovations of different toilets and existing infrastructure/facilities.
For detail list and application procedure visit college website www.sammilanimahavidyalaya.ac.in.
B. E-tenders are invited for split AC. For submitting e-tenders visit www.wbtenders.gov.in.
Last date for submission of e-tenders and general quotations is 27.9.2024.
Sd/-,
Principal
Sammilani Mahavidyalaya, Kolkata"

TENDER NOTICE

N.I.T No.	Name of Work	Value of Work
WBMAD/ULB/ RSM/349/24-25 Dated 20.09.2024	Estimate for The Construction of Proposed concrete slab over existing surface drain from Nandan apartment to Welkin medical under Ward No.-29 of Rajpur - Sonarpur Municipality	Rs. 2,64,561.00
WBMAD/ULB/ RSM/350/24-25 Dated 20.09.2024	Estimate for The Construction of Proposed concrete slab over existing surface drain from Monoj Ghosh's House to Prabir Kundu house at Harimati Sarani under Ward No.-29 of Rajpur - Sonarpur Municipality	Rs. 1,59,284.00
WBMAD/ULB/ RSM/351/24-25 Dated 20.09.2024	Estimate for Eucalyptus Pilling from Shyamoli Das House to Susmita Saha House at Atabagan, Ward No.-30 under Rajpur-Sonarpur Municipality	Rs. 4,10,795.00

Bid Submission end date: **28.09.2024 at 11-00 hrs**. For more information please visit **http://www.wbtenders.gov.in**
Sd/- E.O.,
Rajpur-Sonarpur Municipality

OFFICE OF THE
PANCHGRAM GRAM PANCHAYAT
P.O.- PANCHGRAM, BLOCK-NABAGRAM, DIST-MURSHIDABAD, PIN-742184
E-mail: prodhanpanchgram@gmail.com
NOTICE INVITING e-TENDER
e-Tender are invited through online bid system under following Tender **(NIeT) No:- 01/PGP/15th FC/2024-25, 02/PGP/15th FC/2024-25, and 03/PGP/5th SFC/2024-25, Dt. 20/09/2024** the last date of onlne submation of tender is **30/09/2024 Saturday of to 14.00 hours.**
For details please visit website. https://wbtenders.gov.in
Salma Yeasmin Bibi
Prodhan
Panchgram G.P

চিত্তরঞ্জন লোকোমোটিভ ওয়ার্কস
সংশোধনী
নং. পিসিএমএম/সিএলডব্লিউ/এইচডব্লিউএইচ/ই-প্রকিউরমেন্ট/করিজেনডাম/২৪/২২ তারিখ: ১৬.০৯.২০২৪। ইলেকট্রিক লোকোমোটিভ তৈরির উপকরণ সরবরাহের জন্য ই-টেন্ডার/গুলির নিম্নলিখিত সংশোধনী। প্রত্যাশিত/সম্ভাব্য সরবরাহকারীদের www.ireps.gov.in ওয়েবসাইট দেখার জন্য অনুরোধ করা হচ্ছে। এগুলো ই-টেন্ডার; এই টেন্ডারগুলির জন্য ম্যানুয়াল অফার বিড কোন অবস্থাতেই গ্রহণ করা হবে না, শুধুমাত্র ইলেকট্রনিক অফার বিড গ্রহণ করা হবে। বিস্তারিত নির্দেশাবলীর জন্য ওয়েবসাইট দেখুন। **ক্রম. নং. : [০১]। টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি নং: ক্রম. নং. ২৬৭ অফ পিসিএমএম/সিএলডব্লিউ/এইচডব্লিউএইচ/ ই-প্রকিউরমেন্ট/২৪/৮৯ তারিখ: ০৫/০৮/২৪। টেন্ডার নং.: ১৪২৪২৯৫১এ। টেন্ডার খোলার তারিখ:** টেন্ডার খোলার তারিখটি বিদ্যমান এন্ট্রির পরিবর্তে "২৭/০৯/২৪" হিসাবে পড়তে হবে।
PR6/638 পিসিএমএম/সিএলডব্লিউ/হাওড়া
Like us on : www.facebook.com/clwrailways

মেট্রো রেলওয়ে, কলকাতা
আগ্রহের প্রকাশ (ইওআই)
মেট্রো রেলওয়ে, কলকাতা '**কিউআর কোড পেপার টিকিট**'-এর বিপরীত পৃষ্ঠে বিজ্ঞাপনের জন্য আগ্রহের প্রকাশ (ইওআই) আহ্বান করছে (**বিজ্ঞাপনের জন্য স্থান/টিকিট প্রতি ঃ দৈর্ঘ্য-৮৫ মিমি., প্রস্থ-৫০ মিমি.**)। কিউআর টিকিটের সামনের দিকের সাইড বেল্ট কোম্পানির নাম ও লোগো দেওয়ার জন্য ব্যবহার করা যেতে পারে। (**পেপার রোলের স্পেসিফিকেশন ঃ** দৈর্ঘ্য-১৫ মিটার পেপার রোল, প্রস্থ-৫৬ মিমি., থার্মাল পেপার-৬৫ জিএসএম থেকে ৭২ জিএসএম)। আগ্রহী সংস্থা/এজেন্সিদের যত শীঘ্র সম্ভব এই উদ্যোগের জন্য সুলভ এল/ফি সহ এগিয়ে আসতে হবে এবং মেট্রো রেলওয়ে, কলকাতা-র ডেপুটি সিওএম (কমার্শিয়াল)-এর অফিসে যোগাযোগ করতে হবে। অতিরিক্ত তথ্যের জন্য ফোন নং ঃ ০৩৩-২২৫৫৫২৮৮/ ইমেল আইডি ঃ dycomcmml@mtp.railnet.gov.in। **বন্ধের তারিখ ঃ** ০৫.১০.২০২৪। **সময় ঃ** বিকাল ৪টা পর্যন্ত।
ডেপুটি চিফ অপারেশনস ম্যানেজার/কমার্শিয়াল
আমাদের অনুসরণ করুন ঃ /metrorailwaykol /metrorailkolkata

পূর্ব রেলওয়ে
ই-অকশন আহ্বানকারী বিজ্ঞপ্তি
হাওড়া ডিভিশনের বিভিন্ন স্টেশনে সাধারণ পে অ্যান্ড ইউজ টয়লেট পরিচালনা ও রক্ষণাবেক্ষণের চুক্তি
নং ঃ সিওএম/ডিইভি/ই-অকশন/পিইউ/এইচডব্লুএইচ/২০২২, তারিখ ১৯.০৯.২০২৪। সিনিয়র ডিভিশনাল কমার্শিয়াল ম্যানেজার, পূর্ব রেলওয়ে, হাওড়া, ৫ম তল, রেল যাত্রী নিবাস বিল্ডিং, হাওড়া স্টেশনের কাছে, হাওড়া-৭১১১০১ নিম্নলিখিত কাজের জন্য ই-অকশন আহ্বান করছেন। **কাজের নাম ঃ** হাওড়া ডিভিশনে **০৩ (তিন) বছরের** জন্য **বেলুড়** (মেইন বুকিং অফিসের কাছে), **উত্তরপাড়া** (৩নং প্ল্যাটফর্মের হাওড়া প্রান্তের কাছে) এবং **রিষড়া** (অ্যাডিশনাল বুকিং অফিসের কাছে) স্টেশনে সাধারণ পে অ্যান্ড ইউজ টয়লেট পরিচালনা ও রক্ষণাবেক্ষণের জন্য নতুন চুক্তি প্রদান। রেলওয়ে বোর্ডের ফ্রেট মার্কেটিং সার্কুলার নং ১১ অফ ২০২২ এবং কমার্শিয়াল সার্কুলার নং ১৪ অফ ২০২২ অনুযায়ী আলোচ্য ই-অকশন নিয়ন্ত্রিত করা হচ্ছে। বিশদ বিবরণ এবং ই-অকশনে অংশগ্রহণের জন্য অনুগ্রহ করে **ই-অকশন লিজিং মডিউলের মাধ্যমে ওয়েবসাইট www.ireps.gov.in** দেখুন। ● **অকশন ক্যাটালগ নং ঃ** পিএনইউ-এইচডব্লুএইচ-৩-৯-২৪। যথাক্রমে **ক্রঃ সঃ এবং লট নং/ক্যাটিগরি; স্টেশন ঃ** (১) পিএনইউ-এইচডব্লুএইচ-আরআইএস-টিওআই-৩১-২৪-২; রিষড়া (আরআইএস)। (২) পিএনইউ-এইচডব্লুএইচ-বিইকিউ-টিওআই-১৯-২৪-২; বেলুড় (বিইকিউ)। (৩) পিএনইউ-এইচডব্লুএইচ-ইউপিএ-টিওআই-২০-২৪-২; উত্তরপাড়া (ইউপিএ)। ● **অকশনের তারিখ ও সময় ঃ** ০৩.১০.২০২৪-এ দুপুর ১২টা। (HWH-298/2024-25)
টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি পূর্ব রেলওয়ের ওয়েবসাইট www.er.indian railways.gov.in/www.ireps.gov.in-এও পাওয়া যাবে।
আমাদের অনুসরণ করুন ঃ @EasternRailway @easternrailwayheadquarter

UTTARPARA-KOTRUNG MUNICIPALITY
e-Tender No. : UKM/PWD/015 (e)/2024-25 dt 20.09.2024
1. Repairing of old damaged concrete roads including filling cracks and pot holes in different wards as repuired under Uttarpara-Kotrung Municipality. **2.** Repairing of old damaged bituminous roads surface including filling cracks and pot holes in different wards as repuired under Uttarpara-Kotrung Municipality **Bid Submission Closing Date : 30/09/2024**
For Details : wbtenders.gov.in
Sd/-
Chairman,
Uttarpara-Kotrung Municipality

No.: NIT No & S1 No:
1) NIT NO. 15/JAL /E.O/ 15th F.C/2024-25 Sl. No 01 to Sl. No 10
2) NIT NO. 16/JAL /E.O/ 15th F.C/2024-25 Sl. No 01.
BDO, Jalangi Block invites tender/ NIQ form bonafide contractors, Agencies, Institution, individuals for mentioned works. Detailed information is available at the undersigned office on any working days.
Sd/-
Block Development Officer
Jalangi, Murshidabad.

BONGAON MUNICIPALITY
Devoloping Infrastructure of SWM Meeting cum conference room in exexting building with mordarize vechile monitering system under Bongaon Municipality. Tender reference : **WBMAD/NIeT/58/ BM/2024-25/PWD Date: 20.09.2024 Tender ID- 2024_MAD_755016_1** **1.** Bid Submission Start date – **20.09.2024 at 06.55 PM. 2.** Prebid meeting date – **24.09.2024 at 02.00 PM. 3.** End date – **01.10.2024 at 10.00 AM 4.** Bid opening date :- **03.10.2024 at 10.00 AM** All other information will be available in the office of the Bongaon Municipality.
Sd/- Chairman
Bongaon Municipality

TENDER NOTICE

N.I.T No.	Name of Work	Value of Work
WBMAD/ULB/ RSM/338/24-25 Dated 20.09.2024	Construction of concrete road at Acharje Debendra Road at ward no 17 under Rajpur-Sonarpur Municipality.	Rs. 2,34,686 .00
WBMAD/ULB/ RSM/339/24-25 Dated 20.09.2024	Construction of concrete road at Bijon Chakraborty Sarani at ward no 17 under Rajpur-Sonarpur Municipality.	Rs. 3,92,223 .00
WBMAD/ULB/ RSM/341/24-25 Dated 20.09.2024	IMPROVEMENT OF ROAD NEAR CHOWHATI MUSALMAN PARA IN WARD NO.- 24 UNDER RAJPUR SONARPUR MUNICIPALITY.	Rs. 2,82,436 .00
WBMAD/ULB/ RSM/342/24-25 Dated 20.09.2024	REPAIRING & RESTORATION OF ROAD FROM NASKAR PARA TO OIL MILL AT WARD NO.- 23 UNDER RAJPUR SONARPUR MUNICIPALITY.	Rs. 2,87,905 .00
WBMAD/ULB/ RSM/343/24-25 Dated 20.09.2024	IMPROVEMENT OF ROAD NEAR NETAJI BLOCK IN WARD NO.- 24 UNDER RAJPUR SONARPUR MUNICIPALITY.	Rs. 2,90,348 .00
WBMAD/ULB/ RSM/344/24-25 Dated 20.09.2024	REPAIRING & RESTORATION OF ROAD AT NISCHINTAPUR ROAD AT WARD NO.- 16 UNDER RAJPUR SONARPUR MUNICIPALITY.	Rs. 2,77,285 .00
WBMAD/ULB/ RSM/345/24-25 Dated 20.09.2024	REPAIRING & RESTORATION OF ROAD NEAR PEYARABAGAN AUTO STAND IN WARD NO.- 24 UNDER RAJPUR SONARPUR MUNICIPALITY.	Rs. 2,79,528 .00
WBMAD/ULB/ RSM/347/24-25 Dated 20.09.2024	REPAIRING & RESTORATION OF DAMAGED ROAD AT R.N. BHATTACHARYA ROAD IN WARD NO.-20 UNDER RAJPUR SONARPUR MUNICIPALITY.	Rs. 2,89,583 .00
WBMAD/ULB/ RSM/348/24-25 Dated 20.09.2024	REPAIRING & RESTORATION OF RAM CHAND GHOSH STREET FROM DIGHIR PAR TO SOKHER BAZAR MORE AT WARD NO.- 20 UNDER RAJPUR SONARPUR MUNICIPALITY.	Rs. 2,89,773 .00

Bid Submission end date: **28.09.2024 at 16-00 hrs.** For more information please visit **http://www.wbtenders.gov.in** Sd/- E.O., Rajpur-Sonarpur Municipality

BONGAON MUNICIPALITY
Construction of Fenching work at Joypur Graverard in Ward No.- 01,Dag no- 1464, Mouza-Joypur, J.L. no-107 under Bongaon Municipality in the Dist. of North 24 Parganas. **Tender reference : WBMAD NIeT/50/BM/2024-25/PWD Date: 20.09.2024. Tender ID : 2024_MAD_754695_1** 1. Bid Submission Start date : **20.09.2024 at 05.00 PM** 2. Prebid meeting date : **24.09.2024 at 02.00 PM** 3. End date : **01.10.2024 at 10.00 AM** 4. Bid opening date : **03.10.2024 at 10.00 AM** All other information will be available in the office of the Bongaon Municipality.
Sd/- Chairman
Bongaon Municipality

BONGAON MUNICIPALITY
NIeT No. WBMAD/NIeT/ 48/BM/2024-25/PWD Dt. 13/09/2024 which were floated from this office circulated memo no. B.M. 2954 dated 13/09/2024 **(TENDER ID-2024_MAD_750785_1, 2024_MAD_750785_2, 2024_MAD_750785_3)** in where the Last Date and Time of submission of Original Instruments **26.09.2024** instead of **21.09.2024** and Date, Time and Place of Opening of Technical Bid will be through the website **http://wbtenders.gov.in** **28.09.2024** instead of **23.09.2024.** All other Terms & Condition & criteria remains unaltered regarding this Tender. All other information will be available in the office of the Bongaon Municipality.
Sd/- **Chairman**
Bongaon Municipality

হাওড়া মিউনিসিপ্যাল কর্পোরেশন
৪, মহাত্মা গান্ধি রোড, হাওড়া - ৭১১১০১
ফোন ০৩৩ ২৬৩৮ ৩২১১/১২/১৩ ফ্যাক্স ০৩৩ ২৬৪১ ০৮৩০
www.hmcgov.in
সংবাদপত্রে প্রকাশক সংক্ষিপ্ত টেন্ডার নোটিশ
এগজিকিউটিভ ইঞ্জিনিয়ার, এইচএমসি- এইচএমসি অধীন ২ টি (দুই) কাজের জন্য টেন্ডার আহ্বান করছেন। আগ্রহী টেন্ডারদাতারা প্যান কার্ড, ট্রেড লাইসেন্স এবং সাম্প্রতিকতম তারিখের জিএসটি সার্টিফিকেট এবং রিটার্ন (সাম্প্রতিক তিন মাসের), পিটিসিসি, আইটিসিসি এবং জীবনপঞ্জি সহ টেন্ডার দাখিল করবেন।
টেন্ডার দাখিলের (অনলাইন) শুরুর তারিখ : ১৯.০৯.২০২৪ সন্ধে ৬ টা থেকে
টেন্ডার দাখিলের (অনলাইন) শেষ তারিখ : ২৭.০৯.২০২৪ সন্ধে ৬ টা পর্যন্ত
অনুগ্রহ করে দেখুন : https://wbtenders.gov.in
৬৫(২)/২৪-২৫
২০.৯.২৪
সেক্রেটারি
হাওড়া মিউনিসিপ্যাল কর্পোরেশন

TENDER NOTICE

N.I.T No.	Name of Work	Value of Work
WBMAD/ULB/ RSM/340/24-25 Dated 20.09.2024	UPGRADATION OF ROAD INSIDE DUMPING GROUND COMPOUND IN WARD NO.-18 UNDER RAJPUR SONARPUR MUNICIPALITY.	Rs. 6,59,483 .00
WBMAD/ULB/ RSM/346/24-25 Dated 20.09.2024	REPAIRING & RESTORATION OF ROAD AT PRAGATIPALLY ROAD AT WARD NO.-19, UNDER RAJPUR SONARPUR MUNICIPALITY.	Rs. 5,87,277 .00

Bid Submission end date: **28.09.2024 at 16-00 hrs.** For more information please visit **http://www.wbtenders.gov.in** Sd/- E.O., Rajpur-Sonarpur Municipality

SARATCHANDRA GRAM PANCHAYAT
Bagnan-II Development Block
Mellock, Bagnan, Howrah
Notice Inviting e-Tender
NIT No. WB/HZP/SARATCHANDRA GP/NIET-06/2024-25, Sl. 1-2 (2nd Call), WB/HZP/SARATCHANDRA GP/NIET-13/2024-25, Sl.-1 (1st Call), WB/HZP/SARATCHANDRA GP/NIET-09/2024-25, Sl.-1 (2nd Call), Date- 19.09.2024. WB/HZP/SARATCHANDRA GP/NIET-14/2024-25, Sl.-1-3 (1st Call), WB/HZP/SARATCHANDRA GP/NIET-11/2024-25, Sl.-1 (2nd Call), Date- 20.09.2024. Bid Submission Start Date : **20-09-2024 (NIT-06, 09 & 13), 21-09-2024 (NIT-11 & 14) from 12:00 Noon.** Bid Submission End Date : **25-09-2024 (NIT-06, 09 & 13), 27-09-2024 (NIT-11 & 14) up to 11:00 AM.** Technical Bid Opening Date : **27-09-2024 (NIT-06, 09 & 13), 30-09-2024 (NIT-11 & 14) at 11:00 AM.** For details information visit website: **www.wbtenders.gov.in**
Sd/-, Pradhan
Saratchandra Gram Panchayat

MAKARDAHA-II GRAM PANCHAYAT
JOTGIRI, LAKSHMANPUR, HOWRAH
E-TENDER INVITING NOTICE
Electronic Tenders are hereby invited from the bonafied and resourceful bidders for different development works vide **Tender Reference No.: MAK-II/NIT/23/2024-25, Date: 20.09.2024, Fund: 15TH FC (UNTIED).** Bid Submission Start Date: **21.09.2024 at 09.00 AM.** Last Date of Bid Submission: **28.09.2024 up to 02.00 PM**, Date of Opening: **01.10.2024 at 02.00 PM.** Details are available in https://wbtenders.gov.in & https://etender.wb.nic.in and Office Notice Board.
Sd/-
Prodhan
MAKARDAHA-II GRAM PANCHAYAT

TENDER NOTICE

N.I.T No.	Name of Work	Value of Work
WBMAD/ULB/ RSM/331/24-25 Dated 19.09.2024	Reparing of Road (Patch Type) at Kamrabad Main Road, Subhaspally Road & Sarat Sarani in Ward No. - 09 within Rajpur-Sonarpur Municipality	Rs. 9,63,241.00
WBMAD/ULB/ RSM/332/24-25 Dated 19.09.2024	Reparing of Road (Patch Type) at Noapara Main Road, Petkata gali & Panchanantala to Red Park & Disharinagar Road in Ward No.-10 within Rajpur-Sonarpur Municipality	Rs. 8,30,333.00
WBMAD/ULB/ RSM/333/24-25 Dated 19.09.2024	Reparing of Road (Patch Type) at Harisava to Gostotala via Premendra pally, ward office to 9 er pally culvert, Baikunthapur to Rambhavan, Kadamtala to Millanpally Durga bedi & Baguipara Auto Stand to Youth club via Salarcler bagan in Ward No.-14 within Rajpur-Sonarpur Municipality	Rs. 8,70,931.00
WBMAD/ULB/ RSM/335/24-25 Dated 19.09.2024	ESTIMATE FOR REPAIRING POT-HOLES OF HALDARPARA ROAD FROM E.M.BYPASS TO ANSWAR MONDAL HOUSE AT WARD NO.- 27 UNDER RAJPUR-SONARPUR MUNICIPALITY	Rs. 8,35,550.00
WBMAD/ULB/ RSM/336/24-25 Dated 19.09.2024	ESTIMATE FOR REPAIRING POT-HOLES OF B.D.MEMORIAL SCHOOL ROAD FROM N.S.C BOSE ROAD TO ANGAN CLUB & JHILPAR ROAD FROM N.S.C BOSE ROAD TO E.M.BYPASS AT WARD NO.-27; UNDER RAJPUR-SONARPUR MUNICIPALITY	Rs. 6,85,154.00
WBMAD/ULB/ RSM/337/24-25 Dated 19.09.2024	ESTIMATE FOR REPAIRING OF BITUMINOUS ROAD FROM SAHAPARA BYEPASS TO EDEN ASTOR PARK AT WARD NO.- 28, UNDER RAJPUR-SONARPUR MUNICIPALITY	Rs. 9,94,074.00

Bid Submission end date: **28.09.2024 at 11-00 hrs.** For more information please visit **http://www.wbtenders.gov.in**
Sd/- E.O.,
Rajpur-Sonarpur Municipality

Printed and Published by **Krishnanand Singh** on behalf of **Narsingha Broadcasting Pvt. Ltd.** Printed at **LS.Publication, 4, Canal West Road, Kolkata 700015** and Published at **1, Old Court House Corner, 3rd Floor, Room no. 306(S), Tobacco House, Kolkata- 700001 RNI No. WBBEN/2006/17404,** Phone: 033-4001 9663 email# dailyekdin1@gmail.com **Editor: Santosh Kumar Singh**

নরসিংহ ব্রডকাস্টিং প্রাইভেট লিমিটেড-এর পক্ষে **কৃষ্ণানন্দ সিং** কর্তৃক ১, ওল্ড কোর্ট হাউস কর্ণার, ৪র্থ তল, রুম নম্বর ৩০৬ (এস), টোবাকো হাউস, কলকাতা-৭০০০০১ থেকে প্রকাশিত ও এলএস পাবলিকেশনস প্রাইভেট লিমিটেড, ৪ ক্যানাল ওয়েস্ট রোড, কলকাতা-৭০০০১৫ থেকে মুদ্রিত।
RNI No. WBBEN/2006/17404, ফোন-০৩৩-৪০০১ ৯৬৬৩, ইমেল dailyekdin1@gmail.com **সম্পাদক- সন্তোষ কুমার সিং**

সারান্ডায় রাক্ষণ

পুজোয় ঘুরে ট্যুরে

পলাশ মুখোপাধ্যায়

পুজোর মরশুমে সকলেরই উড়ু উড়ু মন। এমন এক শারদীয় সন্ধ্যায় ভাই বোনেরা মিলে একসঙ্গে কোথাও যাওয়ার পরিকল্পনা চলছে জোরকদমে। সকলেই একবাক্যে পাহাড় জঙ্গলের পক্ষে সায় দিল। এমন গন্তব্য আলোচনাতে এলে উত্তরবঙ্গের কথাই প্রথমে মাথায় আসে। কিন্তু, বেড়ানোর মরশুমে এত অল্প সময়ে উত্তরবঙ্গে যাওয়ার টিকিট পাওয়া অসম্ভব। তাই সকলের অনুরোধে শুরু হল বিকল্প খোঁজার। আমার মাথাতে কদিন ধরেই ঘুরপাক খাচ্ছিল একটা নাম, এই সুযোগে পেশ করেই ফেললাম, সারান্ডা। প্রায় সকলেই দেখলাম সারান্ডার ব্যাপারে কিছুই জানে না। তাই একটু দোদুল্যমান। আমি কিন্তু জোর দিয়েই বললাম ডুয়ার্সের বিকল্প হিসেবে ঘরের কাছে এর চেয়ে ভালো ডেস্টিনেশন হতেই পারে না। পাহাড়, নদী, জঙ্গল— সব মিলিয়ে জমজমাট প্যাকেজ একেবারে।

টিকিটের খোঁজ করতেই দেখা গেল একটাই ট্রেন যায় বারবিলে, অথচ রাশি রাশি টিকিট পড়ে আছে এসি, নন এসি দুটোতেই। তার মানে, আমবাঙালি এখনও এখানে সেভাবে ভিড় জমাতে পারেনি। বেশ ভরসা পেলাম। হাওড়া বারবিল জনশতাব্দী এক্সপ্রেসে আমাদের যাত্রা শুরু হল নির্দিষ্ট দিনে। ভোর ছটা কুড়িতে ট্রেন হাওড়া থেকে ছেড়ে পৌঁছয় বেলা একটা নাগাদ। খড়গপুর ছাড়াতেই যাত্রাপথটিও চমৎকার। সোয়া একটা নাগাদ ট্রেন পৌঁছল বারবিলে। স্টেশনেই ছিল আমাদের আগে থেকে ঠিক করা গাড়ি। তাতে চেপে সদলবলে আমরা পৌঁছলাম কিরিবুরু। কিরিবুরু ওড়িশা-ঝাড়খণ্ড সীমানায় একটি শৈল শহর। এটি ওড়িশা রাজ্যে পড়ে। এর ঠিক পাশেই যমজ শহর মেঘাহাতাবুরু, ঝাড়খণ্ড রাজ্যে। দু'টি শহরই আদতে সেইল বা স্টিল অথরিটি অফ ইন্ডিয়ার নিজস্ব শহর। কারণ, পাহাড়তলির বিস্তীর্ণ এলাকা জুড়ে রয়েছে আকরিক লৌহের খনি। সেখান থেকেই লোহা উত্তোলনের কাজ করে সেইল। সেই কাজের জন্যই এই শহর দু'টির পত্তন।

এই বেলা বলে রাখি, পাহাড়ের ওপরে সেইলের নিজস্ব গেস্ট হাউজ ছাড়া থাকার তেমন ব্যবস্থা নেই। সেই গেস্ট হাউজে থাকা যায় বটে, কিন্তু গোল বাঁধে সেইলের বড় আধিকারিক বা মন্ত্রী-সন্ত্রী কেউ এলে। তখন ছেড়ে দিতে হতেও পারে আপনাকে ঘর। আমরা তাই সেই ঝামেলায় যেতে চাইনি, খোঁজখবর করে জেনেছিলাম কিরিবুরু হিলটপে একটি থাকার হোটেল আছে। তার মালিক অশোকবাবুর সঙ্গে যোগাযোগ করে সেখানেই থাকার ব্যবস্থা হল। আমাদের জন্য গাড়ি পাঠিয়েছিলেন অশোকবাবুই। খুব ভালো বন্দোবস্ত নয়, কারণ সেইলের এই টাউনশিপে নাকি অন্য হোটেল করার অনুমতি নেই। তাই অশোকবাবু তাঁর বাড়ির চত্বরেই কয়েকটি ঘর করে আমাদের মতো ভ্রমণ রসিকদের থাকার জায়গা করে দিয়েছেন। খাওয়ার ব্যবস্থাও সেখানেই। দুপুরে পৌঁছে খাওয়াদাওয়া সেরে সামান্য বিশ্রাম। এরপরে আমাদের বেড়ানো শুরু।

যাওয়া হবে মেঘাহাতাবুরুতে। সবুজে ঘেরা পাহাড়ি পথে কিরিবুরু সেইল টাউনশিপ পেরিয়ে মেঘাহাতাবুরু ভিউ পয়েন্ট পৌঁছতে পৌঁছতে প্রায় বিকেল পাঁচটা। ঢলে যাওয়ার আগে লাজে রাঙা সূর্য, চারিদিকে হালকা কমলা মায়াবী এক কনে দেখা আলো। এই এলাকাকে সাতশো পাহাড়ের দেশ বলা হয়। ভিউ পয়েন্টে এসে মনে হল স্বর্গ বুঝি এখানেই। পড়ন্ত মায়াবী আলোয় আমরা দেখলাম কুয়াশায় ঘেরা হালকা নীলাভ সাতশো পাহাড়ের রূপ। সে যেন শিল্পীর আঁকা কোনও নিখুঁত ছবি। প্রত্যেকেই দেখলাম মোহিত। আমার দেখা অন্যতম অসাধারণ সূর্যাস্ত। মন ভালো করে দিল সেই দৃশ্য। ফেরার পথে দেখে নেওয়া হল পাশেই থাকা একটি পার্ক। দু'টি শহরই কিন্তু সুন্দর। ছিমছাম, সাজানো-গোছানো, খুব পরিচ্ছন্ন এবং প্রচুর গাছপালায় ছাওয়া। এমনিই হেঁটে বেড়াতে দারুণ লাগে।

সানসেট পয়েন্টটা একটু দূরে হলেও, আমরা যেখানে ছিলাম সেই হিলটপের কাছেই সানরাইজ পয়েন্ট। ব্যাস, পরদিন সকালে সদলবলে সানরাইজ পয়েন্টে হাজির আমরা। এ জায়গাটা অতটা সাজানো গোছানো নয়। কুয়াশা এবং মেঘের সৌজন্যে সেভাবে সূর্যোদয় দেখা না-গেলেও আমাদের সকালের আড্ডাটা দারুণ হল ওই সানরাইজ পয়েন্টে। এরপর যতদিন ছিলাম, রোজ সকালেই আমরা সানরাইজ পয়েন্টে গিয়ে আড্ডা দিয়েছি।

পরদিন সকালে আমাদের গন্তব্য থলকোবাদ। সারান্ডা ফরেস্টের কোর এরিয়া। জঙ্গলের গভীরে থাকা একটি বন বাংলো এখানকার প্রধান আকর্ষণ। গোটাটাই মাও অধ্যুষিত এলাকা, এখানে যেতে হলে আগে থেকে বনবিভাগের অনুমতি জোগাড় করে নিতে হয়। আমাদের ড্রাইভার সেই সব কাজ করে রেখেছিল। যাওয়ার পথেই পড়ল কিরিবুরু মাইনস, সেখানে যে কর্মকাণ্ড চলছে, তা না দেখলে বিশ্বাস করা কঠিন। বিশাল বিশাল খাদান থেকে লৌহ আকরিক উত্তোলন চলছে। চারদিক শুধু লাল। বাঁকুড়া, বীরভূমে লাল মাটি দেখেছি বটে, কিন্তু মাটি যে এত লাল হতে পারে তা এখানে না দেখলে বোঝা মুশকিল। খাদানগুলোরও এক অপরূপ শোভা। এখানে বেশিক্ষণ দাঁড়ানো যায় না, তাই চটপট দেখে ফের গাড়িতে। এরপর করমপদা জঙ্গল হয়ে থলকোবাদ। ঘন সবুজ জঙ্গলের নিস্তব্ধতা

ভেদ করে গাড়ি চলছে। থলকোবাদ এলাকাতে যখন টোয়াবো ঝরনাতে পৌঁছলাম, মনে হল এখানেই থেকে যাব চিরকাল। চুপ করে বসে রইলাম। উপভোগ করছি সেই পরিবেশ। কিন্তু, বেশিক্ষণ বসতে দিল না ড্রাইভার। এই জায়গাটা নাকি মাওবাদীদের স্বর্গ। তাই চলে যাওয়াই ভালো। অগত্যা উঠলাম, থলকোবাদ বনবিভাগের গেস্টহাউস যাওয়ার আগে, ছোট্ট করে লিগিদরা ওয়াচ টাওয়ার আর লেপার্ড কেভ দেখে নেওয়া হল। ভারী সুন্দর জায়গা। খুব নির্জন, তার মাঝে আমাদের ড্রাইভার বলে, আপনারা অপেক্ষা করুন, ওপরে ভালু আছে কি না দেখে আসি। বলে কি, এখানে ভল্লুক থাকে নাকি? স্থানীয় এক কাঠুরের মুখে শুনলাম কয়েকদিন আগেই নাকি তাকে একটি ভল্লুক তাড়া করেছিল। গুহার মধ্যে থেকে কী একটা আওয়াজ পেয়ে আমরা আর সাহস করে সেখানে দাঁড়াইনি।

থলকোবাদের মূল আকর্ষণ এখানকার বনবাংলো। একেবারে ঘন জঙ্গলের মাঝে এই বাংলো। মাওবাদীরা নাকি বছর দশেক আগে এই বাংলোটি পুড়িয়ে দিয়েছিল। বছর খানেক হল ফের এটিকে নতুন করে বানিয়েছে বনদপ্তর। ওই বাংলো চত্বরেই আমাদের মধ্যাহ্নভোজন হল। খাবার অবশ্য হোটেল থেকেই প্যাক করে আনা হয়েছিল। কারণ, এ তল্লাটে কিছুই মেলে না। এই বাংলোতে বিশেষ অনুমতি নিয়ে রাত্রিবাস করা যায়। কিন্তু, সব রকম রসদ এমনকী জেনারেটরের ডিজেল পর্যন্ত আপনাকে সঙ্গে নিয়ে আসতে হবে। কেয়ারটেকার মঙ্গল সিং অবশ্য রান্নাবান্না করে দেবে। দেখেশুনে মনে হল, জ্যোৎস্না রাতে একবার এই বনবাংলোতে থাকতে পারলে হয়তো জঙ্গলের প্রকৃত স্বর্গীয় শোভা দেখা সম্ভব। এবার ফেরার পালা। দিনের আলো থাকতে-থাকতেই চলে যেতে চাইছে ড্রাইভার। তাই চললাম কিরিবুরুর পথে।

তৃতীয় দিন সকালে আমাদের আড্ডা সেরে বেরিয়ে পড়লাম বেশ কিছু ঝরনার দেখতে। সঙ্গে উপরি পাওনা জঙ্গল সাফারি। আমাদের গন্তব্য পুন্ডুল ঝরনা আর স্বপ্নেশ্বর মন্দির। ঘন জঙ্গলের মধ্যে, রাস্তায় গাছ পড়ে মাঝেমধ্যেই খুব যন্ত্রণা দিচ্ছে। এক-দু'বার পথ হারিয়ে পৌঁছলাম পুন্ডুলে। খুব উঁচু বা বড় কিছু নয়। কিন্তু, স্নিগ্ধ রূপ আমাদের মুগ্ধ করে দিল। সবচেয়ে বড় কথা এত নির্জন সবুজ পাহাড়ে ঘেরা পরিবেশে পুন্ডুলের সৌন্দর্য যেন কয়েক গুণ বেড়ে গিয়েছে। সেখান থেকে এবার গেলাম পাচেরি ঝরনা দেখতে। তারও আবার অন্য ধরনের রূপ। কী সুন্দর রাস্তা, দু'ধারে ঘন জঙ্গল, বেশকিছু জায়গায় সূর্যের আলোও প্রবেশ করে না। গা ছমছমে পরিবেশ। জঙ্গুলে রাস্তা ধরে প্রায় এক কিমি হাঁটার পর আবার এক মায়াময় পরিবেশের সামনে আমরা। দুই পাহাড়ের মাঝখান দিয়ে ধাপে ধাপে জল নেমে এসে একটা জলাধারে পড়ছে। চারপাশে কত অজানা পাখির ডাক, ঝরনার শব্দ। জঙ্গলের নিজস্ব শব্দ... সেও অপূর্ব। পাচেরি থেকে আমাদের গন্তব্য কারো নদী। এই নদী থেকেই পানীয় জল যাচ্ছে দুই শৈল শহরে। এখানেই আমাদের মধ্যাহ্নভোজন সারা হল।

তারপর বোলানি মাইনস হয়ে ঝিকরা ঝরনার দিকে যত এগোচ্ছি, তত দৃশ্যপট পালটাচ্ছে। দু' পাশে দেখি কিছু ঘরবাড়ি, তারপর হঠাৎ জঙ্গল শুরু। বেশ কিছুটা যাওয়ার পর গাড়িটা যেখানে দাঁড়ালো, সেখানে ঘন জঙ্গল। শুধু একটু পায়ে হাঁটা রাস্তা ছাড়া কিছু নেই। কিছুটা এগিয়ে গিয়ে দেখি, সেটাও বেমালুম হাওয়া হয়ে গিয়েছে। ড্রাইভার বলে দিয়েছিল জলধারা অনুসরণ করে চলতে। সেই মতো চলে, প্রায় এক কিলোমিটার পরে দেখা মিলল ঝিকরার। অন্য ঝরনার সঙ্গে ঝিকরার পার্থক্য হল, এখানে প্রায় পঞ্চাশ ফুট ওপর থেকে জল ছড়িয়ে বৃষ্টির মতো নীচে পড়ছে। ছোট ছোট জলকণার মাঝে সূর্যালোক রামধনুর রূপ নিয়েছে। আমরা সকলেই সে রূপ দেখে বাকরুদ্ধ। চারদিকে অদ্ভুত মোহময় পরিবেশ। শুধুই জলের জলতান, থুড়ি কলতান। এখানে স্নানও করা যায়। আমরাও সেই সুযোগ ছাড়িনি। সকলেই নেমে পড়লাম ঝরনার নীচে। একটি সাবানের সেই বিজ্ঞাপনী তরুণীর মতো আমরাও খুব মজা করে স্নান করলাম সকলে।

পরের দিন অর্থাৎ চতুর্থ দিন আমাদের ফেরার কথা। ট্রেন দুপুর একটা চল্লিশে। তাই সকাল ৯টার মধ্যে খাওয়াদাওয়া সেরে বেরিয়ে পড়লাম জটেশ্বর মন্দিরের উদ্দেশে। পাহাড় ঘেরা গ্রামের রাস্তা আর কিছুটা জঙ্গলের মধ্যে দিয়ে পৌঁছলাম মন্দিরে। জঙ্গলের মধ্যে পাহাড় ঘেরা পরিবেশে মন্দির। গা ছমছমে আবহ, তবুও বেশ চমৎকার লাগছিল। এখান থেকে বেরিয়ে আমরা সোজা বারবিল স্টেশনে। চড়ে বসলাম জনশতাব্দীতে। ট্রেন ছাড়তেই সকলের মুখ ভার। ডুয়ার্সের বিকল্পটা যে এতটা ভালো হবে, কেউ কল্পনাই করতে পারেনি। এই ক'দিনেই মনে মনে সারান্ডাকে ভালোবেসে ফেলেছিলাম সকলেই। ভালোবাসাকে দূরে ফেলে একটু একটু করে এগোতেই মন খারাপের কুয়াশা ঘিরে ধরছিল আষ্টেপৃষ্ঠে। আবার আসব সারান্ডায়, সুরটা গুনগুনিয়ে উঠছিল মাথার মধ্যে।

কয়েকটি বিশেষ তথ্য

সেইলের গেস্ট হাউজ থাকার জন্য সব চেয়ে ভালো জায়গা। বুকিং পাওয়া মুশকিল। কলকাতায় সেইলের অফিসে খোঁজ নিয়ে দেখতে পারেন। বারবিল শহর পাশেই। সেখানে প্রচুর হোটেল আছে। বারবিলে থেকেও সহজেই ঘোরা যায়। সঙ্গে সকলের সচিত্র পরিচয়পত্র এবং তার ফোটোকপি রাখবেন। জঙ্গলে বিভিন্ন অনুমতি এবং সিআরপিএফ ক্যাম্পে দেখাতে বা দিতে হতে পারে। জঙ্গলে বের হলে সঙ্গে খাবার এবং পানীয় জল নিয়ে যাবেন। ওখানে কিছুই পাওয়া যায় না। থলকোবাদে থাকতে হলে, সব রকমের প্রয়োজনীয় জিনিস কিরিবুরু শহর থেকে নিয়ে যেতে হয়। মাওবাদী এখনও আছে, সাধারণত তারা পর্যটকদের কিছু বলে না। অকারণে ভয় পাবেন না। প্রায় প্রতিটা ঝরনাতেই কমবেশি এক কিলোমিটারের মতো হাঁটাপথ। সেইরকম প্রস্তুতি নিয়ে যাবেন। ট্রেনের টিকিট প্রায় সব সময়ই মেলে। বেড়ানোর মরশুমে একমাস আগে টিকিট কেটে নেওয়া ভালো।

এবার পুজো মিথুশিলায়

পবিত্র চক্রবর্তী

ইতিমধ্যে ডা. চিন্তামণি ওরফে হরি'দাকে অনেকেই চিনে গিয়েছেন। যারা এখনও চেনেননি তাদের উদ্দেশ্যে এইটুকুই বলা যে, হরি'দা ভবঘুরে লেখকের মতোই ভবঘুরে বৈজ্ঞানিক। নিজের খেয়াল মাফিক আবিষ্কার করে চলেন। কোনও দলাদলি, কোনও প্রকার পা চাটাচাটি থেকে তিনি সহস্র হস্ত দূরে অবস্থান করে কাজ করে চলেন। অবিবাহিত এই খামখেয়ালি মানুষটি ইতিমধ্যে বেশ কয়েক হাজার আলোকবর্ষ দূরে অবস্থিত মিথুশিলা গ্রহে ঘুরে এসেছেন। শুধু ঘুরে এসেই ক্ষান্ত থাকেননি। বরং, ওখানকার প্রাণীদের মুখে ফুটিয়েছেন ভাষা। প্রাণে বুলিয়েছেন আবেগের জাদুকাঠি। ঠিক এখানেই বলে রাখা ভালো আমাদের পরাণ পুরুত ইহলোক ত্যাগ করে ওখানেই দিব্যি মানিয়ে গুছিয়ে রয়েছেন। এ খবরটা শুনে আমার চোখ তো গোল! বলে কী হরি'দা! বৈকুণ্ঠ ধামে না গিয়ে মিথুশিলা!

এবারে কাজের কথায় আসি। এবছর বর্ষা কানামাছি খেলতে খেলতে বেশ দেরিতেই দক্ষিণবঙ্গের মাঠে-ঘাটে খেলা করেছে। শরতের আকাশ মাঝে-মধ্যে থোপা থোপা কালো মেঘে সেজে উঠেছে। শিউলির কুঁড়ি এখনও পুরোপুরি পাপড়ি মেলে ধরেনি। এমন সময়ে হরি'দার ফোন,

— বলি আজকাল করছিসটা কী? সময় করে দু'-একদিনের মধ্যে আমার ভিটেয় পা রাখ, কথা আছে। এক নিঃশ্বাসে কথাটা শেষ করেই টুক করে ফোনটা কেটে দিলেন। বুঝতে পারলাম না এটা সাধারণ কুশল বিনিময় নাকি নির্দেশ! নির্দেশ ধরে নিয়েই পরদিন ভোর ভোর ট্রেন ধরে হাজির হলাম হরি'দার গ্রামের বাড়িতে। গেটের একধারে বড় বড় হরফে লেখা 'ডা. চিন্তামণি পাকড়াশি, বিজ্ঞান সাধক'।

আমাকে দেখেই একগাল হেসে জড়িয়ে ধরলেন। ঘরে বসতেই ভনিতা না-করে জিজ্ঞেস করলেন, কী কোনও প্ল্যান আছে নাকি পুজোয়? কোথাও বেড়াতে টেড়াতে যাচ্ছিস নাকি?

ছোট্ট করে, নাহ্ বলতেই চেয়ারের হাতলে থাপ্পড় মেরে বললেন, ব্যাস তাহলে আর চিন্তা কী, ঘুরে আসব আমাতে আর তোতে কেমন কি না। আমি ভ্যাবলার মতো তাকিয়ে আছি দেখে দাদা আরও উৎসাহে গলাটা একটু খাটো করে বললেন,— মিথুশিলায় । ওখানে দুগ্‌গা পুজো করব ভাবছি। পরাণ তো আছে...

আমার মুখ দিয়ে আর রা সরে না কথাটা শুনে। তবে যাব। মনকে একপ্রকার সায় করিয়েও নিয়েছি।

(২)

জেলি পোস্টের মাধ্যমে শরতের এক সকালে মেসেজ পাঠালেন হরি'দা। পরাণ পুরুত সেই মেসেজ পেয়ে বেজায় খুশি। তাও আবার আত্মা অবস্থায় পুজো করার সৌভাগ্য।

শারদের সূচনালগ্নে আমাকে নিউমা হোল্ডারে চাপিয়ে হুস করে নিয়ে যান মিথুশিলা গ্রহে। চোখের সামনে একে একে কত নক্ষত্র, আকাশগঙ্গা, ব্ল্যাকহোল পেরিয়ে যাচ্ছে। শেষমেশ নিউমা হোল্ডার এসে ঝুপ করে নামল মিথুশিলার মাটিতে। দাদার কাছে শুনেছিলাম এখানকার প্রায় সবকিছুই কমলা রঙের। কিন্তু, এখন অন্য। হরি'দা আমার মনের কথা বুঝতে পেরেই বলে উঠলেন— শরতে এই গ্রহের আকাশ বরফ-সাদা আর মাটি ছাইয়ের মতো ধূসর। কনকনে ঠান্ডা হাওয়ার স্রোত বয় এখন।

আমি আর কী বলি! একচোখা অ্যাটল্যাস আর পরাণ পুরুত আমাদের রিসিভ করতে এসে গিয়েছে। এটল্যাস হরি'দাকে দেখেই গং গং করে চিন্তামণি ভাষায় জিজ্ঞেস করল, আপনাদের আসতে কষ্ট হয়নি তো?

অ্যাটল্যাসের পরিচয় অন্যখানে কোনও একসময় দেব ।

আমার ভ্যাবলামার্কা মুখ দেখে পরাণ পুরুত নিজের টিকিতে গিঁট মারতে মারতে বললেন— অবাক হয়ও না বৎস, এখানকার একচোখা মনিষ্যি আর মিথুশিলার পরিবেশ মিক্সিওয়ে দিয়ে ঘেরা তো তাই এমন কাণ্ড।

সেদিনই বিকালে আমি আর হরি'দা এদিক-ওদিক বেড়াচ্ছি। একজায়গায় হরি'দা থমকে দাঁড়িয়ে ধাঁই করে প্রস্তাব দিলেন— এই মাটি দিয়ে মূর্তি গড়তে হবে তোকে।

আঁতকে উঠলাম শুনে। ফাইন আর্টস নিয়ে পড়েছি ঠিকই কিন্তু এখানকার মাটির বিষয়ে কোনও আইডিয়াই নেই।

আমি বলে উঠলাম— ও হরি'দা এ কেমন কথা তোমার! কোনওদিন তো করিনি আগে ... তাছাড়া এ মাটি তো সে মাটি নয়... ইয়ে পৃথিবীর মাটি নয়...!

আমাকে একপ্রকার থামিয়ে দিয়ে দাদা বললেন— থাম তো বাপু। এ এমনকী মহান কাজ! আর তোরা ইয়াং জেনারেশন রিস্ক নিতে চাস না অথচ তোদের দেহের মধ্যে কৈ মাছের মতো কিলবিল করছে প্রতিভা...। গাধা সুযোগ দিলাম কাজে লাগা ...।

(৩)

পরাণ পুরুত ইতিমধ্যে হরি'দার সবুজ সংকেত পেয়েই টিকি নাড়িয়ে, পৈতেতে আঙুল গলিয়ে মিথুশিলার দুই নক্ষত্র পালসার আর নিউট্রনের অবস্থান নির্ণয় করে পুজোর দিনক্ষণ ঠিক করে ফেললেন।

হরি'দার দিকে তাকিয়ে বললেন— ছ্যার হয়ে যাবে বুঝলেন কি না। মা তো সব্বলোকেই ঘোরাফেরা করেন। তবে...

হরি'দা উত্তেজিত হয়ে জিজ্ঞাসা করলেন—তবে কী হে পুরুত?

— আজ্ঞে পৃথ্বী ভ্রমণ অন্তে দেবী হিমালয়ান ল্যাপার্ডে চেপে আসবেন এবং গমন করবেন।

আমি মুখ ফসকে প্রশ্ন করলাম, হিমালয়ান লেওপার্ড কেন? সিংহ ...!!

— আহা বৎস, পশু বলে কি মানুষ না নাকি! এখানে বড্ড ঠান্ডা তা তো বুঝতেই পারছ। সিংহ আনলে মা বিপদেই পড়বেন।

'অভয়ারম্ভ শুভায়ু ভবতু' মনে মনে ভেবে আমি লেগে গেলাম প্রতিমা নির্মাণে। হরি'দা ধারে-কাছে নেই। কোথায় গিয়েছেন কে জানে, হয়তো নতুন কোনও চিন্তা মাথার মধ্যে লাট্টুর মতো ঘুরপাক খাচ্ছে ।

অধিবাসের সকাল। মিথুশিলার চারপাশ জেগে উঠছে বিচিত্র সব মিষ্টি শব্দে। এখানকার অধিবাসীদের উৎসাহের অন্ত নেই। হবেই না বা কেন? ওদের মনে যে হরি'দার কৃপায় যান্ত্রিক মনোভাব হারিয়ে গিয়ে আবেগের মিশেল ঘটেছে।

দেবীর মুখ খুলতেই পরাণ পুরুত আঁ আঁ করে অজ্ঞান। আত্মাকে তো গঙ্গা জল দেওয়া যায় না আর এখানে গঙ্গাই বা কোথায়! তাই মিথুশিলার নীলচে বরফের হ্রদ থেকে কিছু বরফ গলা নোনতা জলের ছিটে মারতেই পুরুত জেগে ওঠে। আর কটমট চোখে আমার দিকে চেয়ে থাকে ।

এখানকার মাটি জমাট বাঁধে না তেমন। ফলে, দেবী দশভুজার দশ হাত তো দূর অস্ত নাক-মুখের অদ্ভুত এক্সপ্রেশন হয়ে গিয়েছে। তবে, অ্যাটল্যাস আর বাকি বাসিন্দারা বেজায় খুশি। হরি'দা 'সাব্বাস' বলে পিঠ চাপড়ে দিলেন।

(৪)

পরাণ পুরুতের গোমড়া মুখ আর সহজ হয় না। থেকে থেকেই বলেন, একি অনাসৃষ্টি ছ্যার! দেবীর অমন ঢল ঢল চাঁদপানা মুখ দেখে ছোট থেকে বুড়ো হয়ে ইহলোক ত্যাগ করেছি! আর আত্মা হয়ে শেষে এই দেখতে হল?"

আমার মনের অবস্থাও তথৈবচ। যাওবা হরি'দা আশ্বাস দিলেন কিন্তু পরাণ পুরুতের মুখ দেখে ধারে কাছে ঘেঁষতে ভয় করতে লাগল। মরার পর ব্রহ্মশাপ লাগে কি না জানা নেই।

গোল বাঁধল মন্ত্র নিয়ে। আত্মার মুখে সংস্কৃত একদমই অশোভন, উচ্চারণও বের হচ্ছে না। সপরিবারা দেবীদুর্গা পুজো না-পেয়েই পড়ে থাকেন। উপায়! হরি'দা কিন্তু নির্বিকার। বরং, মিটিমিটি হাসছেন আর ঘুরছেন ফিরছেন ।

আমি থাকতে পারলাম না। শত হোক আমি ছাপোষা বাঙালি। ভয়টা আগে ঘাড়ে চাপে। দাদার কাছে মিনতির স্বরে বললাম— দাদা কিছু একটা করুণ। না হলে মিথুশিলা রসাতলে যাবে যে ।

দাদা খানিকক্ষণ আমার দিকে তাকিয়ে থেকে হনহন করে হেঁটে গিয়ে পুরুতের কানে কী বেশ বলতেই পরাণ পুরুতের মুখে চওড়া হাসি দেখা দিল।

আকারে ইঙ্গিতে এটল্যাস কিছু বলতেই সে বার কয়েক গোল পানা মুখ নাড়িয়ে লাইম নামের এক স্পেস স্কুটারে বসে সোঁ সোঁ করে পাড়ি দিল ।

হরি'দা আমার দিকে তাকিয়ে বললেন— প্রবলেম সল্‌ভড বুঝলি। দেবতারা মর্ত্যের মতো গঙ্গার অন্য উৎস রেখেছেন।

মিনিট পনেরোর মধ্যে এটল্যাস হাজির। কথামতো পরাণ পুরুত আকাশগঙ্গার জলপূর্ণ পাত্তর নিয়ে হাজির।

দেখি হরি'দা কোটের পকেট থেকে একটা ইঞ্চি দু'য়েকের শিশি বের করলেন। ভিতরে গাঢ় লালচে হলুদ রঙের তরল। আমার দিকে ভ্রূ নাচিয়ে বললেন— এটা হল আমার নতুন আবিষ্কার, নাম স্বর্ণকান্তি। কয়েক ফোঁটা স্বর্ণকান্তি তরল মিশিয়ে দিলেন। পুরুত, অ্যাটল্যাস-সহ বাকিরা চরণামৃতের মতো তা খেতেই অবাক কাণ্ড! পুরুতের মুখে আওয়াজ নেই। কিন্তু, সারা মিথুশিলার আকাশবাতাস জুড়ে ধাতব শব্দ একটানা বেজে যেতে লাগল বেশ কিছুক্ষণ ধরে। মনের হাল বুঝতে পেরে হরি'দা বললেন— ওটা হচ্ছে মনের ভাষা। 'মন্ত্র' মানে, মন তোর অর্থাৎ মন যে ভাষায় ডাকতে চায়। না মানে বুঝে বলার চেয়ে মনের অনুভূতি বোঝার জন্য দিয়েছিলাম আমার নতুন আবিষ্কারের নমুনা প্রুনাস্ ডোপাসিস্। আমন্ড থেকে তৈরি এই ওষুধ আমাদের মাথার ফ্রন্টাল লোবকে অনুভূতির ভাষা বোঝাতে সাহায্য করে, ঈশ্বর সব ভাষা না বলা ভাষাও বুঝতে পারেন বুঝলি।

বুঝলাম দাদা জিনিয়াস। সত্যি তো মনের ভাষা, আবেদনই তো আসল। কিন্তু, মূর্তির ওই রূপ তার কী! পরাণ পুরুতের মনে হয় বোধোদয় হয়েছে। আমার পাশে এসে বলল— বাছা, দেবীর রূপ তো কাল্পনিক। তাঁর আসল রূপ কী আমরা কেউ জানি! আনন্দ কর হে আনন্দ... মিথুশিলায় প্রথম দুগ্‌গা পুজো।